সংক্ষেপিত বঙ্কিম রচনাবলী

দেবী চৌধুরাণী

সম্পাদক

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

অশোক পুস্তকালয়
কলিকাতা—৯

নিবেদন

সদগ্রন্থের প্রচার যত হয় ততই জাতির ও সমাজের কল্যাণ। কতকটা সেই উদ্দেশ্যে ও কতকটা সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী সহজবোধ্য করবার ও বহুল প্রচারের মানসে গ্রন্থগুলিকে সংক্ষেপিত করা হয়েছে। দুদিনে বাঙালির মনে আশা, বাঙালির মনে জাতীয়তা-জ্ঞান জাগ্রত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে তাকে ভালবাসতে ও তার জন্য প্রাণত্যাগ করতে শিখিয়েছিলেন তিনিই। কিন্তু তাঁর ভাষা, ভাব ও রচনা-কৌশল তাঁকে এতদিন সাধারণ পাঠকের অনায়ত্ত করে রেখেছিল। তাঁর রচনাবলী ছিল উচ্চ-শিক্ষিত ও সাহিত্য-রসিকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আজকাল বুঝি সে গণ্ডীও সঙ্কুচিত! মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প-কলাদির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এগুলি যদি নিম্নস্তরের হয়, তা হলে সাংস্কৃতিক জীবনের গতিও নিম্নপথে ধাবিত হয়ে থাকে। সেইজন্য যা সৎ, যা উৎকৃষ্ট, যা মনুষ্যত্বকে ফুল্লকমলের মত প্রস্ফুটিত করে, তারই প্রয়োজন। বলা অনাবশ্যক যে বঙ্কিম-রচনাবলী এইরূপই গুণশালিনী।

বঙ্কিমের রচনাবলীকে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করতে হলে তার কিয়দংশ পরিবর্জন অত্যাবশ্যক। সেইজন্যই স্থানে স্থানে তা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর সুমধুর ভাষা, মৌলিক ভাবসম্পদ ও অতুলনীয় রচনা-কৌশলকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করা হয়নি এবং

গল্পাংশ অক্ষুণ্ণ রাখতে মধ্যে মধ্যে নিজের রচনার অনুপ্রবেশও করানো হয়নি। আরও একটি কথা বলা দরকার। গ্রন্থগুলি যাতে কেবল বয়স্ক সাধারণ পাঠকগণের উপভোগ্য হয় সম্পাদন-কালে আমাদের দৃষ্টি কেবল সেই দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছাত্রগণও যাতে রসাস্বাদ করে তৃপ্ত ও উপকৃত হয়, সেদিকেও দৃষ্টি ছিল।

কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩৫৭

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

দেবী চৌধুরাণী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

—ঃ)*(ঃ—

"ও পি — ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী।"

"যাই মা।"

মা ডাকিল—মেয়ে কাছে আসিল। বলিল, "কেন মা ?"

মা বলিল—"যা না—ঘোষেদের বাড়ি থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে আয় না।"

প্রফুল্লমুখী বলিল, "আমি পারিব না। আমার চাইতে লজ্জা করে।"

মা। যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলি, কাঙ্গাল-গরিবের চাইতে লজ্জা কি ?

প্রফুল্ল কথা কহিল না। মা বলিল, "তুই তবে ভাত চড়াইয়া দে, আমি কিছু তরকারীর চেষ্টায় যাই।"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার মাথা খাও, আর চাইতে যাইও না। ঘরে চাল আছে, নুণ আছে, গাছে কাঁচা লঙ্কা আছে—মেয়ে-মানুষের তাই ঢের।"

অগত্যা প্রফুল্লের মাতা সম্মত হইল। ভাতের জল চড়াইয়াছিল, মা চাল ধুইতে গেল।

চাল ধুইবার জন্য ধুচুনী হাতে করিয়া মাতা গালে হাত দিল। বলিল, "চাল কই ?" প্রফুল্লকে দেখাইল, আধ মুঠা চাউল আছে মাত্র, তাহা এক জনেরও আধপেটা হইবে না।

মা ধুচুনী হাতে করিয়া বাহির হইল। প্রফুল্ল বলিল, "কোথা যাও ?"

মা। চাল ধার করিয়া আনি—নহিলে শুধু ভাতই কপালে যোটে কই ?

প্র। আমরা লোকের কত চাল ধারি—শোধ দিতে পারি না—তুমি আর চাল ধার করিও না।

মা। আবাগীর মেয়ে, খাবি কি ? ঘরে যে একটি পয়সা নাই।

প্র। উপস্ করিব।

মা। আমি মরিলে যা হয় করিস্; তুই উপস্ করিয় মরিবি, আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। যেমন করিয়া পারি ভিক্ষা করিয়া তোকে খাওয়াইব।

প্র। ভিক্ষাই বা কেন করিতে হইবে ? এক দিনে উপবাসে মানুষ মরে না। এসো না, মায়ে ঝিয়ে আজ পৈত তুলি। কা'ল বেচিয়া কড়ি করিব।

মা। সূতা কই ?

প্র। কেন, চরকা আছে।

মা। পাঁজ কই ?

তখন প্রফুল্লমুখী অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। বলিল "মা, আমি কেন চেয়ে ধার ক'রে খাব—আমার ত সব আছে ?"

মা চক্ষের জল মুছাইয়া বলিল, "সবই ত আছে মা—কপালে ঘটিল কই ?"

প্র। কেন ঘটে না মা—আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, শ্বশুরের অন্ন থাকিতে আমি খাইতে পাইব না ? শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে যোটে, তবে খাইব—নহিলে আর খাইব না। তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া শ্বশুরবাড়ি রাখিয়া আইস।

মা। সে কি মা ! তাও কি হয় ?

প্র। কেন হয় না মা ?

মা। তারা যে কখনও তোমার নাম করে না।

প্র। না করুক—তাতে আমার অপমান নাই। যাহাদের উপর আমার ভরণপোষণের ভার, তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই।

মা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, "তোমাকে একা রাখিয়া আমি যাইতে চাহিতাম না—কিন্তু আমার দুঃখ ঘুচিলে তোমারও দুঃখ কমিবে, এই ভরসায় যাইতে চাহিতেছি।"

মা বুঝিল যে, মেয়ের পরামর্শ ঠিক। তখন মা যে কয়টি চাউল ছিল, তাহা রাঁধিল। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুতেই খাইল না। কাজেই তাহার মাতাও খাইল না। তখন প্রফুল্ল বলিল, "তবে আর বেলা কাটাইয়া কি হইবে ? অনেক পথ।"

তখন দুই জনে মলিনবেশে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম। সেইখানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয়। তাহার শ্বশুর হরবল্লভ বাবু খুব বড়-মানুষ লোক। তাঁহার অনেক জমিদারী আছে। সে স্থান প্রফুল্লমুখীর পিত্রালয় হইতে ছয় ক্রোশ। ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মাতা ও কন্যা অনশনে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে সে ধনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

হরবল্লভ কাঙ্গাল দেখিয়াও ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। মেয়েটি পরমা সুন্দরী; তেমন মেয়ে আর কোথাও পাইলেন না, তাই সেখানে বিবাহ দিয়াছেন। এ দিকে প্রফুল্লর মা, কন্যা বড়-মানুষের ঘরে পড়িল, এই উৎসাহে সর্বস্ব ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছেন। সেই অবধি এই অন্নের কাঙ্গাল। সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিক কুলান করিতে পারিল না। বরযাত্রীদিগের লুচি-মণ্ডায় দেশকালপাত্র বিবেচনায় উত্তম ফলাহার করাইল, কিন্তু কন্যাযাত্রিগণের কেবল চিঁড়াদই। ইহাতে প্রতিবাসী কন্যাযাত্রীরা অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা খাইলেন না—উঠিয়া গেলেন। প্রতিবাসীরা একটা বড় রকম শোধ লইল।

পাকস্পর্শের দিন হরবল্লভ বেহানের প্রতিবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা কেহ গেল না—এক জন লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, যে কুলটা, জাতিভ্রষ্টা, তাহার সঙ্গে হরবল্লভ বাবু কুটুম্বিতা করিতে হয়, করুন—বড়-মানুষের সব

শোভা পায়। সমবেত সভামধ্যে এই কথা প্রকাশ হইল। কথা অসম্ভব বোধ হইল না। বিশেষ হরবল্লভের মনে হইল যে, বিবাহের রাত্রে প্রতিবাসীরা বিবাহ-বাড়িতে খায় নাই। প্রতিবাসীরা মিথ্যা বলিবে কেন? হরবল্লভ বিশ্বাস করিলেন। সভায় সকলেই বিশ্বাস করিল। নিমন্ত্রিত সকলেই ভোজন করিল বটে—কিন্তু কেহই নববধূর স্পৃষ্ট ভোজ্য খাইল না। পরদিন হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি প্রফুল্ল ও তাহার মাতা তাঁহার পরিত্যাজ্য হইল। পুত্রের অন্য বিবাহ দিলেন। তাই আজ সে বাড়িতে প্রবেশ করিতে প্রফুল্লের মা'র পা কাঁপিতেছিল।

কিন্তু যখন আসা হইয়াছে, তখন আর ফেরা যায় না। কন্যা ও মাতা সাহসে ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

গিন্নী ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা কে গা?"

প্রফুল্লের মা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কি বলিয়াই বা পরিচয় দিব?"

গিন্নী। কেন, পরিচয় আবার কি বলিয়া দেয়?

প্রফুল্লের মা। আমরা কুটুম্ব।

গিন্নী। কুটুম্ব? কে কুটুম্ব গা?

সেখানে তারার মা বলিয়া এক জন চাকরাণী কাজ করিতেছিল। সে দুই একবার প্রফুল্লদিগের বাড়ি গিয়াছিল—প্রথম বিবাহের পরই। সে বলিল, "ওগো চিনেছি। দুর্গাপুরের বেহান গো—তোমার বড় ছেলের বড় শাশুড়ী। (সেকালে পরিচারিকারা গৃহিণীর সম্বন্ধ ধরিত।)

গিন্নী বুঝিলেন। মুখটা অপ্রসন্ন হইল। বলিলেন, "বসো"।

বেহান বসিল—প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া রহিল।

গিন্নী বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "তোমরা কোথায় এসেছিলে"?

প্রফুল্লের মা। তোমার বাড়িতেই এসেছি।

গিন্নী। কেন গা?

প্র, মা। কেন,:আমার মেয়েকে কি শ্বশুরবাড়ি আসিতে নাই?

গিন্নী। আসিতে থাকিবে না কেন? শ্বশুর-শাশুড়ী যখন আনিবে, তখন আসিবে।

প্র, মা। তোমার বউ একা আসতে পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিয়াছি। এখন তোমার বউ পৌঁছিয়াছে, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া প্রফুল্লের মা বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অভাগীর তখনও আহার হয় নাই।

মা গেল, কিন্তু প্রফুল্ল গেল না। যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল, তেমনি ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিল, "তোমার মা গেল, তুমিও যাও।"

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। কি জ্বালা! আবার কি তোমার সঙ্গে একটা লোক দিতে হবে নাকি?

এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল; চাঁদপানা মুখ; চক্ষে দরদর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বউ নিয়ে ঘর করতে পেলাম না।" মন একটু নরম হ'লো।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই। আমি তোমার সন্তান নই ?"

গিন্নী বলিলেন, "তা, মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্তার কাছে, তিনি কি বলেন। তুমি এখানে বসো মা, বসো।"

প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল। সেই সময়ে একটি কপাটের আড়াল হইতে একটি চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা, সেও সুন্দরী, মুখে আড় ঘোমটা—সে প্রফুল্লকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। প্রফুল্ল ভাবিল, এ আবার কি ? উঠিয়া বালিকার কাছে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এখন গৃহিণী প্রফুল্ল ও তাহার মাতার আগমন ও কথোপকথন বৃত্তান্ত কর্তামহাশয়ের নিকট আদ্যোপান্ত বলিলেন। তখন কর্তার মুখ বৈশাখের মেঘের মত অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এত বড় স্পর্ধা! এখনই ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।"

গিন্নী বলিলেন, "ছি ছি। অমন কথা কি বল্‌তে আছে ? হাজার হোক—বেটার বউ—"

কিছুতেই কিছু হইল না, "বেটীকে ঝাঁটা মেরে বিদায় কর" এই হুকুমই বাহাল রহিল।

গিন্নী শেষে রাগ করিয়া বলিলেন, "ঝাঁটা মারিতে হয়, তুমি মার।" এই বলিয়া গিন্নীও রাগে গর্ গর্ করিয়া বাহিরে আসিলেন। যেখানে প্রফুল্লকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া দেখিলেন, প্রফুল্ল সেখানে নাই।

প্রফুল্ল সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা দ্বার রুদ্ধ করিল।

প্রফুল্ল বলিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

সে বলিল, "আমার নাম সাগর, ভাই।"

প্র। তবে তুমিই ঘরণী গৃহিণী—

সা। দূর, তা কেন? পোড়া কপাল আর কি? আমি কেন সে হ'তে গেলাম? আমার কি তেমনই দাঁত উঁচু, না আমি তত কালো?

প্র। সে কি—কার দাঁত উঁচু?

সা। কেন? যে ঘরণী গৃহিণী।

প্র। সে আবার কে?

সা। জান না? তুমি কেমন ক'রেই বা জান্‌বে? কখন ত এসো নি, আমাদের আর এক সতীন আছে, জান না?

প্র। আমি ত আমি ছাড়া আর এক বিয়ের কথাই জানি—আমি মনে করিয়াছিলাম, সেই তুমি।

সা। না। সে সেই—আমার ত তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে।

প্র। সে বুঝি বড় কুৎসিৎ? তাই বুঝি আবার তোমায় বিবাহ করেছে?

সা। না, তা নয়! তোমাকে বলি, কারও সাক্ষাতে ব'লে না। (সাগর বড় চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল।) আমার বাপের ঢের টাকা আছে। আমি বাপের এক সন্তান। তাই সে টাকার জন্য—

প্র। বুঝেছি, আর বলিতে হবে না। তা তুমি সুন্দরী। যে কুৎসিৎ, সে ঘরণী গৃহিণী হলো কিসে?

সা। আমি বাপের একটি সন্তান, আমাকে পাঠায় না, আর আমার বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের সঙ্গে বনে না। তাই আমি এখানে কখন থাকি না। কাজে কর্মে কখনও আনে। এই দুই চারি দিন এসেছি, আবার শীঘ্র যাব।

প্রফুল্ল দেখিল যে, সাগর দিব্য মেয়ে—সতীন বলিয়া ইহার উপর রাগ হয় না। প্রফুল্ল বলিল, "আমায় ডাক্‌লে কেন?"

সা। তুমি কিছু খাবে?

প্রফুল্ল হাসিল, বলিল, "কেন, এখন খাব কেন?"

সা। তোমার মুখ শুকনো, তুমি অনেক পথ এসেছ তোমার তৃষ্ণা পেয়েছ। কেউ তোমায় কিছু খেতে বললেন না। তাই তোমাকে ডেকেছি। আমার বাপের বাড়ির সন্দেশ আছে—বেশ সন্দেশ।

এই বলিয়া সাগর কতকগুলা সন্দেশ আনিয়া প্রফুল্লের মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। অগত্যা প্রফুল্ল কিছু খাইল।

সা। তোমার মা কোথায় গেলেন?

প্র। কি জানি? বোধ হয় পথে দাঁড়াইয়া আছেন।

সা। এক কাজ করুব?

প্র। কি ?

সা। ব্রহ্ম ঠান্‌দিদিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব ?

প্র। তিনি কে ?

সা। ঠাকুরের সম্পর্কে পিসী—এই সংসারে থাকেন।

প্র। তিনি কি করবেন ?

সা। তোমার মাকে খাওয়াবেন দাওয়াবেন।

প্র। মা এ বাড়িতে কিছু খাবেন না।

সা। দূর, তাই কি বলছি ? কোন বামুন-বাড়িতে।

প্র। যা হয় কর, মা'র কষ্ট আর সহ্য হয় না।

সাগর চকিতের মত ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে যাইয়া সব বুঝাইয়া বলিল। ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিল, "মা, তাই ত! গৃহস্থ-বাড়ি উপবাসী থাকিবেন! অকল্যাণ হবে যে।" ব্রহ্ম প্রফুল্লের মা'র সন্ধানে বাহির হইল। সাগর ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লকে সংবাদ দিল। প্রফুল্ল বলিল, "এখন ভাই, যে গল্প করিতেছিলে, সেই গল্প কর।"

সা। গল্প আর কি! আমি ত এখানে থাকি না—থাকিতে পাবও না। তা, তুমি এয়েচ, যেমন ক'রে পার থাক ; আমরা কেউ সেই কালপেঁচাটাকে দেখিতে পারি না।

প্র। থাক্‌ব ব'লেই ত এসেছি। থাকতে পেলে ত হয়। কপালে কি হয়, তাহা আগে জানিয়া আসি।

এই বলিয়া প্রফুল্ল বাহিরে আসিল ; দেখিল, তাহার শাশুড়ী তাহার তল্লাস করিতেছেন। প্রফুল্লকে দেখিয়া গিন্নী বলিলেন, "কোথা ছিলে মা ?"

প্র। বাড়িঘর দেখিতেছিলাম।

গিন্নী। আহা! তোমারই বাড়িঘর বাছা—তা কি কর্‌ব? তোমার শ্বশুর কিছুতেই মত করেন না।

প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল। শাশুড়ীর বড় দয়া হইল। গিন্নী মনে মনে কল্পনা করিলেন—"আর একবার নথনাড়া দিয়া দেখিব।" কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলেন না—কেবল বলিলেন, "আজ আর কোথায় যাইবে? আজ এখানে থাক। কাল সকালে যেও।"

প্রফুল্ল মাথা তুলিয়া বলিল, "তা থাকিব—একটা কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও। আমার মা চরকা কাটিয়া খায়, তাহাতে এক জন মানুষের এক বেলা আহার কুলায় না। জিজ্ঞাসা করিও—আমি কি করিয়া খাইব? আমি বাগ্‌দীই হই, মুচিই হই, তাঁহার পুত্রবধূ। তাঁহার পুত্রবধূ কি করিয়া দিনপাত করিবে?"

শাশুড়ী বলিল, "অবশ্য বলিব।" তার পর প্রফুল্ল উঠিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর সেই ঘরে সাগর ও প্রফুল্ল, দুই জনে দ্বার বন্ধ করিয়া চুপি চুপি কথাবার্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া কপাটে ঘা দিল। সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "কে গো?"

"আমি গো!"

সাগর প্রফুল্লের গা টিপিয়া চুপি চুপি বলিল, "কথা কস্‌নে; সেই কালপেঁচাটা এসেছে।"

প্র। সতীন?

সা। হাঁ—চুপ।

যে আসিয়াছিল, সে বলিল, "কে গা ঘরে? কথা কস্‌নে কেন? যেন সাগর-বউয়ের গলা শুনিলাম না?"

সা। তুমি কে গা?

"নয়ান-বউ।"

(বউটির নাম—নয়নতারা, লোকে তাহাকে "নয়ান-বউ" বলিত—সাগরকে "সাগর-বউ" বলিত।)

সাগর তখন কৃত্রিম ব্যস্ততার সহিত বলিল, "কে! দিদি!"

ন। তোর কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলেম।

সা। কি কথা দিদি?

ন। তুই দোর্‌ খুল্‌লি নে, তার কথা কব কি? সন্ধ্যে রাত্রে দোর দিয়েছিস্‌ কেন লা?

সা। আমি ভাই, লুকিয়ে দুটো সন্দেশ খাচ্ছি। তুমি কি খাও না?

ন। তা খা খা। (নয়ন নিজে সন্দেশ বড় ভালবাসিত।) বলি, জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, আবার এক জন এয়েছে না কি?

ভিতরে দ্বার দিয়া সাগর কত সন্দেশ খাইতেছে, ইহা দেখিবার একটু ইচ্ছা ছিল। সাগর দ্বার খুলিলে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, সন্দেশ নহে—আর এক জন লোক আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কে?"

সা। প্রফুল্ল।

ন। সে আবার কে?

সা। মুচি-বউ।

ন। এত সুন্দর?

সা। তোমার চেয়ে নয়।

ন। নে, আর জ্বালাস্ নে। তোর চেয়ে ত নয়?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এ দিকে কর্তামহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহমধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন। গৃহিণী ব্যজন-হস্তে ভোজন-পাত্রের নিকট শোভমানা—পাতে মাছি নাই, তবু নারীধর্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে।

কর্তা আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাগ্দী বেটী গিয়াছে কি ?"

গৃহিণী নথ নাড়িয়া বলিলেন, "রাত্রে আবার সে কোথায় যাবে ? রাত্রে একটা অতিথি এলে তুমি তাড়াও না—আর আমি বউটাকে রাত্রে তাড়িয়ে দেব ?"

কর্তা। অতিথি হয় অতিথিশালায় যাক্ না। এখানে কেন ? তা আমিই তাড়াচ্ছি। ব্রজকে ডাক ত রে।

ব্রজ কর্তার ছেলের নাম। এক জন চাকরাণী ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল; ব্রজেশ্বরের বয়স একুশ-বাইশ ; অনিন্দ্য-সুন্দর পুরুষ,—পিতার কাছে বিনীতভাবে আসিয়া দাঁড়াইল—কথা কহিতে সাহস নাই।

দেখিয়া হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু, তোমার তিন সংসার—মনে আছে ?"

ব্রজ চুপ করিয়া রহিল।

"প্রথম বিবাহ মনে হয়—সে একটা বাগ্দীর মেয়ে ?"

ব্রজ নীরব—বাপের সাক্ষাতে—বাইশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না।

কর্তা বলিতে লাগিলেন, "সে বেটী আজ এখানে এসেছে—জোর ক'রে থাকবে, তা তোমার গর্ভধারিণীকে বল্লেম যে, ঝাঁটা মেরে তাড়াও। মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের গায়ে হাত কি দিতে পারে ? এ তোমার কাজ। তোমারই অধিকার—আর কেহই স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি আজ রাত্রে তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়াইয়া দিবে। নহিলে আমার ঘুম হবে না।"

গিন্নী বলিলেন, "ছি! বাবা! মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুল না, ওঁর কথা রাখিতেই হইবে, আমার কথা কিছু চল্‌বে না! তা যা কর, ভাল কথায় বিদায় করিও।"

ব্রজ বাপের কথায় উত্তর দিল, "যে আজ্ঞা;" মার কথায় উত্তর দিল, "ভাল।"

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর একটু দাঁড়াইল। সেই অবকাশে গৃহিণী কর্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বউকে তাড়াবে—বউ খাবে কি করিয়া?"

কর্তা বলিলেন,—"যা খুসী করুক—চুরি করুক—ডাকাতি করুক—ভিক্ষা করুক।"

গৃহিণী ব্রজেশ্বরকে বলিয়া দিলেন, "তাড়াইবার সময় বউমাকে এই কথা বলিও। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

ব্রজেশ্বর পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া সাগরের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাগর শ্বশুরবাড়ি আসিয়া দুইটি ঘর পাইয়াছিল, একটি নীচে—একটি উপরে। ব্রজেশ্বর উপরের ঘরে গেলেন।

সেখানে সাগর নাই—কিন্তু তাহার পরিবর্তে আর এক জন কে আছে। অনুভবে বুঝিলেন, এই সেই প্রথমা স্ত্রী।

বড় গোল বাধিল। দুই জনে সম্বন্ধ বড় নিকট। স্ত্রী পুরুষ, পরস্পরে অর্ধাঙ্গ ; পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু কখনও দেখা নাই। কখনও কথা নাই। কি বলিয়া কথা আরম্ভ হইবে ? কে আগে কথা কহিবে ? বিশেষ এক জন তাড়াইতে আসিয়াছে। আর এক জন তাড়া খাইতে আসিয়াছে।

প্রথমে দুই জনের এক জনও অনেকক্ষণ কথা কহিল না। শেষে প্রফুল্ল অল্প, অল্পমাত্র হাসিয়া, গলায় কাপড় দিয়া ব্রজেশ্বরের পায়ের গোড়ায় আসিয়া ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল।

ব্রজেশ্বর বাপের মত নহে। প্রণাম গ্রহণ করিয়া, অপ্রতিভ হইয়া, বাহু ধরিয়া প্রফুল্লকে উঠাইয়া পালঙ্কে বসাইল। বসাইয়া আপনি কাছে বসিল।

প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সে কালের মেয়েরা এ কালের মেয়েদের মত নহে—সে ঘোমটা টুকু প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময় সরিয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিল যে, প্রফুল্ল কাঁদিতেছে।

দ্বারে কে মুখ বাড়াইল। যার মুখ তার হাতের গহনার বুঝি একটু শব্দ হইয়াছিল। সে শব্দে ব্রজেশ্বরের কান সেদিকে গেল। ব্রজেশ্বর সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন। মুখখানা বড় সুন্দর। কাল কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাঁপটার বেড়া। তখন মেয়েরা ঝাঁপটা রাখিত—তার উপর একটু ঘোমটা টানা—ঘোমটার ভিতর দুইটি পদ্মপলাশ চক্ষু ও দুইখানা পাতলা রাঙা ঠোঁট মিঠে মিঠে হাসিতেছে, ব্রজেশ্বর দেখিলেন, মুখখানা সাগরের। সাগর স্বামীকে একটা চাবি ও কুলুপ দেখাইল। সাগর ছেলে-মানুষ। স্বামীর সঙ্গে জিয়াদা কথা কয় না। ব্রজ কিছু

বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বুঝিতে বড় বিলম্বও হইল না। সাগর বাহির হইতে কপাট টানিয়া দিয়া, শিকল লাগাইয়া, কুলুপে চাবি ফিরাইয়া বন্ধ করিয়া, দুড়-দুড় ঝম্ ঝম্ করিয়া ছুটিয়া একেবারে ব্রহ্মঠাকুরাণীর বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিলেন, "কি লা সাগর-বউ ? কি হয়েছে ? এখানে এসে শুলি যে ?"

সাগর কথা কয় না।

তা শো শো।

সা। ঠানদিদি, একটা রূপকথা বল না—

ব্রহ্মঠাকুরাণী তখন সাগরের কাছে শুইয়া বিহঙ্গমের গল্প আরম্ভ করিলেন; সাগর তাহার আরম্ভ হইতে না হইতেই ঘুমাইয়া পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরাণী সে সংবাদ অনবগত; দুই চারি দণ্ড গল্প চালাইলেন—পরে যখন জানিতে পারিলেন, শ্রোত্রী নিদ্রামগ্না, তখন দুঃখিতচিত্তে মাঝখানেই গল্প সমাপ্ত করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই সাগর আসিয়া, ঘরের কুলুপ খুলিয়া দিয়া গেল। তার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর ভাঙ্গা চরকা লইয়া, সেই নিদ্রামগ্না বর্ষীয়সীর কানের কাছে ঘেনর-ঘেনর করিতে লাগিল।

"কটাশ—ঝনাৎ" করিয়া কুলুপ-শিকল খোলার শব্দ হইল—প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বর তাহা শুনিল। প্রফুল্ল বসিয়া ছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "সাগর শিকল খুলিয়াছে, আমি চলিলাম। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার কর না কর, দাসী বলিয়া মনে রাখিও।"

ব্রজ। এখন যাইও না। আমি একবার কর্তাকে বলিয়া দেখিব।

প্র। বলিলে কি তাঁর মন ফিরিবে ?

ব্রজ। না ফিরুক, আমার কাজ আমায় করিতে হইবে। অকারণে তোমায় ত্যাগ করিয়া আমি কি অধর্মে পতিত হইব ?

প্র। তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই—গ্রহণ করিয়াছ। আমার সেই ঢের। তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না, তাতে আমি সুখী হইব না।

ব্রজ। নিতান্তপক্ষে, তিনি যাহাতে তোমার খোরপোষ পাঠাইয়া দেন, তা আমায় করিতে হইবে।

প্র। তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা লইব না। তোমার নিজের যদি কিছু থাকে, তবে তোমার কাছে ভিক্ষা লইব।

ব্রজ। আমার কিছুই নাই, কেবল আমার এই আঙটিটি আছে। এখন এইটি লইয়া যাও। আপাতত ইহার মূল্যে কতক দুঃখ নিবারণ হইবে। তার পর, যাহাতে আমি দু'পয়সা রোজগার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমার ভরণ-পোষণ করিব।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনার অঙ্গুলী হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া প্রফুল্লকে দিল। প্রফুল্ল আপনার আঙ্গুলে আঙ্‌টিটি পরাইতে পরাইতে বলিল,—"যদি তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও ?"

ব্রজ। সকলকে ভুলিব—তোমায় কখন ভুলিব না।

প্র। যদি এর পর চিনিতে না পার ?

ব্রজ। ও মুখ কখনও ভুলিব না।

প্র। আমি এ আঙ্‌টিটি বেচিব না—না খাইয়া মরিয়া যাইব, তবু কখনও বেচিব না। যখন তুমি আমাকে না চিনি তে পারিবে, তখন তোমাকে এই আঙ্‌টি দেখাইব। ইহাতে কি লেখা আছে ?

ব্রজ। আমার নাম খোদা আছে।

দুই জনে অশ্রুজলে নিষিক্ত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

প্রফুল্ল নীচে আসিলে সাগর ও নয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পোড়ারমুখী নয়ান বলিল,—"দিদি! কা'ল রাত্রে কোথায় ছিলে ?"

সাগর নয়ানকে প্রফুল্লের হাতে ব্রজেশ্বরের আঙ্‌টি দেখাইল। দেখিয়া নয়নতারা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল। বলিল,—"দিদি, ঠাকুর তোমার কথার কি উত্তর দিয়াছেন, শুনেছ ?

প্রফুল্লের সে কথা আর মনে ছিল না। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথার উত্তর ?"

ন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, কি করিয়া খাইবে ?

প্র। তার আর উত্তর কি ?

ন। ঠাকুর বলিয়াছেন, চুরি-ডাকাতি করিয়া খাইতে বলিও।

"দেখা যাবে" বলিয়া প্রফুল্ল বিদায় লইল

প্রফুল্ল আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিল না, একেবারে বাহির খিড়কীদ্বার পার হইল। সাগর পিছু পিছু গেল। প্রফুল্ল তাহাকে বলিল, "আমি ভাই, আজ চলিলাম। এ বাড়িতে আর আসিব না। তুমি বাপের বাড়ি গেলে. সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ি চেন ?

প্র। না চিনি, চিনিয়া যাইব।

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ি যাবে ?

প্র। আমার আর লজ্জা কি ?

সা। তোমার মা তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বাগানের দ্বারের কাছে যথার্থ প্রফুল্লের মা দাঁড়াইয়া ছিল। সাগর দেখাইয়া দিল, প্রফুল্ল মা'র কাছে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মা বাড়ি ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লের মা জ্বরে পড়িল। প্রথমে জ্বর অল্প, কিন্তু বাঙালীর ঘরের মেয়ে, বামুনের ঘরের মেয়ে—তাতে বিধবা. প্রফুল্লের মা জ্বরকে জ্বর বলিয়া মানিল না। তাহার উপর দুই বেলা স্নান, জুটিলে আহারও পূর্বের মত চলিল। প্রতিবাসীরা দয়া করিয়া কখনও কিছু দিত, তাহাতে আহার চলিত। ক্রমে

জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, শেষে প্রফুল্লের মা শয্যাগত হইল। সে কালে সেই সকল গ্রাম্য-প্রদেশে চিকিৎসা-পত্র বড় ছিল না। জ্বর বাড়িল—বিকার প্রাপ্ত হইল, শেষে প্রফুল্লের মা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন।

পাড়ার পাঁচ জন, যাহারা তাহার অমূলক কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই আসিয়া প্রফুল্লর মা'র সৎকার করিল।

প্রফুল্ল একা। পাড়ার পাঁচ জন আসিয়া বলিল, "তোমাকে চতুর্থীর শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।" প্রফুল্ল বলিল, "ইচ্ছা পিণ্ডদান করি, কিন্তু কোথায় কি পাইব?" পাড়ার পাঁচ জন বলিল, "তোমার কিছু করিতে হইবে না—আমরা সব করিয়া লইতেছি।" কেহ কিছু নগদ দিল, কেহ কিছু সামগ্রী দিল, এইরূপ করিয়া শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের উদ্যোগ হইল। প্রতিবাসীরা আপনারাই সকল উদ্যোগ করিয়া লইল।

এক জন প্রতিবাসী বলিল, "একটা কথা মনে হইতেছে। তোমার মা'র শ্রাদ্ধে তোমার শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত কি না?"

প্রফুল্ল বলিল,—"কে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবে?"

দুই জন পাড়ার মাতব্বর লোক অগ্রসর হইল। প্রফুল্ল বলিল, "তোমরাই আমাদের কলঙ্ক রটাইয়া সে ঘর ঘুচাইয়াছ।"

তাহারা বলিল, "সে কথা আর মনে করিও না। আমরা সে কথা সারিয়া লইব। তুমি এখন অনাথা বালিকা—তোমার সঙ্গে আর আমাদের কোন বিবাদ নাই।"

প্রফুল্ল সম্মত হইল। দুই জন হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ করিতে

গেল। হরবল্লভ বলিলেন, "কি ঠাকুর! তোমরাই বেহাইনকে জাতিভ্রষ্টা বলিয়া তাকে একঘরে করেছিলে—আবার তোমাদেরই মুখে এই কথা!"

ব্রাহ্মণেরা বলিল, "সে কি জানেন—অমন পাড়াপড়সীতে গোলযোগ হয়—সেটা কোন কাজের কথা নয়।"

হরবল্লভ বিষয়ী লোক—ভাবিলেন, "এ সব জুয়াচুরি। এ বেটারা বাগ্দী বেটীর কাছে টাকা খাইয়াছে।" অতএব হরবল্লভ নিমন্ত্রণের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার মন প্রফুল্লের প্রতি বরং আরও নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর এ সকল শুনিল, মনে করিল, "একদিন রাত্রে লুকাইয়া গিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়া আসিব, সেই রাত্রেই ফিরিব।"

প্রতিবাসীরা নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল যথারীতি মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিবাসীর সাহায্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন সম্পন্ন করিল। ব্রজেশ্বর যাইবার সময় খুঁজিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফুলমণি নাপিতানীর বাস প্রফুল্লের বাসের নিকট। মাতৃহীনা হইয়া অবধি প্রফুল্ল একা গৃহে বাস করে। প্রফুল্ল সুন্দরী, যুবতী, রাত্রে একা বাস করে, তাহাতে ভয়ও আছে, কলঙ্কও আছে। এই জন্য প্রফুল্ল ফুলমণিকে অনুরোধ করে, আর

ফুলমণিও সহজে স্বীকার করে। অতএব যে দিন প্রফুল্লের মা মরিয়াছিল, সেই দিন অবধি প্রফুল্লের বাড়ীতে ফুলমণি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া শোয়।

তবে ফুলমণি কি চরিত্রের লোক, তাহা ছেলেমানুষ প্রফুল্ল সবিশেষ জানিত না। ফুলমণি প্রফুল্ল অপেক্ষা বয়সে দশ বছরের বড়; দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, বেশভূষার একটু পারিপাট্য রাখিত। চরিত্রটা বড় সে খাঁটি রাখিতে পারে নাই। এ সকল কথা প্রফুল্ল একেবারে যে কখন শুনে নাই—তা নয়, কিন্তু কি করে—আর কেহ আপনার ঘরদ্বার ফেলিয়া প্রফুল্লের কাছে আসিয়া শুইতে চাহে না। বিশেষ প্রফুল্ল মনে করিল, "সে মন্দ হোক, আমি মন্দ না হইলে, আমায় কে মন্দ করিবে?"

অতএব ফুলমণি দুই চারি দিন আসিয়া প্রফুল্লের ঘরে শুইল। শ্রাদ্ধের পরদিন ফুলমণি একটু দেরী করিয়া আসিতে ছিল। পথে একটা আমগাছের তলায় একটা বন আছে, আসিবার সময় ফুলমণি সেই বনে প্রবেশ করিল। সেই বনের ভিতর এক জন পুরুষ দাঁড়াইয়া ছিল। বলা বাহুল্য যে, সে গ্রামের জমিদারের গোমস্তা দুর্লভচন্দ্র চক্রবর্তী।

চক্রবর্তী মহাশয় রাঙাপেড়ে সাড়ীপরা, হাসিতে মুখভরা ফুলমণিকে দেখিয়া বলিল, "কেমন, আজ?"

ফুলমণি বলিল, "হাঁ, আজই বেশ। তুমি রাত্রি দুপুরের সময় পাল্কী নিয়ে এসো—দুয়ারে টোকা মেরো, আমি দুয়ার খুলিয়া দিব, কিন্তু দেখো—গোল না হয়।"

দুর্লভ। তোর ভয় নাই। কিন্তু সে ত গোল করবে না?

ফুলমণি। তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আস্তে আস্তে দোরটি খুলব, তুমি আস্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তার মুখটি কাপড় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। তার,পর চেঁচায় কার বাপের সাধ্য ? আমি যেন গয়না টাকার ভাগ পাই।

এইরূপ কথাবার্তা সমাপ্ত হইলে ফুলমণি প্রফুল্লের কাছে গেল। প্রফুল্ল এ সর্বনাশের কিছুই জানিতে পারে নাই ; সে মা'র জন্য কাঁদিয়া যেমন রোজ ঘুমায়, তেমনই ঘুমাইল। দুই প্রহরে দুর্লভ আসিয়া দ্বারে টোকা মারিল, ফুলমণি দ্বার খুলিল। দুর্লভ প্রফুল্লের মুখ বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে তুলিল। বাহকেরা নিঃশব্দে তাহাকে লইয়া চলিল। বলা বাহুল্য, ফুলমণি সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ইহার অর্ধদণ্ড পরে ব্রজেশ্বর সেই শূন্যগৃহে প্রফুল্লের সন্ধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রজেশ্বর সকলকে লুকাইয়া রাত্রে পলাইয়া আসিয়াছে। হায় ! কোথাও কেহ নাই।

প্রফুল্লকে লইয়া বাহকেরা নিঃশব্দে চলিল। বাহকের প্রকৃতি শব্দ করা, কিন্তু এবার শব্দ করার পক্ষে তাহাদের প্রতি নিষেধ ছিল। শব্দ করিলে গোলযোগ হইবে। তা ছাড়া আর একটা কথা ছিল। বড় ডাকাতের ভয়, বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দস্যু-ভীতি কখন কোন দেশে হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে ; ইংরেজের রাজ্য পত্তন হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কতক হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের

খাইবার নাই. তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত।

অতএব দুর্লভের ভয়, তিনি ডাকাতি করিয়া প্রফুল্লকে লইয়া যাইতেছেন, আবার তাঁর উপর ডাকাতে না ডাকাতি করে। পাল্কী দেখিয়া ডাকাতের আসা সম্ভব। সেই ভয়ে বেহারারা নিঃশব্দ। গোলমাল হইবে বলিয়া সঙ্গে আর অপর লোকজনও নাই, কেবল দুর্লভ নিজে আর ফুলমণি। এইরূপে তাহারা ভয়ে ভয়ে চারি ক্রোশ ছাড়াইল।

তার পর বড় ভারি জঙ্গল আরম্ভ হইল। বেহারারা সভয়ে দেখিল, দুই জন মানুষ সম্মুখে আসিতেছে। রাত্রিকাল. কেবল নক্ষত্রালোকে পথ দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহাদের অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বেহারারা দেখিল, যেন কালান্তক যমের মত দুই মূর্তি আসিতেছে। এক জন বেহারা অপরদিগকে বলিল, "মানুষ দুটোকে সন্দেহ হয়।" অপর আর এক জন বলিল, "রাত্রে যখন বেড়াচ্চে, তখন কি আর ভাল মানুষ ?"

তৃতীয় বাহক বলিল, "মানুষ দুটো ভারী জোয়ান।"

৪র্থ। হাতে লাঠি দেখছি না ?

১ম। চক্রবর্তী মশাই কি বলেন ? আর ত এগোন যায় না—ডাকাতের হাতে প্রাণটা যাবে ?

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, "তাই ত' বড় বিপদ্ দেখি যে ! যা ভেবেছিলাম, তাই হলো !"

এমন সময়ে যে দুই ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহারা পথে লোক দেখিয়া হাঁকিল,—"কোন্ হ্যায় রে ?"

বেহারারা অমনি পাল্কী মাটিতে ফেলিয়া দিয়া "বাবা গো" শব্দ করিয়া একেবারে জঙ্গলের ভিতর পলাইল। দেখিয়া, দুর্লভ চক্রবর্তী মহাশয়ও সেই পথাবলম্বী হইলেন। তখন ফুলমণি "আমায় ফেলে কোথায় যাও" বলিয়া তাঁর পাছু পাছু ছুটিল।

যে দুই জন আসিতেছিল—তাহারা দুই জন হিন্দুস্থানী—দিনাজপুরের রাজসরকারে চাক্‌রীর চেষ্টায় যাইতেছে। বেহারারা পলাইল দেখিয়া তাহারা একবার খুব হাসিল; তার পর আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কিন্তু বেহারারা, আর ফুলমণি ও চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

প্রফুল্ল পাল্কীতে উঠিয়াই মুখের বাঁধন স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথমে ভয়ে প্রফুল্ল কিছু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু এখন প্রফুল্ল স্পষ্ট বুঝিল যে, সাহস না করিলে মুক্তির কোন উপায় নাই। যখন বেহারারা পাল্কী ফেলিয়া পলাইল, তখন প্রফুল্ল বুঝিল—এ আবার কি নূতন বিপদ্! ধীরে ধীরে পাল্কীর কপাট খুলিল; অল্প মুখ বাড়াইয়া দেখিল, দুই জন মনুষ্য আসিতেছে। তখন প্রফুল্ল ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিল; যে অল্প ফাঁক রহিল, তাহা দিয়া প্রফুল্ল দেখিল—মনুষ্য দুই জন চলিয়া গেল। তখন প্রফুল্ল পাল্কী হইতে বাহির হইল—দেখিল, কেহ কোথাও নাই।

প্রফুল্ল ভাবিল, যাহারা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা অবশ্য ফিরিবে; অতএব যদি পথ ধরিয়া যাই, তবে ধরা পড়িতে পারি। তার চেয়ে এখন জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া থাকি; তার পর, দিন হইলে যা হয় করিব।

এই ভাবিয়া প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। ভাগ্যক্রমে যে দিকে বেহারারা পলাইয়াছিল, সে দিকে যায় নাই। সুতরাং কাহারও সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল না। প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই প্রভাত হইল।

প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের ভিতর এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিল—পথে বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। দেখিল, এক জায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে। যখন পথের রেখা এ দিকে গিয়াছে, তখন অবশ্য এ দিকে মানুষের বাস আছে। প্রফুল্ল সেই পথে চলিল। বাড়ি ফিরিয়া যাইতে ভয়, পাছে বাড়ি হইতে আবার তাকে ডাকাইতে ধরিয়া আনে। বাঘ ভালুকে খায় সেও ভাল, আর ডাকাইতের হাতে না পড়িতে হয়।

পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল! বেলা দশ দণ্ড হইল, তবু গ্রাম পাইল না। শেষ পথের রেখা বিলুপ্ত হইল – আর পথ পায় না। কিন্তু দুই একখানা পুরাতন ইট দেখিতে পাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল, যদি ইট আছে, তবে অবশ্য নিকটে মনুষ্যালয় আছে।

শেষে প্রফুল্ল দেখিল, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রফুল্ল ইষ্টকস্তূপের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, এখনও দুই চারিটা ঘর অভগ্ন আছে। মনে করিল, এখানে মানুষ থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রফুল্ল সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেল। দেখিল, সকল ঘরের দ্বার খোলা—

মনুষ্য নাই, অথচ মনুষ্যবাসের চিহ্নও কিছু কিছু আছে। ক্ষণপরে প্রফুল্ল কোন বুড়া মানুষের কাতরাণি শুনিতে পাইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্ল এক কুঠরীমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেখানে এক বুড়া শুইয়া কাতরাইতেছে। বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষু কোটরগত, ঘন শ্বাস। প্রফুল্ল বুঝিল, ইহার মৃত্যু নিকট। প্রফুল্ল তাহার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "মা তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা, মৃত্যুকালে আমার উদ্ধারের জন্য আসিলে?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমি অনাথা। পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমিও দেখিতেছি অনাথ, তোমার কোন উপকার করিতে পারি?"

বুড়া বলিল, "অনেক উপকার এ সময়ে করিতে পার। জয় নন্দদুলাল! এ সময়ে মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইলাম, পিপাসায় প্রাণ যায়—একটু জল দাও!"

প্রফুল্ল দেখিল, বুড়ার ঘরে জল-কলসী আছে, কলসীতে জল আছে, জলপাত্র আছে। কেবল দিবার লোক নাই। প্রফুল্ল জল আনিয়া বুড়াকে খাওয়াইল।

বুড়া জল পান করিয়া কিছু সুস্থির হইল। প্রফুল্ল এই অরণ্যমধ্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধকে একাকী এই অবস্থায় দেখিয়া বড় কৌতূহলী হইল। কিন্তু বুড়া তখন অধিক কথা কহিতে পারে না। প্রফুল্ল সুতরাং তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইল না। বুড়া যে কয়েকটি কথা বলিল, তাহার মর্মার্থ এই ঃ—

বুড়া বৈষ্ণব। তাহার কেহই নাই, কেবল এক বৈষ্ণবী

ছিল। বৈষ্ণবী বুড়াকে মুমূর্ষু দেখিয়া তাহার দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে।

বুড়া বৈষ্ণব—তাহার দাহ হইবে না, বুড়ার কবর হয়, এই ইচ্ছা। বুড়ার কথামত বৈষ্ণবী বাড়ির উঠানে তাহার একটি কবর কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছে। হয় ত শাবল-কোদালি সেইখানে পড়িয়া আছে। বুড়া এখন প্রফুল্লের কাছে এই ভিক্ষা চাহিল যে, "আমি মরিলে সেই কবরে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিও।"

প্রফুল্ল স্বীকৃতা হইল। তার পর বুড়া বলিতে লাগিল, "আমার কিছু টাকা পোতা আছে। বৈষ্ণবী সে সন্ধান জানিত না। সে টাকাগুলি কাহাকে না দিয়া গেলে আমার প্রাণ বাহির হইবে না। যদি কাহাকে না দিয়া মরি, তবে যক্ষ হইয়া টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইব—আমার গতি হইবে না। তাই তোমাকে সেই টাকাগুলি দিয়া যাইতেছি। আমার বিছানার নীচে, একখানি চৌকা তক্তা পাতা আছে। সেই তক্তাখানি তুলিবে। একটা সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইবে। বরাবর সিঁড়ি দিয়া নামিবে—ভয় নাই—আলো লইয়া যাইবে। নীচে মাটির ভিতর এমনি একটা ঘর দেখিবে। সেই ঘরের বায়ুকোণে খুঁজিও—টাকা পাইবে।"

প্রফুল্ল বুড়ার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল। বুড়া বলিল, "এই বাড়িতে গোয়াল আছে—গোয়ালে গোরু আছে—গোয়াল হইতে যদি দুধ দুইয়া আনিতে পার, তবে একটু আনিয়া আমাকে দাও—একটু আপনি খাও।"

প্রফুল্ল তাহাই করিল—দুধ আনিবার সময় দেখিয়া আসিল কবর কাটা—সেখানে কোদালি-শাবল পড়িয়া আছে।

অপরাহ্ণে বুড়ার প্রাণবিয়োগ হইল। প্রফুল্ল তাহাকে তুলিল—বুড়া শীর্ণকায়, সুতরাং লঘু। প্রফুল্লের বল যথেষ্ট। প্রফুল্ল তাহাকে লইয়া গিয়া কবরে শুয়াইয়া মাটি চাপা দিল। পরে নিকটস্থ কূপে স্নান করিয়া ভিজা কাপড় আধখানা পরিয়া রৌদ্রে শুকাইল; তার পর কোদালি-শাবল লইয়া বুড়ার টাকার সন্ধানে চলিল। বুড়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছে—সুতরাং লইতে কোন বাধা আছে, মন করিল না। প্রফুল্ল দীন-দুঃখিনী।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল বুড়াকে সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করিবার পূর্বেই তাহার শয্যা তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল—দেখিয়াছিল যে, শয্যার নীচে যথার্থই একখানি চৌকা তক্তা, দীর্ঘে-প্রস্থে তিন হাত হইবে, মেজেতে বসান আছে। এখন শাবল আনিয়া তাহার চাড়ে তক্তা উঠাইল—অন্ধকার গহ্বর দেখা দিল। ক্রমে অন্ধকারে প্রফুল্ল দেখিল, নামিবার একটা সিঁড়ি আছে বটে।

জঙ্গলে কাঠের অভাব নাই। কিছু কাঠের চেলা উঠানে পড়িয়া ছিল, প্রফুল্ল তাহা বহিয়া আনিয়া কতকগুলি গহ্বরমধ্যে

নিক্ষেপ করিল। তাহার পর অনুসন্ধান করিতে লাগিল—চকমকি দিয়াশলাই আছে কিনা? খুঁজিতে খুঁজিতে প্রফুল্ল চকমকি, সোলা, দিয়াশলাই সব পাইল। তখন প্রফুল্ল গোয়াল উঁচাইয়া বিচালী লইয়া আসিল। চকমকির আগুনে বিচালী জ্বালিয়া সেই সরু সিঁড়িতে পাতালে নামিল। শাবল-কোদা আগে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল। দেখিল, দিব্য একটি ঘর বায়ুকোণে—বায়ুকোণ আগে ঠিক করিল। তার পর যে সব কাঠ ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা বিচালীর আগুনে জ্বালিল। উপরের মুক্ত পথ দিয়া ধোঁয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। ঘর আলো হইল। সেইখানে প্রফুল্ল খুঁড়িতে আরম্ভ হইল।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে ঠং করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বুঝিল, ঘটি কি ঘড়ার গায়ে শাবল ঠেকিয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে কার ধন এখানে আসিল, তার পরিচয় আগে দিব।

বুড়ার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। কৃষ্ণগোবিন্দ কায়স্থের সন্তান। সে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত। কিন্তু অনেক বয়সে একটা সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পড়িয়া, রসকলি ও খঞ্জনীতে চিত্ত বিকৃত করিয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন প্রয়াণ করিল। কৃষ্ণগোবিন্দ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী লইয়া বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ তখন গরীব। বিষয়-কর্মের অন্বেষণে মুর্শিদাবাদ গিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দের চাকরি জুটিল। কিন্তু আবার বেগোছ দেখিয়ে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবাজী বৈষ্ণবী লইয়া সেখান হইতে পলায়ন

করিলেন। কিন্তু কোথায় যান? তখন বাবাজী বৈষ্ণবীকে পদ্মাপার লইয়া আসিয়া একটা নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পর্যটন করিতে করিতে এই ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, লোকের চক্ষু হইতে তাঁর অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে! এখানে যম ভিন্ন আর কাহারও সন্ধান রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহারা এইখানে রহিল। বাবাজী সপ্তাহে সপ্তাহে হাটে গিয়া বাজার করিয়া আনেন, বৈষ্ণবীকে কোথাও বাহির হইতে দেন না।

এক দিন কৃষ্ণগোবিন্দ একটা নীচের ঘরে চুলা কাটিতেছিল —মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা সেকেলে মোহর পাওয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ সেখানে আরও খুঁড়িল। এক ভাঁড় টাকা পাইল। কৃষ্ণগোবিন্দের দৃঢ়বিশ্বাস হইল, এখানে আরও টাকা আছে। সেই অবধি কৃষ্ণগোবিন্দ অনুদিন প্রোথিত ধনের সন্ধান করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক সুড়ঙ্গ, মাটির নীচে অনেক চোরকুঠারী বাহির হইল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাতিকগ্রস্তের ন্যায় সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু কিছু পাইল না; এক বৎসর এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ কিছু শান্ত হইল। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে নীচের চোরাকুঠারীতে গিয়া সন্ধান করিত। এক দিন দেখিল, এক অন্ধকার ঘরে এক কোণে একটা কি চকচক করিতেছে। দৌড়িয়া গিয়া তাহা তুলিল— দেখিল মোহর; ইঁদুরে মাটি তুলিয়াছিল, সেই মাটির সঙ্গে উহা উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ তখন কিছু করিল না; হাটবায়ের অপেক্ষা

করিতে লাগিল। এবার হাটবারে বৈষ্ণবীকে বলিল, "আমার বড় অসুখ করিয়াছে, তুমি হাট করিতে যাও।" বৈষ্ণবী সকালে হাট করিতে গেল! বাবাজী বুঝিলেন, বৈষ্ণবী একদিন ছুটী পাইয়াছে, শীঘ্রই ফিরিবে না। কৃষ্ণগোবিন্দ সেই অবকাশে সেই কোণ খুঁড়িতে লাগিল। সেখানে কুড়ি ঘড়া ধন বাহির হইল।

পূর্বকালে উত্তর-বাংলায় নীলধ্বজবংশীয় প্রবলপরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন। সে বংশের শেষ রাজা নীলাম্বর দেব; নীলাম্বরের অনেক রাজধানী ছিল—অনেক নগরে অনেক রাজভবন ছিল। এই একটি রাজভবন। এখানে বৎসরে দুই এক সপ্তাহ বাস করিতেন। গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তর-বাংলা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর বিবেচনা করিলেন যে, কি জানি, যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, তবে পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পূর্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভাণ্ডার হইতে ধনসকল এইখানে আনিলেন; স্বহস্তে তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। আর কেহ জানিল না যে, কোথায় ধন রহিল। যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দী হইলেন। তাঁহার শেষ কি হইল, কেহ জানে না। তিনি আর কখনও দেশে ফেরেন নাই। সেই অবধি তাঁহার ধনরাশি সেইখানে পোঁতা রহিল। সেই ধনরাশি কৃষ্ণগোবিন্দ পাইল। সুবর্ণ, হীরক, মুক্তা, প্রবাল অসংখ্য—অগণ্য, কেহ স্থির করিতে পারে না কত। কৃষ্ণগোবিন্দ কুড়ি ঘড়া এইরূপ পাইল।

কৃষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পুঁতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে একদিনের তরেও এ ধনের কথা কিছু জানিতে দিল না। কৃষ্ণ-গোবিন্দ অতিশয় কৃপণ। ইহা হইতে একটি মোহর লইয়া কখনও খরচ করিত না। এ ধন গায়ের রক্তের মত বোধ করিত। সেই ভাঁড়ের টাকাতেই কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল। সেই ধন এখন প্রফুল্ল পাইল; ঘড়াগুলি বেশ করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সেই বিচালীর বিছানায় প্রফুল্ল শীঘ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

এখন একটু ফুলমণির কথা বলি। ডাকাতের ভয়ে দুর্লভচন্দ্র আগে আগে পলাইলেন, ফুলমণি পাছু পাছু ছুটিয়া গেল, ফুলমণি যত ডাকে, "ওগো! দাঁড়াও গো! আমায় ফেলে যেও না গো!" দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, "ও বাবা গো। ঐ এলো গো!" কাঁটাবনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দুর্লভ তত ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, এক পায়ের নাগরা জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদরখানা এক টা কাঁটাবনে বিঁধিয়া তাহার বীরত্বের নিশানস্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে। তখন ফুলমণি সুন্দরী হাঁকিল, "ও

অধঃপেতে মিন্‌ষে—এমনি করে কি ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হয় রে—মিন্‌ষে ?” শুনিয়া দুর্লভচন্দ্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত উহাকে ডাকাইতে ধরিয়াছে। অতএব দুর্লভচন্দ্র বিনা বাক্যব্যয়ে আরও বেগে ধাবমান হইলেন। দুর্লভ অদৃশ্য হইল। কাজেই ফুলমণি গলাবাজি ক্ষান্ত দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে ফুলমণি দেখিল, কৈ. ডাকাইতেরা ত কেহ আসিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল -কান্না বন্ধ করিল। শেষ দেখিল, না ডাকাইত আসে, না দুর্লভচন্দ্র দেখা দেয়। তখন জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। তাহার ন্যায় চতুরার পক্ষে পথ পাওয়া বড় কঠিন হইল না। সহজেই বাহির হইয়া সে রাজপথে উপস্থিত হইল। কোথাও কেহ নাই দেখিয়া, সে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দুর্লভের উপর তখন বড় রাগ।

অনেক বেলা হইলে ফুলমণি ঘরে পৌঁছিল। দেখিল, তাহার ভগিনী অলকমণি ঘরে নাই, স্নানে গিয়াছে। ফুলমণি কাহাকে কিছু না বলিয়া কপাট ভেজাইয়া শয়ন করিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই—ফুলমণি শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার দিদি আসিয়া তাহাকে উঠাইল—জিজ্ঞাসা করিল, “কি লা—তুই এখন এলি ?”

ফুলমণি বলিল, “কেন, আমি কোথায় গিয়াছিলাম ?”

অলকমণি। কোথায় আর যাবি ? বামুনদের বাড়িতে শুতে গিয়েছিলি, তা এত বেলা অবধি এলি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ফুল। তুই চোখের মাথা খেয়েছিস্, তার কি হবে? ভোরের বেলা তোর সুমুখ দিয়ে এসে শুলেম। দেখিস্ নে?'

অলকমণি বলিল, "সে কি বোন্, আমি ভোর বেলা থেকে তিনবার বামুনদের বাড়ি গিয়ে তোকে খুঁজে এলাম! তা তোকেও দেখলাম না—তাকেও দেখলাম না। হ্যাঁ লা, প্রফুল্ল আজ কোথায় গেছে লা?"

ফুল। (শিহরিয়া) চুপ কর্! দিদি, চুপ! ও কথা মুখে আনিস্ না।

অল। (সভয়ে) কেন, কি হয়েছে?

ফুল। সে কথা বল্‌তে নাই।

অল। কেন লা?

ফুল। আমরা ছোট লোক—আমাদের দেবতা-বামুনদের কথায় কাজ কি বোন্?

অল। সে কি? প্রফুল্ল কি করেছে?

ফুল। প্রফুল্ল কি আর আছে?

অল। (পুনশ্চ সভয়ে) সে কি? কি বলিস্?

ফুল। (অতি অস্ফুটস্বরে) কাহারও সাক্ষাতে বলিস্ নে, কা'ল তার মা এসে তাকে নিয়ে গেছে।

অল। অ্যাঁ!

অলকমণির গা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল। ফুলমণি প্রফুল্লের বিছানায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। ক্ষণপরেই ঘরের ভিতর একটা ভারি ঝড়

উঠিল—তার পর আর কেহ কোথাও নাই। ফুলমণি মূর্ছিত হইয়া দাঁতকপাটি লাগিয়া রহিল—ইত্যাদি ইত্যাদি। ফুলমণি দিদিকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, "এ সকল কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিস্ না—দেখিস্, আমার মাথা খাস্।"

দিদি বলিলেন, "না গো, এ কথা কি বলা যায়?" কিন্তু কথিতা দিদি মহাশয়া তখনই চাল ধুইবার ছলে ধুচুনী হাতে পল্লী-পরিভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ঘরে ঘরে উপন্যাসটি সালঙ্কার ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, "দেখ, এ কথা প্রচার না হয়।" কাজেই ইহা শীঘ্র প্রচারিত হইয়া রূপান্তরে প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ি গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে উঠিয়া প্রফুল্ল ভাবিল, এখন কি করি? কোথায় যাই? এ নিবিড় জঙ্গল ত থাকিবার স্থান নয়, এখানে একা থাকিব কি প্রকারে? যাই বা কোথায়? আবার ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আর যেখানে যাই, এ ধনগুলি লইয়া যাই কি প্রকারে? লোক দিয়া বহিয়া লইয়া গেলে জানাজানি হইবে, চোর-ডাকাইতে কাড়িয়া লইবে। লোকই বা পাইব কোথায়? যাহাকে পাইব, তাহাকেই বা বিশ্বাস কি? আমাকে

মারিয়া ফেলিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ ? এ ধনের রাশির লোভ কে সংবরণ করিবে ?

প্রফুল্ল অনেক বেলা অবধি ভাবিল। শেষে এই সিদ্ধান্ত হইল, অদৃষ্টে যাহাই হউক, দারিদ্র্য দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না। এইখানেই থাকিব। আমার পক্ষে দুর্গাপুরে আর এ জঙ্গলে তফাৎ কি ? সেখানেও আমাকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল ; এখানেও না হয় তাই করিবে।

এইরূপ মনঃস্থির করিয়া প্রফুল্ল গৃহকর্মে প্রবৃত্ত হইল। ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিল। গোরুর সেবা করিল। শেষ রন্ধনের উদ্যোগ। রাঁধিবে কি ? হাঁড়ি, কাঠ, চাল, ডাল—সকলেরই অভাব। প্রফুল্ল একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে বাহির হইল। প্রফুল্লের যে সাহস অলৌকিক, তাহার পরিচয় অনেক দেওয়া হইয়াছে।

এ জঙ্গলে হাট কোথায় ? প্রফুল্ল ভাবিল, সন্ধান করিয়া লইব। জঙ্গলে পথের রেখা আছে, পূর্বেই বলিয়াছি। প্রফুল্ল সেই রেখা ধরিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলী, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশি নয়। ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, "কোথা যাইবে মা ?"

প্র। আমি হাটে যাইব।

ব্রা। এ দিকে হাটের পথ কোথা ?

প্র। তবে কোন্ দিকে ?

ব্রা। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?

প্র। এই জঙ্গল হইতেই।

ব্রা। এই জঙ্গলে তোমার বাস ?

প্র। হ্যাঁ।

ব্রা। তবে তুমি হাটের পথ চেন না ?

প্র। আমি নূতন আসিয়াছি।

ব্রা। এ বনে কেহ ইচ্ছাপূর্বক আসে না। তুমি কেন আসিলে ?

প্র। আমাকে হাটের পথ বলিয়া দিন।

ব্রা। হাট এক বেলার পথ। তুমি একা যাইতে পারিবে না। চোর-ডাকাইতের বড় ভয়। তোমার আর কে আছে ?

প্র। আর কেহ নাই।

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রফুল্লের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। মনে মনে বলিল, "এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা। ভাল, দেখা যাউক, ব্যাপারটা কি ?" প্রকাশ্যে বলিল, "তুমি একা হাটে যাইও না, বিপদে পড়িবে। এইখানে আমার একখানা দোকান আছে। যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেখান হইতে চাল-ডাল কিনিতে পার।"

প্রফুল্ল বলিল, "সেই হ'লে ভাল হয়। কিন্তু আপনাকে ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত দেখিতেছি।"

ব্রা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অনেক রকমের আছে। বাছা। তুমি আমার সঙ্গে এস।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া আরও নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্লের একটু একটু ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু এ বনে কোথায় বা ভয় নাই? দেখিল. সেখানে একখানি কুটীর আছে—তালা-চাবি বন্ধ, কেহ নাই। ব্রাহ্মণ তালা-চাবি খুলিল. প্রফুল্ল দেখিল,—দোকান নয়, তবে হাঁড়ি, কলসী, চাল, ডাল, নুণ, তেল যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ বলিল, "তুমি যাহা একা বহিয়া লইয়া যাইতে পার, লইয়া যাও।"

প্রফুল্ল যাহা পারিল, তাহা লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "দাম কত দিতে হইবে?"

ব্রা। এক আনা।

প্র। আমার নিকট পয়সা নাই।

ব্রা। টাকা আছে? দাও, ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।

প্র। আমার কাছে টাকাও নাই।

ব্রা। তবে কি নিয়া হাটে যাইতেছিলে?

প্র। একটি মোহর আছে।

ব্রা। দেখি।

প্রফুল্ল মোহর দেখাইল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া ফিরাইয়া দিল। বলিল, "মোহর ভাঙ্গাইয়া দিই, এত টাকা আমার কাছে নাই। চল, তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে যাই, তুমি সেইখানে আমাকে পয়সা দিও।"

প্র। ঘরেও আমার পয়সা নাই।

ব্রা। সবই মোহর? তা হউক, চল, তোমার ঘর চিনিয়া

আসি। যখন তোমার হাতে পয়সা হইবে, তখন আমায় দিও। আমি গিয়া নিয়া আসিব।

এখন "সবই মোহর" কথাটা প্রফুল্লের কানে ভাল লাগিল না। প্রফুল্ল বুঝিল, এ চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে যে, প্রফুল্লের অনেক মোহর আছে। আর সেই লোভেই তাহার বাড়ি দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। প্রফুল্ল জিনিষপত্র যাহা লইয়াছিল, তাহা রাখিল; বলিল, "আমাকে হাটেই যাইতে হইবে। আমার কাপড়-চোপড়ের বরাৎ আছে।"

ব্রাহ্মণ হাসিল। বলিল, "মা! মনে করিতেছ, আমি তোমার বাড়ি চিনিয়া আসিলে, তোমার মোহরগুলি চুরি করিয়া লইব. তা তুমি কি মনে করিয়াছ, হাটে গেলেই আমাকে এড়াইতে পারিবে? আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়িলে তুমি ছাড়িবে কি প্রকারে?"

সর্বনাশ! প্রফুল্লের গা কাঁপিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিব না। আমাকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মনে কর, আর যাই মনে কর, আমি ডাকাইতের সর্দার। আমার নাম ভবানী পাঠক।"

প্রফুল্ল স্পন্দহীন! ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল। ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। প্রফুল্লের বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

ভবানী বলিল, "বিশ্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ!"

এই বলিয়া ভবানী ঘরের ভিতর হইতে একটা নাগরা বা দামামা বাহির করিয়া, তাহাতে গোটা কয়েক ঘা দিল। মুহূর্ত-মধ্যে জন পঞ্চাশ ষাট কালান্তক যমের মত জোয়ান লাঠি-সড়কী

হাতে লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি আজ্ঞা হয় ?"

ভবানী বলিল, "এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখ। ইহাকে আমি মা বলিয়াছি। ইহাকে তোমরাও মা বলিবে এবং মার মত দেখিবে। তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিবে না, আর কাহাকেও করিতে দিবে না। এখন তোমরা বিদায় হও।" এই বলিবামাত্র সেই দস্যুদল মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

প্রফুল্ল বড় বিস্মিত হইল। প্রফুল্ল স্থিরবুদ্ধি, একেবারেই বুঝিল যে, ইহার শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিল, "চলুন, আপনাকে আমার বাড়ি দেখাইতেছি।"

প্রফুল্ল দ্রব্য-সামগ্রী যাহা রাখিয়াছিল, তাহা আবার লইল। সে আগে আগে চলিল, ভবানী পাঠক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা সেই ভাঙ্গা বাড়িতে উপস্থিত হইল। বোঝা নামাইয়া ভবানী ঠাকুরকে বসিতে প্রফুল্ল একখানা ছেঁড়া কুশাসন দিল। বৈরাগীর একখানি ছেঁড়া কুশাসন ছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী পাঠক বলিল, "এই ভাঙ্গা বাড়িতে তুমি মোহর পাইয়াছ ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

ভ। কত ?

প্র। অনেক।

ভ। ঠিক বল কত। ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে আমার লোক আসিয়া বাড়ি খুঁড়িয়া দেখিবে।

প্র। কুড়ি ঘড়া।

ভ। এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে ?

প্র। দেশে লইয়া যাইব।

ভ। রাখিতে পারিবে ?

প্র। আপনি সাহায্য করিলে পারি।

ভ। এই বনে আমার পূর্ণ অধিকার। এই বনের বাহিরে আমার তেমন ক্ষমতা নাই। এ বনের বাহিরে ধন লইয়া গেলে, আমি রাখিতে পারিব না।

প্র। তবে আমি এই বনেই এই ধন লইয়া থাকিব, আপনি রক্ষা করিবেন ?

ভ। করিব, কিন্তু তুমি এত ধন লইয়া কি করিবে ?

প্র। লোকে ঐশ্বর্য লইয়া কি করে ?

ভ। ভোগ করে।

প্র। আমিও ভোগ করিব।

ভবানী ঠাকুর "হোঃ হোঃ" করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রফুল্ল অপ্রতিভ হইল। দেখিয়া ভবানী বলিল, "মা! বোকা মেয়ের মত কথাটা বলিলে, তাই হাসিলাম। তোমার ত কেহই নাই বলিয়াছ, তুমি কাকে নিয়ে এ ঐশ্বর্য ভোগ করিবে ? একা কি ঐশ্বর্য-ভোগ হয় ?"

প্রফুল্ল অধোবদন হইল। ভবানী বলিতে লাগিল, “শোন, লোকে ঐশ্বর্য লইয়া কেহ ভোগ করে, কেহ পুণ্যসঞ্চয় করে, কেহ নরকের পথ সাফ করে। তোমার ভোগ করিবার যো নাই। কেন না, তোমার কেহ নাই। তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিতে পার, না হয় নরকের পথ সাফ করিতে পার। কোন্‌টা করিবে ?”

প্রফুল্ল বড় সাহসী। বলিল, “এ সকল কথা ত ডাকাইতের সর্দারের মত নহে।”

ভ। না ; আমি কেবল ডাকাইতের সর্দার নহি। তোমার কাছে আর আমি ডাকাইতের সর্দার নহি, তোমাকে আমি মা বলিয়াছি, সুতরাং আমি এক্ষণে তোমার পক্ষে ভাল যা, তাই বলিব। ধনের ভোগ তোমার হইতে পারে না—কেন না, তোমার কেহ নাই। তবে এই ধনের দ্বারা বিস্তর পাপ অথবা বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় করিতে পার,—কোন্ পথে যাইতে চাও ?

প্র। যদি বলি, পাপই করিব ?

ভ। আমি তাহা হইলে লোক দিয়া তোমার ধন তোমার সঙ্গে দিয়া তোমাকে এ বনের বাহির করিয়া দিব। সে মতি হইলে, আমি তোমাকে এই দণ্ডে এখান হইতে বিদায় করিতে বাধ্য। এ বন আমারই।

প্র। লোক দিয়া আমার ধন আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, তবে সে আমার পক্ষে ক্ষতি কি ?

ভ। রাখিতে পারিবে কি ? যতই কেন ধন থাক না, শেষ করিলে শেষ হইতে বিস্তর দিন লাগে না। তার পর, মা ?

প্র। তার পর কি ?

ভ। নরকের পথ সাফ। কিন্তু সেই নরকের পরিষ্কার পথ। পুণ্যসঞ্চয় করিবে?

প্র। বাবা! আমি গৃহস্থের মেয়ে, কখনও পাপ জানি না। আমি কেন পাপের পথে যাইব? আমি বড় কাঙ্গাল—আমার অন্ন-বস্ত্র জুটিলেই ঢের, আমি ধন চাই না—দিনপাত হইলেই হইল। এ ধন তুমি সব নাও—আমি নিষ্পাপে যাতে এক মুঠো অন্ন পাই, তাই ব্যবস্থা করিয়া দাও।

ভবানী বলিল, "ধন তোমার। আমি লইব না।"

প্রফুল্ল বিস্মিত হইল। মনের ভাব বুঝিয়া ভবানী বলিল, "তুমি ভাবিতেছ, ডাকাইতি করে, পরের ধন কাড়িয়া খায়, আবার এ রকম ভাণ করে কেন? সে কথা তোমায় এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে তুমি যদি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হও, তবে তোমার এ ধন লুঠ করিয়া লইলেও লইতে পারি। এখন এ ধন লইব না, তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে?"

প্র। আপনি দেখিতেছি জ্ঞানী, আপনি আমায় শিখাইয়া দিন, ধন লইয়া কি করিব?

ভ। শিখাইতে পাঁচ সাত বৎসর লাগিবে। যদি শেখ, আমি শিখাইতে পারি। এই পাঁচ সাত বৎসর তুমি ধন স্পর্শ করিবে না। তোমার ভরণ-পোষণের কোন কষ্ট হইবে না। তোমার খাইবার পরিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিতে হইবে। কেমন, স্বীকৃত আছ?

প্র। বাস করিব কোথায় ?

ভ। এইখানে। ভাঙ্গা-চোরা একটু একটু মেরামত করিয়া দিব।

প্র। এইখানে একা বাস করিব ?

ভ। না, আমি দুইজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিব, তাহারা তোমার কাছে থাকিবে। কোন ভয় করিও না। এ বনে আমি কর্তা, আমি থাকিতে তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

প্র। আপনি কিরূপে শিখাইবেন ?

ভ। তুমি লিখিতে-পড়িতে জান ?

প্র। না।

ভ। তবে প্রথমে লেখাপড়া শিখাইব।

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। এ অরণ্যমধ্যে এক জন সহায় পাইয়া আহ্লাদিত হইল।

ভবানী ঠাকুর বিদায় হইয়া সেই ভগ্ন অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, চৌগোঁপ্পা ও ছাঁটা গালপাট্টা আছে। ভবানী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঙ্গরাজ! এখানে কেন ?"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপনার সন্ধানে। আপনি এখানে কেন ?"

ভ। যা এতদিন সন্ধান করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি।

রঙ্গ। রাজা ?

ভ। রাণী।

রঙ্গ। পাইয়াছেন কি ?

ভ। সে সামগ্রী পাইবার নয়, তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে।

জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষ কাটারি গড়িয়া লয়। ইস্পাত ভাল পাইয়াছি, এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে। দেখিও, এই বাড়িতে আমি ভিন্ন আর কোন পুরুষ মানুষ না প্রবেশ করিতে পায়। মেয়েটি যুবতী এবং সুন্দরী।

রঙ্গ। যে আজ্ঞা। সম্প্রতি ইজারাদারের লোক রঞ্জনপুর লুঠিয়াছে। তাই আপনাকে খুঁজিতেছি।

ভ। চল, তবে আমরা ইজারাদারের কাছারি লুঠিয়া, গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়া আসি। গ্রামের লোক আনুকূল্য করিবে ?

রঙ্গ। বোধ হয়, করিতে পারে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী ঠাকুর অঙ্গীকারমত দুই জন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিলেন। এক জন হাটে-ঘাটে যাইবে, আর এক জন প্রফুল্লের কাছে অনুক্ষণ থাকিবে, দুই জন দুই রকমের। যে হাটে ঘাটে যাইবে, তার নাম গোবরার মা, বয়স তিয়াত্তর বছর, কালো আর কালা। যদি একেবারে কানে না শুনিত, ক্ষতি ছিল না ; কোন মতে ইসারা-ইঙ্গিতে চলিত ; কিন্তু এ তা নয়।

যে কাছে থাকিবার জন্য আসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রীলোক। বয়সে প্রফুল্লের অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের

বড় হইবে ; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—বর্ষাকালের কচি পাতার মত রং। রূপ উছলিয়া পড়িতেছে।

দুই জনে একত্রে আসিল—যেন পূর্ণিমা অমাবস্যার হাত ধরিয়াছে। গোবরার মা প্রফুল্লকে প্রণাম করিল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি গা ?"

গোবরার মা শুনিতে পাইল না। অপরা বলিল, "ও একটু কালা—ওকে সবাই গোবরার মা বলে।"

প্র। গোবরার মা ! তোমার কয়টি ছেলে গা ?

গো, মা। আমি ছিলেম আর কোথায় ? বাড়িতে ছিলেম।

প্র। তুমি কি জেতের মেয়ে ?

গো, মা। যেতে আসতে খুব পারব। যেখানে বলিবে, সেখানেই যাইব।

প্র। বলি, তুমি কি লোক ?

গো, মা। আর তোমার লোকে কাজ কি মা ? আমি একাই তোমার সব কাজ ক'রে দেব। কেবল দুই একটা কাজ পার্‌ব না।

প্র। পার্‌বে না কি ?

গোবরার মা'র কান ফুটিল। বলিল, "পার্‌ব না কি ? এই জল তুল্‌তে পার্‌ব না। আমার কাঁকালে জোর নাই। আর কাপড়-চোপড় কাচা—তা না হয় মা, তুমিই ক'রো।"

প্র। আর সব পার্‌বে ত ?

গো, মা। বাসনটাসনগুলো মাজা—তাও না হয়, তুমি আপনিই করলে।

প্র। তাও পার্‌বে না ; তবে পার্‌বে কি ?

গো, মা। আর এমন কিছু না—এই ঘর ঝেঁটোন, ঘর নিকোন, এটাও বড় পারিনে।

প্র। তবে পার্‌বে কি ?

গো, মা। আর যা বল। সল্‌তে পাকাব, জল গড়িয়ে দেব, আমার এঁটো পাতা ফেল্‌বো,—আর আসল কাজ যা যা, তা কর্‌ব—হাট কর্‌ব।

প্র। বেসাতির হিসাবটা দিতে পার্‌বে ?

গো, মা। তা মা, আমি বুড়ো মানুষ, হালাকালা, আমি কি অত পারি ? তবে কড়িপাতি যা দেবে, তা সব খরচ ক'রে আস্‌ব—তুমি বল্‌তে পাবে না যে, আমার এই খরচটা হলো না।

প্র। বাছা, তোমার মত গুণের লোক পাওয়া ভার।

গো, মা। তা মা, যা বল, তোমার আপনার গুণে বল।

প্রফুল্ল অপরাকে তখন বলিল, "তোমার নাম কি গা ?"

নবাগত সুন্দরী বলিল, "তা ভাই, জানি না !"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "সে কি ? বাপ-মায় কি নাম রাখে নাই ?"

সুন্দরী বলিল, "রাখাই সম্ভব। কিন্তু আমি সবিশেষ অবগত নহি।"

প্র। সে কি গো ?

সুন্দরী। জ্ঞান হইবার আগে হইতে আমি বাপ-মার কাছ ছাড়া। ছেলেবেলায় আমায় ছেলেধরায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

প্র। বটে! তা তারাও ত একটা নাম রেখেছিল ?

সুন্দরী। নানা রকম।

প্র। কি কি ?

সুন্দরী। পোড়ারমুখী, লক্ষ্মীছাড়ী, হতভাগী, চুলোমুখী।

এতক্ষণ গোবরার মা আবার কান হারাইয়াছিল। এই কয়টা সদাশ্রুত গুণবাচক শব্দে শ্রুতি জাগরিত হইল। সে বলিল, "যে আমায় পোড়ারমুখী বলে, সে-ই পোড়ারমুখী, যে আমায় চুলোমুখী বলে, সে-ই চুলোমুখী, যে আমায় আঁটকুড়ী বলে, সে-ই আঁটকুড়ী—"

সুন্দরী। (হাসিয়া) আঁটকুড়ী বলি নাই, বাছা!

গো, মা। তুই আঁটকুড়ী বলিলেও বলেছিস্, না বলিলেও বলেছিস্—কেন বল্‌বি লা ?

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "তোমাকে বল্‌ছে না গো—ও আমাকে বল্‌ছে।"

তখন নিশ্বাস ফেলিয়া গোবরার মা বলিল, "ও কপাল! আমাকে না ? তা বলুক মা, বলুক, তুমি রাগ করো না! ও বামনীর মুখটা বড় কদুষ্যি। তা বাছা! রাগ করতে নেই।"

গোবরার মা'র মুখে এইরূপ আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরসের অবতারণা শুনিয়া যুবতীদ্বয় প্রীতা হইলেন। প্রফুল্ল অপরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বামনী ? তা আমাকে এতক্ষণ বল নাই ? আমার প্রণাম করা হয় নাই।" প্রফুল্ল প্রণাম করিল।

বয়স্যা আশীর্বাদ করিয়া বলিল, "আমি বামুনের মেয়ে বটে —এইরূপ শুনিয়াছি—কিন্তু বামনী নই।"

প্র। সে কি ?

বয়স্যা। বামুন যোটে নাই।

প্র। বিবাহ হয় নাই ? সে কি ?

বয়স্যা। ছেলেধরায় কি বিয়ে দেয় ?

প্র। চিরকাল তুমি ছেলেধরার ঘরে ?

বয়স্যা। না, ছেলেধরায় এক রাজার বাড়ি বেচে এসেছিল।

প্র। রাজারা বিয়ে দিল না ?

বয়স্যা। রাজপুত্র ইচ্ছুক ছিলেন—কিন্তু বিবাহটা গান্ধর্ব-মতে।

প্র। নিজে পাত্র বুঝি ?

বয়স্যা। তাও কয় দিনের জন্য বলিতে পারি না।

প্র। তার পর ?

বয়স্যা। রকম দেখিয়া পলায়ন করিলাম।

প্র। তার পর ?

বয়স্যা। রাজমহিষী কিছু গহনা দিয়াছিলেন, গহনাসমেত পলাইয়াছিলাম। সুতরাং ডাকাইতের হাতে পড়িলাম। সে ডাকাইতের দলপতি ভবানী ঠাকুর, তিনি আমার কাহিনী শুনিয়া আমার গহনা লইলেন না, বরং আরও কিছু দিলেন। আপনার গৃহে আমায় আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁহার কন্যা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্র। এক প্রকার কি ?

বয়স্যা। সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্র। সে কি রকম ?

বয়স্যা। রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্র। তিনিই তোমার স্বামী?

বয়স্যা। হাঁ—কেন না, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"

মূর্খ ব্রজেশ্বর এত জানিত না।

বয়স্যা বলিল, "শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে, কেন না তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।"

প্রফুল্ল মূর্খ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল, "আমি অত কথা ভাই, বুঝিতে পারি না। তোমার নামটি কি, এখনও ত বলিলে না?"

বয়স্যা বলিল, "ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, শোন। ঈশ্বরই পরম স্বামী; স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন, ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে?"

প্র। দূর! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?

নিশি। মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর!

প্র। আমি তা আজও জানিতে পারি নাই। আমার দুই নূতন।

প্রফুল্লের চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিশি বলিল, "বুঝিয়াছি বোন্—তুমি অনেক দুঃখ পাইয়াছ।"

তখন নিশি প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার চক্ষের জল মুছাইল। বলিল, "এত জানিতাম না।" নিশি তখন বুঝিল, ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

যে রাত্রে দুর্লভ চক্রবর্তী প্রফুল্লকে তাহার মাতার বাড়ি হইতে ধরিয়া লইয়া যায়, দৈবগতিকে ব্রজেশ্বর সেই রাত্রেই প্রফুল্লের বাসস্থানে দুর্গাপুরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রজেশ্বরের একটি ঘোড়া ছিল, ঘোড়ায় চড়িতে ব্রজেশ্বর খুব মজবুত। যখন বাড়ির সকলে ঘুমাইল, ব্রজেশ্বর তখন গোপনে সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অন্ধকারে দুর্গাপুরে প্রস্থান করিলেন। যখন তিনি প্রফুল্লের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, তখন সে ভবন জনশূন্য, অন্ধকারময়! প্রফুল্লকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে। সেই রাত্রে ব্রজেশ্বর পাড়া-পড়শী কাহাকেও পাইলেন না যে, জিজ্ঞাসা করেন।

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে না দেখিতে পাইয়া মনে করিল যে, প্রফুল্ল একা থাকিতে না পারিয়া কোন কুটুম্ববাড়ি গিয়াছে। ব্রজেশ্বর অপেক্ষা করিতে পারিল না। বাপের ভয়ে রাত্রিমধ্যেই

ফিরিয়া আসিল। তার পর কিছু দিন গেল। হরবল্লভের সংসার যেমন চলিতেছিল—তেমনই চলিতে লাগিল; সকলে খায় দায় বেড়ায়, সংসারের কাজ করে। ব্রজেশ্বরের দিন কেবল ঠিক সে রকম যায় না। হঠাৎ কেহ কিছু বুঝিল না—জানিল না। প্রথমে মা জানিল।

প্রফুল্লের রূপ অতুলনীয়,—একে ত রূপেই সে ব্রজেশ্বরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, আবার সেই দিনই ব্রজেশ্বর দেখিয়াছিল, প্রফুল্লের বাহির অপেক্ষা ভিতর আরও সুন্দর, আরও মধুর। সেই সোনার প্রতিমাকে তাহার অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যা অপবাদ দিয়া, চিরকালের জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইয়াছে। সে এখন অন্নের কাঙ্গাল। বুঝি না খাইয়া মরিয়া যাইবে।

কিছুদিন পরে ফুলমণি নাপিতানীর প্রচারিত প্রফুল্লের তিরোধান-বৃত্তান্ত হরবল্লভের গৃহে পৌঁছিল। গল্প মুখে মুখে বদল হইতে হইতে চলে। সংবাদটা এখানে এরূপ আকারে পৌঁছিল যে, প্রফুল্ল বাত-শ্লেষ্মবিকারে মরিয়াছে—মৃত্যুর পূর্বে তার মরা মাকে দেখিতে পাইয়াছিল। ব্রজেশ্বরও শুনিল।

হরবল্লভ শৌচ-স্নান করিলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধাদি নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "বাগদীর শ্রাদ্ধ বামুনে করিবে?" নয়নতারাও স্নান করিল—মাথা মুছিয়া বলিল, "একটা পাপ গেল—আর একটার জন্য এই নাওয়াটা নাইতে পারিলেই শরীর জুড়ায়।" কিছু দিন গেল। ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া শুকাইয়া ব্রজেশ্বর বিছানা লইল। রোগ এমন কিছু নয়, একটু একটু

জ্বর হয় মাত্র। কিন্তু ব্রজ নির্জীব, শয্যাগত। বৈদ্য দেখিল। ঔষধপত্রে কিছু হইল না,—রোগ বৃদ্ধি পাইল। শেষ ব্রজেশ্বর বাঁচে না বাঁচে।

আসল কথা আর বড় লুকান রহিল না। সকল কথা মেয়েরাই আগে বোঝে। গিন্নী বুঝিলেন, কাজেই কর্তা বুঝিলেন। তখন হরবল্লভের বুকে শেল বিঁধিল। হরবল্লভ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ছি! ছি! কি করিয়াছি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছি।" গিন্নী প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ছেলে না বাঁচিলে আমি বিষ খাইব।" হরবল্লভ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এবার দেবতা ব্রজেশ্বরকে বাঁচাইলে, আর আমি তার মন না বুঝিয়া কোন কাজ করিব না।"

ব্রজেশ্বর বাঁচিল। ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল—ক্রমে শয্যা ত্যাগ করিল। প্রফুল্লের জন্য যখন বড় কান্না আসিত, তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন,—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥"

এইরূপে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; ব্রজেশ্বরের পিতাই যে, প্রফুল্লের মৃত্যুর কারণ, সেই কথা মনে পড়িলেই ব্রজেশ্বর ভাবিতেন,—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ
পিতা হি পরমং তপঃ।"

প্রফুল্ল গেল, কিন্তু পিতার প্রতি তবুও ব্রজেশ্বরের ভক্তি অচলা রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল। নিশি ঠাকুরাণী রাজার ঘরে থাকিয়া, পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।— বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক, প্রফুল্ল তাঁহার কাছে শিখিল। তার পর পাঠক ঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ করাইলেন, আরম্ভ করাইয়া দুই চারি দিন পড়াইয়া অধ্যাপক বিস্মিত হইলেন। প্রফুল্লের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, শিখিবার ইচ্ছা অতি প্রবল—প্রফুল্ল বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। তাহার পরিশ্রমে নিশিও বিস্মিতা হইত। প্রফুল্লের রন্ধন, ভোজন, শয়ন—সব নাম মাত্র। মন অনন্যচিত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছে। ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তার পর প্রফুল্ল ভট্টিকাব্য জলের মত সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান অধিকৃত হইল। পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল।

এ দিকে প্রফুল্লের ভিন্ন প্রকার শিক্ষারও তিনি ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত রহিলেন। গোবরার মা কিছু কাজ করে না, কেবল হাট করে, সেটাও ভবানী ঠাকুরের ইঙ্গিতে। নিশিও বড় সাহায্য করে না, কাজেই প্রফুল্লকে সকল কাজ করিতে হয়। তাহাতে প্রফুল্লর কোন কষ্ট নাই- মাতার গৃহেও সকল কাজ নিজে করিতে হইত। প্রথম বৎসরে তাহার আহারের জন্য ভবানী ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও

কাঁচাকলা। আর কিছুই না। নিশির জন্য তাই। প্রফুল্লের তাহাতেও কোন কষ্ট হইল না। মা'র ঘরে সকল দিন এত জুটিত না। তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত।

দ্বিতীয় বৎসরে, নিশির আহারের ব্যবস্থা পূর্বমত রহিল, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে কেবল নুণ, লঙ্কা, ভাত আর একাদশীতে মাছ। তাহাতে প্রফুল্ল কোন আপত্তি করিল না।

তৃতীয় বৎসরে, নিশির প্রতি আদেশ হইল, "তুমি ছানা, সন্দেশ, ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, ননী, ফলমূল, অন্নব্যঞ্জন উত্তমরূপে খাইবে, কিন্তু প্রফুল্লের নুণ, লঙ্কা, ভাত। দুই জনে একত্র বসিয়া খাইবে।" খাইবার সময় প্রফুল্ল ও নিশি দুই জনে বসিয়া হাসিত। নিশি ভাল সামগ্রী বড় খাইত না গোবরার মা'কে দিত। এই পরীক্ষাতেও প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইল।

চতুর্থ বৎসরে, প্রফুল্লের প্রতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল। প্রফুল্ল তাহা খাইল।

পঞ্চম বৎসরে, তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোজনের উপদেশ হইল। প্রফুল্ল প্রথম বৎসরের মত খাইল।

শয়ন, বসন, নিদ্রা সম্বন্ধে এতদনুরূপ অভ্যাসে ভবানী ঠাকুর শিষ্যাকে নিযুক্তা করিলেন। পরিধানে প্রথম বৎসর চারিখানা কাপড়। দ্বিতীয় বৎসর দুইখানা, তৃতীয় বৎসরে, গ্রীষ্মকালে একখানা মোটা গড়া অঙ্গে শুকাইতে হয়, শীতকালে একখানি ঢাকাই মলমল অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়। চতুর্থ বৎসরে, পাট-কাপড়, ঢাকাই কল্কাদার, শান্তিপুরে। প্রফুল্ল সে সকল ছিঁড়িয়া

খাটো করিয়া লইয়া পরিত। পঞ্চম বৎসরে, বেশ ইচ্ছামত। প্রফুল্ল মোটা গড়াই বাহাল রাখিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষারে কাচিয়া লইত।

কেশবিন্যাস সম্বন্ধেও এরূপ। প্রথম বৎসরে তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষ বাঁধিতে হইত। দ্বিতীয় বৎসরে চুল বাঁধাও নিষেধ। দিনরাত্র রুক্ষচুলের রাশি আলুলায়িত থাকিত। তৃতীয় বৎসরে, ভবানী ঠাকুরের আদেশ অনুসারে সে মাথা মুড়াইল। চতুর্থ বৎসরে নূতন চুল হইল, ভবানী ঠাকুর আদেশ করিলেন, "কেশ গন্ধতৈল দ্বারা নিষিক্ত করিয়া সর্বদা রঞ্জিত করিবে।" পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন। প্রফুল্ল পঞ্চম বৎসরে চুলে হাতও দিল না।

প্রথম বৎসরে, তূলার তোষকে তূলার বালিশে প্রফুল্ল শুইল। দ্বিতীয় বৎসরে বিচালির বালিশ, বিচালির বিছানা; তৃতীয় বৎসরে ভূমিশয্যা। চতুর্থ বৎসরে, কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। পঞ্চম বৎসরে প্রফুল্ল যেখানে পাইত, সেখানে শুইত।

প্রথম বৎসরে, ত্রিযাম নিদ্রা। দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিযাম। তৃতীয় বৎসরে, দুই দিন অন্তর রাত্রিজাগরণ। চতুর্থ বৎসরে তন্দ্রা আসিলেই নিদ্রা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। প্রফুল্ল রাত জাগিয়া পড়িত ও পুঁথি নকল করিত।

প্রফুল্ল জল, বাতাস, রৌদ্র, আগুন সম্বন্ধেও শরীরকে সহিষ্ণু করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের প্রতি আর একটি শিক্ষার আদেশ করিলেন, তাহা বলিতে লজ্জা করিতেছে। কিন্তু

না বলিলেও কথা অসম্পূর্ণ থাকে। দ্বিতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "বাছা, একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে।"

প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিল, শেষ বলিল, "ঠাকুর, আর যা বলেন, তা শিখিব, এটি পারিব না।"

ভ। এটি নইলে নয়।

প্র। সে কি ঠাকুর! স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কি করিবে?

ভ। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য। দুর্বল শরীর ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।

প্র। কে আমাকে মল্লযুদ্ধ শিখাইবে? পুরুষমানুষের কাছে আমি মল্লযুদ্ধ শিখিতে পারিব না।

ভ। নিশি শিখাইবে। নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল। আমি এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই নিশিকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছি।

প্রফুল্ল চারি বৎসর ধরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল।

প্রথম বৎসরে, ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়িতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ির বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার বাড়িতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে, যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকটে যাইতেন—প্রফুল্ল নেড়া মাথায় অবনত-মুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত। চতুর্থ বৎসরে, ভবানী নিজ অনুচরদিগের মধ্যে বাছা বাছা লাঠিয়াল লইয়া

আসিতেন; প্রফুল্লকে তাহাদিগের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে বলিতেন। প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত। পঞ্চম বৎসরে, কোন বিধি-নিষেধ রহিল না। প্রয়োজনমত প্রফুল্ল পুরুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত। নিষ্প্রয়োজনে করিত না। যখন প্রফুল্ল পুরুষমানুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত, তখন তাহাদিগকে আপনার পুত্র মনে করিয়া কথা কহিত।

এইমত নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানী ঠাকুর ঐশ্বর্যভোগের যোগ্যপাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন। পাঁচ বৎসরে সকল শিক্ষা শেষ হইল।

একাদশীর দিন মাছ ছাড়া আর একটি বিষয়ে প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। আপনার পরিচয় কিছুই দিল না। ভবানী ঠাকুর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও কিছু জানিতে পারিলেন না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসরে অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে বলিলেন, "পাঁচ বৎসর হইল, তোমার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আজ সমাপ্ত হইল। এখন তোমার হস্তগত ধন তোমার ইচ্ছামত ব্যয় করিও—আমি নিষেধ করিব না। আমি পরামর্শ দিব—ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করিও। আহার আমি আর

যোগাইব না, তুমি আপনি আপনার দিনপাতের উপায় করিবে। কয়টি কথা বলিয়া দিই। কথাগুলি অনেকবার বলিয়াছি, আর একবার বলি। এখন তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে?"

প্রফুল্ল বলিল, "কর্ম্ম করিব, জ্ঞান আমার মত অসিদ্ধের জন্য নহে।"

ভবানী বলিল, "ভাল ভাল; শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু কর্ম্ম, অসক্ত হইয়া করিতে হইবে।"

প্র। সে কি রকম?

ভ। শোন। আমি ত ডাকাইতি করি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্র। আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের যে ধন আছে, কিছু আপনার কাছে থাক্। এই ধন লইয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কর্ম হইতে ক্ষান্ত হউন।

ভ। ধনে আমারও কোন প্রয়োজন নাই। ধনও আমার যথেষ্ট আছে। আমি ধনের জন্য ডাকাইতি করি না।

প্র। তবে কি?

ভ। আমি রাজত্ব করি।

প্র। ডাকাইতি কি রকম রাজত্ব?

ভ। যাহার হাতে রাজদণ্ড, সে রাজা।

প্র। রাজার হাতে রাজদণ্ড।

ভ। এ দেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্যশাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করি।

প্র। ডাকাইতি করিয়া ?

ভ। শুন, বুঝাইয়া বলিতেছি।

ভবানী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, প্রফুল্ল শুনিতে লাগিল।

ভবানী ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্বিষহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, কাছারির কর্মচারীরা বাকিদারের ঘর-বাড়ি লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝে খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পূরিয়া বাঁধিয়া রাখে। স্ত্রী-জাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্বসমক্ষে তাহা প্রাপ্ত করায়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার বিবৃত করিয়া ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "এই দুরাত্মাদিগকে আমিই দণ্ড দিই। অনাথ দুর্বলকে রক্ষা করি। কি প্রকারে করি, তাহা তুমি দুই দিন সঙ্গে থাকিয়া দেখিবে ?"

প্রফুল্লের হৃদয় প্রজাবর্গের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া গলিয়া গিয়াছিল। সে ভবানী ঠাকুরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিল। বলিল, "আমি সঙ্গে যাইব। ধনব্যয়ে যদি আমার এখন অধিকার হইয়াছে, তবে আমি কিছু ধন সঙ্গে লইয়া যাইব। দুঃখীদিগকে দিয়া আসিব।"

ভ। এই কাজে দোকানদারি চাই। যদি আমার সঙ্গে

যাও, কিছু কিছু ঠাট সাজাইতে হইবে, সন্ন্যাসিনীবেশে এ কাজ সিদ্ধ হইবে না।

প্র। কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি, কর্ম তাঁহার, আমার নহে।

ভবানী ঠাকুরের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তিনি যখন ডাকাইতিতে সদলে বাহির হইলেন, প্রফুল্ল ধনের ঘড়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। নিশিও সঙ্গে গেল।

ভবানী ঠাকুরের অভিসন্ধি যাহাই হউক, তাঁহার একখানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। তাই প্রফুল্লকে পাঁচ বৎসর ধরিয়া শাণ দিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। পুরুষ হইলেই ভাল হইত, কিন্তু প্রফুল্লের মত নানাগুণযুক্ত পুরুষ পাওয়া যায় নাই—বিশেষ এত ধন কোন পুরুষের নাই। ধনের ধার বড় ধার। তবে ভবানী ঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল —প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল হইত।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঁচে পাঁচে দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। যে দিন প্রফুল্লকে বাগদীর মেয়ে বলিয়া হরবল্লভ তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে দিন হইতে দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসর হরবল্লভ রায়ের পক্ষে বড় ভাল গেল না। দেশের দুর্দশার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচার, তার উপরে ডাকাইতের অত্যাচার। একবার হরবল্লভের তালুক হইতে টাকা চালান আসিতেছিল. ডাকাইতে তাহা লুঠিয়া লইল। সে বার দেবীসিংহের খাজনা দেওয়া হইল না! দেবীসিংহ একখানা তালুক বেচিয়া লইল। দেবীসিংহের বেচিয়া লওয়ার প্রথা মন্দ ছিল না। হেস্টিংস সাহেব ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কৃপায় সকল সরকারী কর্মচারী দেবীসিংহের আজ্ঞাবহ, বেচাকেনা সম্বন্ধে সে যাহা মনে করিত, তাহাই হইত। হরবল্লভের দশ হাজার টাকা মূল্যের তালুকখানা আড়াই শত টাকায় দেবীসিংহ নিজে কিনিয়া লইলেন। তাহাতে বাকি খাজনা কিছুই পরিশোধ হইল না, দেনার জের চলিল। দেবীসিংহের পীড়াপীড়িতে, কয়েদের আশঙ্কায় হরবল্লভ আর একটা সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এই সকল কারণে আয় বড় কমিয়া আসিল; কিন্তু ব্যয় কিছুই কমিল না—বুনিয়াদি চাল খাটো করা যায় না।

সকল লোকেরই প্রায় এমন না এমন একদিন উপস্থিত হয়, যখন লক্ষ্মী আসিয়া বলেন, "হয় সাবেক চাল ছাড়—নয় আমায় ছাড়।" অনেকেই উত্তর দেন, "মা, তোমায় ছাড়িলাম, চাল ছাড়িতে পারি না।" হরবল্লভ তাহারই এক জন। খরচ আর কুলায় না। কিস্তি কিস্তি সরকারী খাজনা বাকি পড়িতে লাগিল। বিষয়-আশয় যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বিক্রয় হইয়া যায়, আর থাকে না। দেনার উপর দেনা হইল, সুদে আসল ছাপাইয়া উঠিল—টাকা আর ধার পাওয়া যায় না।

এ দিকে দেবীসিংহের পাওনা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি পড়িল। হরবল্লভ কিছুতেই টাকা দিতে পারেন না, শেষে হরবল্লভ রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা বাহির হইল। তখনকার গ্রেপ্তারি পরোয়ানার জন্য বড় আইন-কানুন খুঁজিতে হইত না, তখন ইংরেজের আইন হয় নাই। সব তখন বে-আইন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড় ধূম পড়িয়াছে। ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছেন। কোন্ শ্বশুরবাড়ি, তাহা বলা বাহুল্য। সাগরের বাপের বাড়ি। তখনকার দিনে একটা জামাই আসা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তাতে আবার ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ি সচরাচর আসেন না।

পুকুরে পুকুরে মাছমহলে ভারি হুটাহুটি, ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। জেলের দৌরাত্ম্যে প্রাণ আর রক্ষা হয় না; মাছ-চুরির আশায় ছেলেরা পাঠশালা ছাড়িয়া দিল। দই, দুধ, ননী, ছানা, সর, মাখনের ফরমাইসের জ্বালায় গোয়ালার মাথা বেঠিক হইয়া উঠিল। সে কখন এক সের জল মিশাইতে তিন সের জল মিশাইয়া ফেলে, তিন সের মিশাইতে এক সের মিশাইয়া বসে। কাপড়ের ব্যাপারীর কাপড়ের মোট লইয়া যাতায়াত করিতে করিতে পায় ব্যথা হইয়া গেল; কাহারও পছন্দ হয় না, কোন্ ধুতি-চাদর কে জামাইকে দিবে। পাড়ার মেয়েমহলে বড় হাঙ্গামা পড়িল। যাহার যাহা গহনা আছে, তারা সে সকল সারাইতে, মাজিতে, ঘসিতে, নূতন করিয়া গাঁথাইতে লাগিল। যাহাদের গহনা নাই, তাহারা চুড়ি কিনিয়া, শাঁখা কিনিয়া, সোনারূপা চাহিয়া চিন্তিয়া এক রকম বেশভূষার যোগাড় করিয়া রাখিল—নহিলে জামাই দেখিতে যাওয়া হয় না। যাঁহাদের রসিকতার জন্য পসার আছে— তাঁহারা দুই চারিটা প্রাচীন তামাসা মনে মনে ঝালাইয়া রাখিলেন; যাহাদের পসার নাই, তাহারা চোরাই মাল পাচার করিবার চেষ্টায় রহিল।

কিন্তু যার জন্য এত উদ্যোগ, তার মনে সুখ নাই। ব্রজেশ্বর আমোদ-আহ্লাদের জন্য শ্বশুরালয়ে আসেন নাই। বাপের গ্রেপ্তারির জন্য পরোয়ানা বাহির হইয়াছে—রক্ষার উপায় নাই। কেহ টাকা ধার দেয় না। শ্বশুরের টাকা আছে— শ্বশুর ধার দিলে দিতে পারেন, তাই ব্রজেশ্বর শ্বশুরের কাছে আসিয়াছেন।

শ্বশুর বলিলেন, "বাপু হে, আমার যে টাকা,—সে তোমারই

জন্য আছে—আমার আর কে আছে বল ? কিন্তু টাকাগুলি যত দিন আমার হাতে আছে—তত দিন আছে ;—তোমার বাপকে দিলে কি আর থাক্‌বে ? মহাজনে খাইবে। অতএব কেন আপনার ধন আপনি নষ্ট করিতে চাও ?”

ব্রজেশ্বর বলিল, “হউক—আমি ধনের প্রত্যাশী নই, আমার বাপকে বাঁচান আমার প্রথম কাজ।”

শ্বশুর রুক্ষভাবে বলিলেন, “তোমার বাপ বাঁচিলে আমার মেয়ের কি ? আমার মেয়ের টাকা থাকিলে দুঃখ ঘুচিবে—শ্বশুর বাঁচিলে দুঃখ ঘুচিবে না।”

কড়া কথায় ব্রজেশ্বরের বড় রাগ হইল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, “তবে আপনার মেয়ে টাকা লইয়া থাকুক। বুঝিয়াছি, জামাইয়ে আপনার কোন প্রয়োজন নাই। আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম।”

তখন সাগরের পিতা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ব্রজেশ্বরকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। ব্রজেশ্বর কড়া কড়া উত্তর দিল। কাজেই ব্রজেশ্বর তল্পীতল্পা বাঁধিতে লাগিল। শুনিয়া সাগরের মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

সাগরের মা জামাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাইকে অনেক বুঝাইলেন। জামাইয়ের রাগ পড়িল না। তার পর সাগরের পালা।

বধূ শ্বশুরবাড়ি আসিলে দিবসে স্বামীর সাক্ষাৎ পাওয়া সে কালে যতটা দুরূহ ছিল, পিত্রালয়ে ততটা নয়। সাগরের সঙ্গে নিভৃতে ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎ হইল। সাগর ব্রজেশ্বরের পায়ে

পড়িল,—বলিল, "আর এক দিন থাক—আমি ত কোন অপরাধ করি নাই ?"

ব্রজেশ্বরের তখন বড় রাগ ছিল—রাগে পা টানিয়া লইলেন। রাগের সময় শারীরিক ক্রিয়াসকল বড় জোরে জোরে হয়, আর হাত-পায়ের গতিও ঠিক অভিমতরূপ হয় না। একটা করিতে বিকৃতি জন্য আর একটা হইয়া পড়ে। সেই কারণে, আর কতকটা সাগরের ব্যস্ততার কারণে, পা সরাইয়া লইতে প্রমাদ ঘটিল। পা একটু জোরে সাগরের গায়ে লাগিল। সাগর মনে করিল, স্বামী রাগ করিয়া আমাকে লাথি মারিলেন। সাগর স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া কুপিতা ফণিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "কি ? আমায় লাথি মারিলে ?"

বাস্তবিক ব্রজেশ্বরের লাথি মারিবার ইচ্ছা ছিল না—তাই বলিলেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু একে রাগের সময়, আবার সাগর চোখ-মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল—ব্রজেশ্বরের রাগ বাড়িয়া গেল। বলিলেন, "যদি মারিয়াই থাকি ? তুমি না হয় বড়-মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার—তোমার বড়-মানুষ বাপও এই পা এক দিন পূজা করিয়াছিলেন।"

সাগর রাগে জ্ঞান হারাইল; বলিল, "ঝকমারি করিয়াছিলেন। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

ব্র। পালটে লাথি মারবে না কি ?

সা। আমি তত অধম নহি। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—

সাগরের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে পিছনের জানালা হইতে

কে বলিল, "আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

সাগরের মুখে সেই রকম কি কথা আসিতেছিল। সাগর না ভাবিয়া চিন্তিয়া, পিছন ফিরিয়া না দেখিয়া, রাগের মাথায় সেই কথাই বলিল,—"আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

ব্রজেশ্বরও রাগে সপ্তমে চড়িয়া কোন দিক্ না চাহিয়া বলিল, "আমারও সেই কথা। যত দিন আমি তোমার পা টিপিয়া না দিই, তত দিন আমিও তোমার মুখ দেখিব না।—যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে আমি অব্রাহ্মণ।"

তখন রাগে রাগে তিনটা হইয়া ফুলিয়া ব্রজেশ্বর চলিয়া গেল। সাগর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। এমন সময়ে সাগর যে ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিল, সেই ঘরে এক জন পরিচারিকা, ব্রজেশ্বর গেলে পরে সাগরের কি অবস্থা হইয়াছে, ইহা দেখিবার অভিপ্রায়ে ভিতরে প্রবেশ করিল, ছুতা নাতা করিয়া দুই একটা কাজকরিতে লাগিল। তখন সাগরের মনে পড়িল যে, জানালা হইতে কে কথা কহিতেছিল। সাগর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই জানালা হইতে কথা কহিয়াছিলি?"

সে বলিল,—"কে, না?"

সাগর বলিল, "তবে কে জানালায় দেখ্‌ত?"

তখন সাক্ষাৎ ভগবতীর মত রূপবতী ও তেজস্বিনী এক জন স্ত্রীলোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে বলিল, "জানালায় আমি ছিলাম।"

সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা ?"

সে স্ত্রীলোক বলিল, "তোমরা কি কেউ আমায় চেন না ?"

সাগর বলিল, "না—কে তুমি ?" তখন সেই স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "আমি দেবী চৌধুরাণী।"

পরিচারিকার হাতে পানের বাটা ছিল. ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। সেও কাঁদিতে কাঁদিতে আঁ—আঁ—আঁ—আঁ শব্দ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল।

দেবী চৌধুরাণী তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "চুপ রহো হারামজাদি! খাড়া রহো!"

পরিচারিকা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সাগরেরও গায়ে ঘাম দিতেছিল। সাগরের মুখেও কথা ফুটিল না। যে নাম তাহাদের কানে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ছেলে বুড়ো কে না শুনিয়াছিল ? সে নাম অতি ভয়ানক।

কিন্তু সাগর আবার ক্ষণেক পরে হাসিয়া উঠিল। তখন দেবী চৌধুরাণীও হাসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এখন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ।

সেই ত্রিস্রোতার উপরে কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরার অনতিদূরে একটা বড় তেঁতুলগাছের ছায়ায়, অন্ধকারে আর একখানি নৌকা আছে—তাহার কথা পরে বলিব। নাবিকেরা এক পাশে বাঁশের উপর পাল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে; কেহ জাগিয়া থাকার চিহ্ন নাই। কেবল বজরার ছাদের উপর এক জন মানুষ।

ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি দুই আঙ্গুল পুরু—বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার উপর বসিয়া এক জন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যাই হউক, সে স্ত্রীলোক পরমা-সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুন্দরী বড় সুসজ্জিতা।

ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণাবাদনে নিযুক্তা। বীণে নট-রাগিণী বাজিতে লাগিল। তখন যাহারা পাল মুড়ি দিয়া এক প্রান্তে নিঃশব্দে নিদ্রিতবৎ শুইয়া ছিল, তাহার মধ্যে এক জন উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে সুন্দরীর নিকট দাঁড়াইল।

এ ব্যক্তি পুরুষ। সে দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠগঠন, ভারি রকমের একজোড়া চোগোঁপ্পা আছে। গলায় যজ্ঞোপবীত। সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

সেই স্ত্রীলোক বলিল, "দেখিতে পাইতেছ না?"

পুরুষ বলিল, "কিছু না। আসিতেছে কি?"

গালিচার উপর একটা ছোট দূরবীণ পড়িয়া ছিল। দূরবীণ তখন ভারতবর্ষে নূতন আমদানি হইতেছিল। দূরবীণ লইয়া সুন্দরী ঐ ব্যক্তির হাতে দিল—কিছু বলিল না। সে দূরবীণ চক্ষে দিয়া নদীর সকল দিক নিরীক্ষণ করিল। শেষ এক স্থানে আর একখানি বজরা দেখিতে পাইয়া বলিল, "দেখিয়াছি—টেকের মাথায়—ঐ কি?"

উ। এ নদীতে আজকাল আর কোন বজরা আসিবার কথা নাই।

পুরুষ পুনর্বার দূরবীণ দিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

যুবতী বীণা বাজাইতে বাজাইতে বলিল, "রঙ্গরাজ!"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "আজ্ঞা!"

"দেখ কি?"

"কয় জন লোক আছে তাই দেখি।"

"কয় জন?"

"ঠিক ঠাওর পাই না। বেশি নয়! খুলিব?"

"খোল—ছিপ। আঁধারে আঁধারে নিঃশব্দে উজাইয়া যাও!"

তখন রঙ্গরাজ ডাকিয়া বলিল, "ছিপ খোল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্বে বলিয়াছি, বজরার কাছে তেঁতুলগাছের ছায়ায় আর একখানি নৌকা অন্ধকারে লুকাইয়াছিল। সেখানি ছিল—ষাট হাত লম্বা, তিন হাতের বেশি চওড়া নয়। তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ গাদাগাদি হইয়া শুইয়াছিল। রঙ্গরাজের সঙ্কেত শুনিবামাত্র সেই পঞ্চাশ জন একেবারে উঠিয়া বসিল। বাঁশের চেলা তুলিয়া সকলেই এক এক গাছা সড়কী ও এক একখানা ছোট ঢাল বাহির করিল। হাতিয়ার কেহ হাতে রাখিল না—সবাই আপনার নিকট চেলার উপরে সাজাইয়া রাখিল। রাখিয়া সকলেই এক একখানা 'বোটে' হাতে করিয়া বসিল।

নিঃশব্দে ছিপ খুলিয়া, তাহারা বজরায় আসিয়া লাগাইল। রঙ্গরাজ তখন নিজে পঞ্চ হাতিয়ার বাঁধিয়া উহার উপর উঠিল। সেই সময় যুবতী তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"রঙ্গরাজ, আগে যাহা বলিয়া দিয়াছি, মনে থাকে যেন!"

"মনে আছে" বলিয়া রঙ্গরাজ ছিপে উঠিল। ছিপ নিঃশব্দে তীরে তীরে উজাইয়া চলিল। এ দিকে যে বজরা রঙ্গরাজ দূরবীণে দেখিয়াছিল, তাহা নদী বাহিয়া খরস্রোতে তীরবেগে আসিতেছিল। ছিপকে বড় বেশি উজাইতে হইল না। বজরা নিকট হইলে, ছিপ তীর ছাড়িয়া বজরার দিকে ধাবমান হইল। পঞ্চাশখানা বোটে, কিন্তু শব্দ নাই।

এখন, বজরার ছাদের উপরে আট জন হিন্দুস্থানী রক্ষক ছিল। এত লোক সঙ্গে না করিয়া তখনকার দিনে কেহ রাত্রি-কালে নৌকা খুলিতে সাহস করিত না। আট জনের মধ্যে দুই জন হাতিয়ার-বন্ধ হইয়া, মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধিয়া, ছাদের উপর বসিয়াছিল—আর ছয় জন মধুর দক্ষিণ-বাতাসে চাঁদের আলোতে কাল দাড়ি ছড়াইয়া, সুনিদ্রায় অভিভূত। যাহারা পাহারায় ছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন দেখিল—ছিপ বজরার দিকে আসিতেছে। সে দস্তুরমত হাঁকিল, "ছিপ তফাৎ।"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "তোর দরকার হয়, তুই তফাৎ যা।"

প্রহরী দেখিল, বেগোছ। ভয় দেখাইবার জন্য বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। রঙ্গরাজ বুঝিল, ফাঁকা আওয়াজ। হাসিয়া বলিল, "কি পাঁড়ে ঠাকুর! একটা ছর্‌রাও নাই? ধার দিব?"

এই বলিয়া রঙ্গরাজ সেই প্রহরীর মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তার পর বন্দুক নামাইয়া বলিল, "তোমায় এবার মারিব না। এবার তোমার লাল পাগড়ি উড়াইব।" এই কথা বলিতে বলিতে বন্দুক রাখিয়া, তীর-ধনুক লইয়া সজোরে তীর ত্যাগ করিল। প্রহরীর মাথার লাল পাগড়ি উড়িয়া গেল। প্রহরী 'রাম' 'রাম' শব্দ করিতে লাগিল।

বলিতে বলিতে ছিপ আসিয়া বজরার পিছনে লাগিল। অমনি দশ বারো জন লোক ছিপ হইতে হাতিয়ার-সমেত বজরার উপর উঠিয়া পড়িল। যে ছয় জন হিন্দুস্থানী নিদ্রিত ছিল,

তাহারা বন্দুকের আওয়াজে জাগ্রত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘুমের ঘোরে হাতিয়ার হাতড়াইতে তাহাদের দিন গেল। ক্ষিপ্রহস্তে আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে নিমেষমধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। যে দুই জন আগে হইতে জাগ্রত ছিল, তাহারা লড়াই করিল, কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অধিক, শীঘ্র তাহাদিগকে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তখন ছিপের লোক বজরার ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। বজরার দ্বার বন্ধ।

ভিতরে ব্রজেশ্বর। তিনি শ্বশুরবাড়ি হইতে বাড়ি যাইতেছিলেন। পথে এই বিপদ্। এ কেবল তাঁহার সাহসের ফল। অন্য কেহ সাহস করিয়া রাত্রে বজরা খুলিত না।

রঙ্গরাজ কপাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "মহাশয়! দ্বার খুলুন।"

ভিতর হইতে সদ্যোনিদ্রোত্থিত ব্রজেশ্বর উত্তর করিল, "কে? এত গোলমাল কিসের?"

রঙ্গরাজ বলিল, "গোল কিছুই না—বজরায় ডাকাইত পড়িয়াছে।"

ব্রজেশ্বর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পরে ডাকিতে লাগিল—"পাঁড়ে! তেওয়ারী! রামসিং!"

রামসিং ছাদের উপর হইতে বলিল, "ধর্মাবতার! শালা লোক সবকইকো বাঁধকে রাখ্খা।"

ব্রজেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। তোমাদের মত বীরপুরুষদের ডালরুটি খাইতে না দিয়া বাঁধিয়া

ফেলিয়াছে! ডাকাইতের এ বড় ভ্রম! ভাবনা করিও না—কাল ডালরুটির বরাদ্দ বাড়াইয়া দিব।"

শুনিয়া রঙ্গরাজও ঈষৎ হাসিল। বলিল, "আমারও সেই মত; এখন দ্বার খুলিবেন, বোধ হয়?"

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

রঙ্গরাজ। আমি এক জন ডাকাইত মাত্র। দ্বার খোলেন, এই ভিক্ষা।

"কেন দ্বার খুলিব?"

রঙ্গরাজ। আপনার সর্বস্ব লুঠপাট কবিব।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কেন? আমাকে কি হিন্দুস্থানী ভেড়ীওয়ালা পাইলে? আমার হাতে দোনলা বন্দুক আছে—তৈয়ার। যে প্রথম কামরায় প্রবেশ করিবে, নিশ্চয় তাহার প্রাণ লইব।"

রঙ্গরাজ। এক জন প্রবেশ করিব না, কয় জনকে মারিবেন? আপনিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ। এক তরফ ব্রহ্মহত্যা হইবে, মিছামিছি ব্রহ্মহত্যায় কাজ কি?

ব্রজেশ্বর বলিল, "সে পাপটা না হয় আমিই স্বীকার করিব।"

এই কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মড় মড় শব্দ হইল। বজরার পাশের দিকের একখানা কপাট ভাঙ্গিয়া, এক জন ডাকাইত কামরার ভিতর প্রবেশ করিল দেখিয়া, ব্রজেশ্বর হাতের বন্দুক ফিরাইয়া তাহার মাথায় মারিল। দস্যু মূর্ছিত হইয়া পড়িল। এই সময়েই রঙ্গরাজ বাহিরের কপাটে জোরে দুইবার পদাঘাত করিল। কপাট ভাঙ্গিয়া গেল। রঙ্গরাজ কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। ব্রজেশ্বর আবার বন্দুক

ফিরাইয়া ধরিয়া রঙ্গরাজকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময় রঙ্গরাজ তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। দুই জনেই তুল্য বলশালী তবে রঙ্গরাজ অধিকতর ক্ষিপ্রহস্ত। ব্রজেশ্বর তখন দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সমুদায় বলের সহিত রঙ্গরাজের মাথায় এক ঘুসি তুলিল। রঙ্গরাজ ঘুসিটা হাতে ধরিয়া ফেলিল। বজরার এক দিকে অনেক অস্ত্র ঝুলান ছিল। এই সময়ে ব্রজেশ্বর ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মধ্য হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া হাসিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুর, ব্রহ্মহত্যায় আমার ভয় নাই।" এই বলিয়া রঙ্গরাজকে কাটিতে ব্রজেশ্বর তরবারি উঠাইল। সেই সময়ে আর চারি পাঁচ জন দস্যু মুক্তদ্বারে কামরার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার উপর পড়িল। উত্থিত তরবারি হাত হইতে কাড়িয়া লইল। দুই জন দুই হাত চাপিয়া ধরিল। একজন দড়ি লইয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "বাঁধিতে হইবে কি?"

তখন ব্রজেশ্বর বলিল, "বাঁধিও না। আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম, কি চাও বল—আমি দিতেছি।"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপনার যাহা কিছু আছে সব লইয়া যাইব। কিছু ছাড়িয়া দিতে পারিতাম—কিন্তু যে কিল তুলিয়াছিলেন—আমার মাথায় লাগিলে মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত—এক পয়সাও ছাড়িব না।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "যাহা বজরায় আছে—সব লইয়া যাও, এখন আর আপত্তি করিব না।"

ব্রজেশ্বর এ কথা বলিবার পূর্বেই দস্যুরা জিনিষপত্র বজরা

হইতে ছিপে তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এখন প্রায় পঁচিশ জন লোক বজরায় উঠিয়াছিল। জিনিষ বজরায় বিশেষ কিছু ছিল না, কেবল পরিধেয় বস্ত্রাদি, পূজার সামগ্রী, এইরূপ মাত্র। মুহূর্তমধ্যে তাহারা সেই সকল দ্রব্যাদি ছিপে তুলিয়া ফেলিল। তখন আরোহী, রঙ্গরাজকে বলিল, "সব জিনিষ লইয়াছ, আর কেন দিক্ কর—এখন স্বস্থানে যাও।"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "যাইতেছি। কিন্তু আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

ব্র। সে কি? আমি কোথায় যাইব?

রঙ্গ। আমাদের রানীর কাছে।

ব্র। তোমাদের আবার রানী কে?

রঙ্গ। দেবী রানীর নাম কখন শুনেন নাই?

ব্র। ওহো, তোমরা দেবী চৌধুরাণীর দল? আমাকে কয়েদ রাখিয়া কিছু আদায় করিবে, এই অভিপ্রায়?

রঙ্গ। কাজেই। বজরায় ত কিছু পাইলাম না। আপনাকে আটক করিলে যদি কিছু জিনিষ পাওয়া যায়।

ব্র। আমারও যাইবার ইচ্ছা হইতেছে—তোমাদের রাজ-রানী একটা দেখিবার জিনিষ শুনিয়াছি।

রঙ্গরাজ। তিনি আমাদের মা। আমাদের মা ভগবতীর তুল্য।

ব্র। চল, তবে ভগবতী-দর্শনে যাই।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন যে, বজরার মাঝিমাল্লা সকলে ভয়ে জলে

পড়িয়া কাছি ধরিয়া ভাসিয়া আছে। ব্রজেশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন, "এখন তোমরা বজরায় উঠিতে পার—ভয় নাই। উঠিয়া আল্লার নাম নাও। তোমাদের জান্, মান, দৌলত ও ইজ্জত সব বজায় আছে। তোমরা বড় হুঁসিয়ার।"

মাঝিরা তখন একে একে বজরায় উঠিতে লাগিল। ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার দ্বারবানদের বাঁধন খুলিয়া দিতে পারি কি?"

রঙ্গরাজ বলিলেন, "আপত্তি নাই। উহারা যদি হাত খোলা পাইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করে, তখন আমরা আপনার মাথা কাটিয়া ফেলিব। ইহা উহাদের বুঝাইয়া দিন।"

ব্রজেশ্বর দ্বারবানদিগকে সেইরূপ বুঝাইয়া দিলেন। ভৃত্য-বর্গকে আদেশ করিলেন যে, "তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এইখানে বজরা লইয়া থাক। কোথাও যাইও না বা কিছু করিও না। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রঙ্গরাজের সঙ্গে ছিপে উঠিলেন। ছিপের নাবিকেরা "দেবী রানীকি জয়" হাঁকিল—ছিপ বাহিয়া চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর যাইতে যাইতে রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে কত দূর লইয়া যাইবে—তোমার রানীজী কোথায় থাকেন?'

র। ঐ বজরা দেখিতেছেন না? ঐ বজরা তাঁর।

ব্রজ। ও বজরা? আমি মনে করিয়াছিলাম, ওখানা ইংরেজের জাহাজ—রঙ্গপুর লুঠিতে আসিয়াছে। তা অত বড় বজরা কেন?

র। রানীকে রানীর মত থাকিতে হয়। উহাতে সাতটা কামরা আছে।

ব্র। এত কামরায় কে থাকে?

র। একটায় রানীর দরবার। একটায় রানীর শয়নঘর। একটায় চাকরাণীরা থাকে। একটায় স্নান, একটায় পাক হয়। একটায় ফাটক। বোধ হয় আজ আপনাকে সেই কামরায় থাকিতে হইবে।

এই কথোপকথন হইতে হইতে ছিপ আসিয়া বজরার পাশে ভিড়িল। দেবী রানী ওরফে দেবী চৌধুরাণী তখন আর ছাদের উপর নাই। যতক্ষণ তাহার লোকে ডাকাইতি করিতেছিল, দেবী ততক্ষণ ছাদের উপর বসিয়া জ্যোৎস্নালোকে বীণা বাজাইতেছিল। তার পরে যেই ছিপ খুলিল, দেবী অমনি নামিয়া কামরার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল।

এ দিকে রঙ্গরাজ ছিপ হইতে কামরার দ্বারে আসিয়া

দাঁড়াইয়া "রানীজীকি জয়" বলিল। দ্বারে রেশমী পর্দা ফেলা আছে—ভিতর দেখা যায় না। ভিতর হইতে দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ ?"

রঙ্গ। সব মঙ্গল।

দেবী। বাবু ?

রঙ্গ। বাবুকে ধরিয়া আনিয়াছি।

দেবী। হাজির কর।

রঙ্গরাজ তখন ব্রজেশ্বরকে ইঙ্গিত করিল। ব্রজেশ্বর ছিপ হইতে উঠিয়া আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে ?"

হাসিয়া ব্রজেশ্বর দেবীর কথার উত্তর দিলেন, "পরিচয় লইয়া কি হইবে ? আমার ধনের সঙ্গে আপনাদিগের সম্বন্ধ, তাহা পাইয়াছেন—নামে ত টাকা হইবে না ?"

দেবী। হইবে বৈ কি ? আপনি কি দরের লোক, তাহা জানিলে টাকার ঠিকানা হইবে।

ব্রজ। সেই জন্যই কি আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন ?

দেবী। নহিলে আপনাকে আমরা আনিতাম না।

দেবী পর্দার আড়ালে; কেহ দেখিল না যে, দেবী এই কথা বলিবার সময় চোখ মুছিল।

ব্রজ। আমি যদি বলি, আমার নাম দুঃখীরাম চক্রবর্তী, আপনি বিশ্বাস করিবেন কি ?

দেবী। না।

ব্রজ। তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি ?

দেবী। আপনি বলেন কি না দেখিবার জন্য।

ব্রজ। আমার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষাল।

দেবী। না।

ব্রজ। দয়ারাম বক্সী।

দেবী। তাও না।

ব্রজ। ব্রজেশ্বর রায়।

দেবী। হইতে পারে।

এই সময়ে দেবীর কাছে আর এক জন স্ত্রীলোক নিঃশব্দে আসিয়া বসিল। বলিল, "গলাটা ধ'রে গেছে যে!"

দেবীর চক্ষে জল আর থামিল না। দেবী তখন ঐ স্ত্রীলোককে কানে কানে বলিল, "আমি আর এ রঙ্গ করিতে পারি না, তুই কথা ক। সব জানিস্ ত?"

ঐ স্ত্রীলোকটি দেবীর আসন গ্রহণ করিয়া ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহিতে লাগিল। এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে—ইনি সেই বামনশূন্য বামনী—নিশি ঠাকুরাণী।

নিশি। এইবার ঠিক বলেছ—তোমার নাম ব্রজেশ্বর রায়।

ব্রজেশ্বরের একটু গোল বাধিল। পর্দার আড়ালে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না—কিন্তু কথার আওয়াজে সন্দেহ হইল যে, যে কথা কহিতেছিল, এ সে বুঝি নয়। তার আওয়াজটা বড় মিঠে লাগিতেছিল—এ বুঝি তত মিঠে নয়। যাই হউক, কথার উত্তরে ব্রজেশ্বর বলিলেন, "যদি আমার পরিচয় জানেন, তবে এই বেলা দরটা চুকাইয়া লউন—আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই। কি দরে আমাকে ছাড়িবেন?"

নিশি। এক কড়া কাণা কড়ি। সঙ্গে আছে কি? থাকে যদি, দিয়া চলিয়া যান।

ব্র। আপাততঃ সঙ্গে নাই।

নিশি। বজরা হইতে আনিয়া দিন।

ব্র। বজরাতে যাহা ছিল, তাহা আপনার অনুচরেরা লইয়া আসিয়াছে। আর এক কড়া কাণা কড়িও নাই।

নিশি। তবে যত দিন না আপনার উপযুক্ত মূল্য আনাইয়া দিতে পারেন, তত দিন কয়েদ থাকুন।

ব্রজেশ্বর তার পর শুনিলেন, কামরার ভিতরে আর এক জন কে—কণ্ঠে সেও বোধ হয় স্ত্রীলোক—দেবীকে বলিতেছে, "রানীজি! যদি এক কড়া কাণা কড়িই এই মানুষটার দর হয়, তবে আমি এক কড়া কাণা কড়ি দিতেছি, আমার কাছে উহাকে বিক্রী করুন।"

ব্রজেশ্বর শুনিলেন, রানী উত্তর করিল, "ক্ষতি কি? কিন্তু মানুষটা নিয়ে তুমি কি করিবে? ব্রাহ্মণ, জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে পারিবে না।"

ব্রজেশ্বর প্রত্যুত্তরও শুনিলেন—রমণী বলিল, "আমার রাঁধিবার ব্রাহ্মণ নাই—আমাকে রাঁধিয়া দিবে।"

তখন নিশি ব্রজেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুনিলেন, —আপনি বিক্রী হইলেন—আমি কাণা কড়ি পাইয়াছি। যে আপনাকে কিনিল, আপনি তাহার সঙ্গে যান, রাঁধিতে হইবে।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "কৈ তিনি?"

নিশি। স্ত্রীলোক—বাহিরে যাইবে না, আপনি ভিতরে আসুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর অনুমতি পাইয়া, পর্‌দা তুলিয়া, কামরার ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, ব্রজেশ্বর তাহাতে বিস্মিত হইল! সেই কামরায় চারি আঙ্গুল পুরু গালিচা পাতা, তাহাতেও কত চিত্র। তার উপর কত উচ্চ মসনদ্—মস্‌নদের উপর এক জন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে—তাঁহার মুখের উপর একখানা বড় মিহি জরির বুটাদার ঢাকাই রুমাল ফেলা আছে। মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না। স্ত্রীলোকটি শুইয়া আছে—ঘুমায় নাই।

ব্রজেশ্বর দরবার-কামরায় প্রবেশ করিয়া শয়ানা সুন্দরীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রানীজিকে কি বলিয়া আশীর্বাদ করিব ?"

সুন্দরী উত্তর করিল, "আমি রানীজি নই।"

ব্রজেশ্বর দেখিল, এতক্ষণে ব্রজেশ্বর যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, এ তাহার গলার আওয়াজ নহে। অথচ তার আওয়াজ হইতে পারে। মনে করিল, বুঝি দেবী চৌধুরাণী হরবোলা মায়াবিনী—এত কুহক না জানিলে মেয়েমানুষ হইয়া ডাকাইতি করে ? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম—তিনি কোথায় ?"

সুন্দরী বলিল, "তোমাকে আসিতে অনুমতি দিয়া তিনি শুইতে গিয়াছেন। রানীকে তোমার কি প্রয়োজন ?"

ব্র। তুমি কে ?

সুন্দরী। তোমার মুনিব। জান না, এইমাত্র তোমাকে এক কড়া কাণা কড়ি দিয়া কিনিয়াছি ?

ব্র। সত্য বটে। তা তোমাকে কি বলিয়া আশীর্বাদ করিব ?

সুন্দরী। আশীর্বাদের রকম আছে না কি ?

ব্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে আছে। সধবাকে এক রকম আশীর্বাদ করিতে হয়, বিধবাকে অন্যরূপ। পুত্রবতীকে—

সুন্দরী। আমাকে "শীগ্‌গির মর" বলিয়া আশীর্বাদ কর।

ব্র। সে আশীর্বাদ আমি কাহাকেও করি না। তোমার একশ তিন বছর পরমায়ু হউক।

সুন্দরী। আমার বয়স পঁচিশ বৎসর। আটাত্তর বৎসর ধরিয়া তুমি আমার ভাত রাঁধিবে ?

ব্র। আগে এক দিন ত রাঁধি। খেতে পার ত না হয় আটাত্তর বৎসর রাঁধিব।

সুন্দরী। তবে বসো, কেমন রাঁধিতে জান, পরিচয় দাও।

ব্রজেশ্বর তখন সেই কোমল গালিচার উপর বসিল। সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ?"

ব্র। তা ত তোমরা সকলেই জান দেখিতেছি। আমার নাম ব্রজেশ্বর। তোমার নাম কি ? গলা অত মোটা করিয়া কথা কহিতেছ কেন ? তুমি কি চেনা মানুষ ?

সুন্দরী। আমি তোমার মুনিব—আমাকে 'আপনি', 'মশাই' আর 'আজ্ঞে' বলিবে।

ব্র। আজ্ঞে, তাই হবে, আপনার নাম ?

সুন্দরী। আমার নাম পাঁচকড়ি। কিন্তু তুমি আমার ভৃত্য, আমার নাম ধরিতে পারিবে না। বরং বল ত আমিও তোমার নাম ধরিব না।

ব্র। তবে কি বলিয়া ডাকিলে আমি "আজ্ঞে" বলিব ?

পাঁচকড়ি। আমি "রামধন" বলিয়া তোমাকে ডাকিব, তুমি আমাকে "মুনিবঠাকরুণ", বলিও। এখন তোমার পরিচয় দাও—বাড়ি কোথায় ?

ব্র। এক কড়ায় কিনিয়াছ—অত পরিচয়ের প্রয়োজন কি ?

তখন পাঁচকড়ি দেবী রানীকে ডাকিয়া বলিল, "রানীজি ! বামুন ঠাকুর বড় অবাধ্য। কথার উত্তর দেয় না।"

নিশি অপর কক্ষ হইতে উত্তর করিল, "বেত লাগাও !"

তখন দেবীর এক জন পরিচারিকা শপাৎ করিয়া এক গাছা লিক্‌লিকে সরু বেত পাঁচকড়ির বিছানায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পাঁচকড়ি বেত পাইয়া বিছানায় বার দুই বেতগাছ আছড়াইল। ব্রজেশ্বরকে বলিল, "দেখিয়াছ ?"

ব্রজেশ্বর হাসিল। বলিল, "আপনারা সব পারেন। কি বলিতে হইবে, বলিতেছি।"

পাঁচ। তোমার পরিচয় চাই না—পরিচয় লইয়া কি হইবে ? তোমার রান্না ত খাইব না। তুমি আর কি কাজ করিতে পার বল ?

ব্র। হুকুম করুন।

পাঁচকড়ি বলিল, "আচ্ছা, একটা কাজ জান ? পা টিপিতে জান ?"

ব্রজেশ্বরের দুরদৃষ্ট, তিনি পাঁচকড়িকে মুখরা দেখিয়া একটি ছোট রকমের রসিকতা করিতে গেলেন। এই দস্যুনেত্রীদিগের কোন রকমে খুশী করিয়া মুক্তিলাভ করেন, সে অভিপ্রায়ও ছিল ; অতএব পাঁচকড়ির কথার উত্তরে বলিলেন, "তোমাদের পা টিপিব, সে ত ভাগ্য—"

"তবে একবার টেপ না" বলিয়া অমনি পাঁচকড়ি আলতা-পরা রাঙা পাখানি ব্রজেশ্বরের উরুর উপর তুলিয়া দিল।

ব্রজেশ্বর নাচার—আপনি পা টেপার নিমন্ত্রণ লইয়াছেন, কি করেন! ব্রজেশ্বর কাজেই দুই হাতে পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিলেন, "এ কাজটা ভাল হইতেছে না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ; এখন উদ্ধার পেলে বাঁচি।"

তখন দুষ্ট পাঁচকড়ি ডাকিল, "রানীজি! একবার এ দিকে আস্থন।"

দেবী আসিতেছে, ব্রজেশ্বর পায়ের শব্দ পাইল। পা নামাইয়া দিল। পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল, "সে কি, পিছাও কেন ?"

এবার পাঁচকড়ি সহজ গলায় কথা কহিয়াছিল। ব্রজেশ্বর বড় বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি ? এ কি ? তুমি—সাগর ?"

পাঁচকড়ি বলিল, "আমি সাগর! গঙ্গা নই—যমুনা নই—সাক্ষাৎ সাগর! তোমার বড় অভাগ্য—না ? যাক, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে। তুমি আমার পা টিপিয়াছ। এখন আমার মুখপানে চাহিয়া দেখিতে পার, আমায় ত্যাগ কর, আর পায়ে রাখ—এখন জানিলে, আমি যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর কিয়ৎক্ষণ বিহ্বল হইয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "সাগর! তুমি এখানে কেন।" সাগর বলিল, "তুমিই বা এখানে কেন?"

ব্র। তাই কি? আমি কয়েদী, তুমিও কি কয়েদী? আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে. তোমাকেও কি ধরিয়া আনিয়াছে?

সাগর। আমি কয়েদী নই, আমাকে কেহ ধরিয়া আনে নাই। আমি ইচ্ছাক্রমে দেবী রানীর সাহায্য লইয়াছি। তোমাকে দিয়া আমার পা টিপাইব বলিয়া, দেবী রানীর রাজ্যে বাস করিতেছি।

তখন নিশি আসিল। ব্রজেশ্বর তাহার বস্ত্রালঙ্কারের জাঁক-জমক দেখিয়া মনে করিল, "এই দেবী চৌধুরাণী।" ব্রজেশ্বর সম্ভ্রম রাখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশি বলিল, "স্ত্রীলোক ডাকাইত হইলেও তাহার অত সম্মান করিতে নাই—আপনি বসুন। এখন শুনিলেন, কেন আপনার বজরায় আমরা ডাকাইতি করিয়াছি? এখন সাগরের পণ উদ্ধার হইয়াছে; এখন আপনাতে আর আমাদের প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার নৌকায় ফিরিয়া যাইলে কেহ আটক করিবে না। আপনার জিনিষপত্র এক কপর্দক কেহ লইবে না, সব আপনার বজরায় ফিরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। কিন্তু এই একটা কপর্দক—এই পোড়ারমুখী সাগর, ইহার কি হইবে? এ কি বাপের বাড়ি ফিরিয়া যাইবে? ইহাকে আপনি লইয়া যাইবেন কি?"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। ব্রজেশ্বর ক্ষণেক ভাবিল, ভাবিয়া শেষে বলিল, "তোমরা আমায় বোকা বানাইলে। আমি মনে করিয়াছিলাম, দেবী চৌধুরাণীর দল আমার বজরায় ডাকাইতি করিয়াছে।"

তখন নিশি বলিল, "সত্য সত্যই দেবী চৌধুরাণীর এই বজরা। দেবী রানী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন"—কথা শেষ হইতে না হইতে ব্রজেশ্বর বলিল, "দেবী রানী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন—তবে আপনি কি দেবী রানী নন?"

নিশি। আমি দেবী নই। আপনি যদি রানীজীকে দেখিতে চান, তিনি দর্শন দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, তা আগে শুনুন। আমরা সত্য সত্যই ডাকাইতি করি, কিন্তু আপনার উপর ডাকাইতি করিবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা। এখন সাগর বাড়ি যায় কি প্রকারে? প্রতিজ্ঞা ত রক্ষা হইল।

ব্রজ। আসিল কি প্রকারে?

নিশি। রানীজীর সঙ্গে।

ব্রজ। আমিও ত সাগরের পিত্রালয় গিয়াছিলাম—সেখানে হইতে আসিতেছি। কই, সেখানে ত রানীজীকে দেখি নাই?

নিশি। রানীজী আপনার পরে সেখানে গিয়াছিলেন।

ব্র। তবে ইহার মধ্যে এখানে আসিলেন কি প্রকারে?

নিশি। আমাদের ছিপ দেখিয়াছেন ত? পঞ্চাশ বোটে?

ব্র। তবে আপনারাই কেন ছিপে করিয়া সাগরকে রাখিয়া আসুন না?

নিশি। তাতে একটু বাধা আছে। সাগর কাহাকেও না বলিয়া রানীর সঙ্গে আসিয়াছে—এখন অন্য লোকের সঙ্গে ফিরিয়া গেলে সবাই জিজ্ঞাসা করিবে, 'কোথায় গিয়াছিলে ?' আপনার সঙ্গে ফিরিয়া গেলে উত্তরের ভাবনা নাই।

ব্র। ভাল, তাই হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ছিপ হুকুম করিয়া দিন।

"দিতেছি" বলিয়া নিশি সেখান হইতে সরিয়া গেল।

তখন সাগরকে নির্জ্জনে পাইয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "সাগর! তুমি ডাকাইতের সঙ্গে কেন আসিলে ?"

সাগর বলিল, "দেবী সম্বন্ধে আমার ভগিনী হয়। তুমি চলিয়া আসিলে সে গিয়া আমার বাপের বাড়ি উপস্থিত হইল। আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া সে বলিল, 'কাঁদ কেন ভাই, তোমার শ্যামচাঁদকে আমি বেঁধে এনে দিব। আমার সঙ্গে দুই দিনের তরে এসো।' তাই আমি আসিলাম। তোমার সঙ্গে আমি পলাইয়া চলিলাম, এই কথা আমি চাকরাণীকে বলিয়া আসিয়াছি। তোমার জন্য এই সব আলবোলা সট্‌কা প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়াছি—একবার তামাক-টামাক খাও, তার পরে যেও।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন,—"কই, যে মালিক, সে ত কিছু বলে না।"

তখন সাগর দেবীকে ডাকিল। দেবী আসিল না—নিশি আসিল।

নিশিকে দেখিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "এখন আপনি ছিপ হুকুম করিলেই যাই।"

নিশি। ছিপ তোমারই। কিন্তু দেখ, তুমি রানীর বোনাই —কুটুম্বকে স্বস্থানে পাইয়া আমরা আদর করিলাম না— কেবল অপমানই করিলাম, এ বড় দুঃখ থাকে। তোর স্বামীকে অনেক বকেছিস্, কিছু জলখাবার নিয়ে আয়।

ব্রজেশ্বরের মুখ শুকাইল, বলিল, "সর্বনাশ! এত রাত্রে জলখাবার! ঐটি মাপ করিও।"

কিন্তু কেহ তাহার কথা শুনিল না।

ব্রজেশ্বর অগত্যা কিছু খাইল। সাগর তখন নিশিকে বলিল, "ব্রাহ্মণভোজন করাইলে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।" নিশি বলিল, "দক্ষিণা রানী স্বয়ং দিবেন এসো ভাই, রানী দেখিবে এসো।" এই বলিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে আর এক কামরায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিশি ব্রজেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া দেবীর শয্যাগৃহে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, শয়নঘর দরবারের কামরার মত অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত। কামরার ভিতর অনাবৃত কাষ্ঠের উপর বসিয়া অর্ধাবগুণ্ঠনবতী একটি স্ত্রীলোক। নিশি ও

সাগরে ব্রজেশ্বর যে চাঞ্চল্যময়তা দেখিয়াছিল, ইহাতে তাহার কিছু নাই। এ স্থিরা, ধীরা, নিম্নদৃষ্টি—লজ্জাবনতমুখী।

ব্রজেশ্বরকে পৌঁছাইয়া দিয়া নিশি চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর প্রবেশ করিলে দেবী গাত্রোত্থান করিয়া ব্রজেশ্বরকে প্রণাম করিল। দেখিয়া ব্রজেশ্বর আরও বিস্মিত হইল—কই, আর কেহ ত প্রণাম করে নাই। দেবী তখন ব্রজেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল—ব্রজেশ্বর দেখিল, যথার্থ দেবী মূর্তি!

প্রণাম করিয়া, নিম্নয়নে দেবী বলিতে লাগিল, "আমি আপনাকে আজ জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বড় কষ্ট দিয়াছি। কেন এমন কুকর্ম করিয়াছি, শুনিয়াছেন। আমার অপরাধ লইবেন না।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "আমার উপকারই করিয়াছেন।" বেশি কথা বলিবার ব্রজেশ্বরের শক্তি নাই

দেবী আরও বলিল, "আপনি আমার এখানে দয়া করিয়া জলগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার বড় মর্যাদা বাড়িয়াছে। আপনি কুলীন—আপনারও মর্যাদা রাখা আমার কর্তব্য। আপনি আমার কুটুম্ব। যাহা মর্যাদাস্বরূপ আমি আপনাকে দিতেছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

পালঙ্কের পাশে একটি রূপার কলসী ছিল, তাহা টানিয়া বাহির করিয়া, দেবী ব্রজেশ্বরের নিকটে রাখিল, বলিল, "ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ চুরি-ডাকাইতির নহে। আমার নিজের কিছু সঙ্গতি আছে—শুনিয়া থাকিবেন। অতএব গ্রহণপক্ষে কোন সংশয় করিবেন না।"

ব্রজেশ্বর সম্মত হইল—কুলীনের ছেলের আর অধ্যাপক ভট্টাচার্যের 'বিদায়' বা 'মর্যাদা' গ্রহণে লজ্জা ছিল না—এখনও বোধ হয়, নাই। কলসীটা বড় ভারী ঠেকিল, ব্রজেশ্বর সহজে তুলিতে পারিল না। বলিল, "এ কি এ? কলসাটা নিরেট না কি?"

কলসীতে ব্রজেশ্বর হাত পূরিয়া তুলিল—মোহর। কলসী মোহরে পরিপূর্ণ!

ব্র। এগুলি কিসে ঢালিয়া রাখিব?

দেবী। ঢালিয়া রাখিবেন কেন? এগুলি সমস্তই আপনাকে দিয়াছি।

ব্র। কত মোহর আছে?

দেবী। তেত্রিশ শ।

ব্র। তেত্রিশ শ মোহরে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর। সাগর আপনাকে টাকার কথা বলিয়াছে?

দেবী। সাগরের মুখে শুনিয়াছি, আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

ব্র। তাই দিতেছেন?

দেবী। টাকা আমার নহে, আমার দান করিবার অধিকার নাই। টাকা দেবত্তার, দেবত্রা আমার জিম্মা। আমি আমার দেবত্রা সম্পত্তি হইতে আপনাকে এই টাকা কর্জ দিতেছি।

ব্র। আমার এ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছে—বোধ হয় চুরি-ডাকাইতি করিয়াও যদি আমি এ টাকা সংগ্রহ করি, তাহা হইলেও অধর্ম হয় না, কেন না, এ টাকা নইলে

আমার বাপের জাতিরক্ষা হয় না। আমি এ টাকা লইব। কিন্তু কবে পরিশোধ করিতে হইবে ?

দেবী। দেবতার সম্পত্তি দেবতা পাইলেই হইল। আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে পর, ঐ টাকার আসল আর এক মোহর সুদ দেবসেবায় ব্যয় করিবেন।

ব্র। সে আমারই ব্যয় করা হইবে। সে আপনাকে ফাঁকি দেওয়া হইবে। আমি ইহাতে স্বীকৃত নহি।

দেবী। আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপে পরিশোধ করিবেন।

ব্র। আমার টাকা জুটিলে আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

দেবী। আপনার লোক কেহ আমার কাছে আসিবে না, আসিতে পারিবে না।

ব্র। আমি নিজে টাকা লইয়া আসিব।

দেবী। কোথায় লইয়া আসিবেন ? আমি এক স্থানে থাকি না।

ব্র। যেখানে বলিয়া দিবেন।

দেবী। দিন ঠিক করিয়া বলিলে, আমি স্থান ঠিক করিয়া বলিতে পারি।

ব্র। আমি মাঘ ফাল্গুনে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু একটু বেশি করিয়া সময় লওয়া ভাল। বৈশাখ মাসে টাকা দিব।

দেবী। তবে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে এই ঘাটেই টাকা আনিবেন। সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত আমি এখানেই থাকিব। সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের পর আসিলে আমার দেখা পাইবেন না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইল। তখন দেবী পরিচারিকাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তাহারা মোহরের ঘড়া ছিপে লইয়া গেল, ব্রজেশ্বরও দেবীকে আশীর্বাদ করিয়া ছিপে যাইতেছিল, তখন দেবী নিষেধ করিয়া বলিল, "আর একটা কথা বাকী আছে। এ ত কর্জ দিলাম—মর্যাদা দিলাম কই ?"

ব্র। কলসীটা মর্যাদা।

দেবী। আপনার যোগ্য মর্যাদা নহে। যথাসাধ্য মর্যাদা রাখিব।

এই বলিয়া দেবী আপনার আঙ্গুল হইতে একটি আঙ্গটি খুলিল। ব্রজেশ্বর তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সহাস্যবদনে হাত পাতিল। দেবী হাতের উপর আঙ্গটি ফেলিয়া দিল না—ব্রজেশ্বরের হাতখানি ধরিল—আপনি আঙ্গটি পরাইয়া দিবে।

ব্রজেশ্বর জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু মনের ভিতর কি একটা গোলমাল হইয়া গেল, জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিল না। জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর হাতটা সরাইয়া লইতে ভুলিয়া গেল।

দেবী সেই মানসিক গোলযোগের সময়ে ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে আঙ্গটি পরাইতে লাগিল। সেই সময়ে ফোঁটা দুই তপ্ত জল ব্রজেশ্বরের হাতের উপর পড়িল। ব্রজেশ্বর দেখিল, দেবীর মুখ চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে। কি রকমে কি হইল, বলিতে পারি না, সেই আর একখানা মুখ মনে পড়িল—বুঝি, সে মুখে সেই রাত্রে এমনই অশ্রুধারা বহিয়াছিল। এমনই একটা গোলমাল বাধিয়া গেল। ব্রজেশ্বর কিছু না বুঝিয়া দেবীর কাঁধে হাত রাখিল, অপর হাত দিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল—বুঝি মুখখানা প্রফুল্লের মত দেখিল।

তখন ব্রজেশ্বরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ কি প্রফুল্ল? সে যে দশ বৎসর মরিয়াছে! ব্রজেশ্বর উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া একেবারে ছিপে গিয়া উঠিল। সাগর "ধর! ধর! আসামী পালায়!" বলিয়া পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া ছিপে উঠিল। মাঝিরা ছিপ খুলিয়া ব্রজেশ্বরকে ও ব্রজেশ্বরের দুই রত্নাধার—একটি সাগর, আর একটি কলসী—ব্রজেশ্বরের নৌকায় পৌঁছাইয়া দিল।

এ দিকে নিশি আসিয়া দেবীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে।

নবম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর আপনার নৌকায় আসিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল। সাগরের সঙ্গে কথা কহে না। দেখিল, দেবীর বজরা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল। তখন ব্রজেশ্বর সাগরকে জিজ্ঞাসা করিল, "বজরা কোথায় গেল?"

সাগর বলিল, "তা দেবী ভিন্ন আর কেহ জানে না। সে সকল কথা দেবী আর কাহাকেও বলে না।"

ব্র। দেবী কে?

সা। দেবী—দেবী।

ব্র। তোমার কে হয়?

সা। ভগিনী।

ব্র। কি রকম ভগিনী?

সা। জ্ঞাতি।

ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল। সাগর ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত হইল, ব্রজেশ্বরের বজরা খুলিয়া চলিল।

সূর্যোদয় হইলে সাগর আসিয়া ব্রজেশ্বরের কাছে বসিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী কি ডাকাইতি করে? কে জানে। ডাকাইতি না করিলেই বা এত ধন কোথায় পাইল?"

সা। কেহ বলে, দেবী দেবতার বরে এত ধন পাইয়াছে; কেহ বলে, মাটির ভিতর পোঁতা টাকা পাইয়াছে; কেহ বলে, দেবী সোনা করিতে জানে। দেবী বলে, "এক কড়াও আমার নয়, সব পরের।"

ব্র। পরের ধন হ'লে অত আমিরী করে, পরে কিছু বলে না?

সা। দেবী কিছু আমিরী করে না। খুদ খায়, মাটিতে শোয়, গড়া পরে। 'কা'ল যা দেখ্‌লে, সে সকল তোমার আমার জন্য মাত্র—কেবল দোকানদারি। তোমার হাতে ও কি?

সাগর ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে নূতন আঙ্গটি দেখিল।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কাল দেবীর নৌকায় জলযোগ করিয়াছিলাম বলিয়া, দেবী আমাকে এই আঙ্গটি মর্যাদা দিয়াছে।"

সা। দেখি।

ব্রজেশ্বর আঙ্গটি খুলিয়া দেখিতে দিল। সাগর হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। বলিল, "ইহাতে দেবী চৌধুরাণীর নাম লেখা আছে।"

ব্র। কই ?

সা। ভিতরে—ফারসীতে।

ব্র। (পড়িয়া) এ কি এ ? এ যে আমার নাম—আমার আঙ্গটি ! সাগর ! তোমাকে আমার দিব্য, যদি তুমি আমার কাছে সত্য কথা না কও। আমায় বল, দেবী কে ?

সা। তুমি চিনিতে পার নাই, সে কি আমার দোষ ? আমি ত এক দণ্ডে চিনিয়াছিলাম। প্রফুল্ল।

আর ব্রজেশ্বর কথা কহিল না। একবার ব্রজেশ্বর বলিল, "প্রফুল্ল ডাকাত ! ছি।"

দশম পরিচ্ছেদ

শ্বর ও সাগরকে বিদায় দিয়া দেবী চৌধুরাণী নৌকার একপাশে বজরার শুধু তক্তার উপর একখানি চট পাতিয়া শয়ন করিল। ঘুমাইল কি না, জানি না।

প্রভাতে বজরা বাঞ্ছিত স্থানে আসিয়া লাগিয়াছে দেখিয়া, দেবী নদীর জলে নামিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই রহিল—সেই চটের মোটা শাড়ি। কপাল ও বুক গঙ্গামৃত্তিকায় চর্চিত করিল—রুক্ষ, ভিজা চুল এলাইয়া দিল।

দেবী এই অনুপম বেশে এক জন স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে

লইয়া তীরে তীরে চলিল—বজরায় উঠিল না। এরূপ অনেক দূর গিয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

দেবী জঙ্গলের ভিতর অনেক দূর গেল। একটা গাছের তলায় পৌঁছিয়া পরিচারিকাকে বলিল,—"দিবা, তুই এখানে ব'স্। আমি আসিতেছি। তোর ভয় নাই। লোক পাহারায় আছে।" এই বলিয়া দেবী সেখান হইতে আরও গাঢ়তর জঙ্গল-মধ্যে প্রবেশ করিল। অতি নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটা সুড়ঙ্গ; পাথরের সিঁড়ি আছে। যেখানে নামিতে হয়, সেখানে অন্ধকার—পাথরের ঘর। পূর্বকালে বোধ হয় দেবালয় ছিল—এক্ষণে কালসহকারে চারিপাশে মাটি পড়িয়া গিয়াছে। দেবী অন্ধকার সিঁড়িতে নামিল।

সেই ভূগর্ভস্থ মন্দিরে মিট্ মিট্ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তার আলোতে এক শিবলিঙ্গ দেখা গেল। এক ব্রাহ্মণ সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে বসিয়া তাঁহার পূজা করিতেছিল। দেবী শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণের কিছু দূরে বসিলেন। ব্রাহ্মণ পূজা সমাপনপূর্বক আচমন করিয়া দেবীর সঙ্গে কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হইল।

ব্রাহ্মণ বলিল, "মা! কাল রাত্রে তুমি কি করিয়াছ? তুমি কি ডাকাইতি করিয়াছ না কি?"

দেবী বলিল, "আপনার কি বিশ্বাস হয়?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "কি জানি?"

ব্রাহ্মণ আর কেহই নহে; আমাদের পূর্বপরিচিত ভবানী ঠাকুর।

দেবী বলিল, "কি জানি কি ঠাকুর? আপনি কি আমায়

জানেন না? দশ বৎসর আজ এ দস্যুদলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলাম। লোকে জানে, যত ডাকাইতি হয়, সব আমিই করি। তথাপি এক দিনের জন্য এ কাজ আমা হইতে হয় নাই—তা আপনি বেশ জানেন; তবু বলেন, কি জানি?"

ভবানী। রাগ কর কেন? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাইতি করি. মন্দ কাজ বলিয়া আমরা জানি না। তাহা হইলে এক দিনের তরেও ঐ কাজ করিতাম না। তুমিও এ কাজ মন্দ মনে কর না, বোধ হয়।—কেন না, তাহা হইলে এ দশ বৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত ফিরিতেছে। আমি আপনার কথায় এত দিন ভুলিয়াছিলাম—আর ভুলিব না। পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয় ত মহাপাতক কি? আপনাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রাখিব না।

ভবানী। সে কি? যদি আমি এ সকল ডাকাইতির ধনের এক কপর্দক গ্রহণ করিতাম, তবে মহাপাতক বটে। যে জুয়াচোর, দাগাবাজ, পরের ধন কাড়িয়া বা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে, আমরা তাহাদের উপর ডাকাইতি করি। করিয়া এক পয়সাও লই না, যাহার ধন বঞ্চকেরা লইয়াছিল, তাহাকেই ডাকিয়া দিই। এ সকল কি তুমি জান না? দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যার পায়, কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রানী করিয়া রাজ্যশাসন চালাইতেছি। এ কি অধর্ম?

দেবী। রাজা, রানী,—যাকে করিবেন, সেই হইতে পারিবে। আমাকে অব্যাহতি দিন—আমার এ রানীগিরিতে আর চিত্ত নাই।

ভবানী। আর কাহাকেও এ রাজ্য সাজে না, আর কাহারও অতুল ঐশ্বর্য নাই—তোমার ধনদানে সকলেই তোমার বশ।

দেবী। আমার যে ধন আছে, সকলই আপনাকে দিতেছি. আমি ঐ টাকা যেরূপে খরচ করিতাম, আপনিও সেইরূপ করিবেন। আমি কাশী বাস করিব, মানস করিয়াছি।

ভবানী। কেবল তোমার ধনেই কি সকলে তোমার বশ? তুমি রূপে যথার্থ রাজরানী—গুণে যথার্থ রাজরানী। তুমি সন্ন্যাসিনী, মা'র মত পরের মঙ্গলকামনা কর, অকাতরে ধন দান কর, আবার ভগবতীর মত রূপবতী, তাই আমরা তোমার নামে এ রাজ্য শাসন করি—নহিলে আমাদের কে মানিত?

দেবী। তাই লোকে আমাকে ডাকাইতনী বলিয়া জানে। এ অখ্যাতি মরিলেও যাবে না।

ভবানী। অখ্যাতি কি? এ বরেন্দ্রভূমে আজিকালি কে এমন আছে যে, এ নামে লজ্জিত? তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না। আত্ম-বিসর্জন হইল কই?

দেবী। আপনাকে আমি তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না—আমি এ রানীগিরি হইতে অবসর লইতে চাই।

ভবানী। তবে কালি রঙ্গরাজকে ডাকাইতি করিতে পাঠাইয়াছিলে কেন?

দেবী। কথা যদি অবিদিত নাই, তবে অবশ্য এটাও জানেন যে, কাল রঙ্গরাজ ডাকাইতি করে নাই—ডাকাইতির ভাণ করিয়াছিল মাত্র।

ভবানী। কেন? তা আমি জানিনা, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

দেবী। একটা লোককে ধরিয়া আনিবার জন্য।

ভবানী। লোকটা কে?

দেবীর মুখে নামটা একটু বাধ বাধ করিল—কিন্তু নাম না করিলে নয়—ভবানীর সঙ্গে প্রতারণা চলিবে না। অতএব অগত্যা দেবী বলিল, "তাঁর নাম ব্রজেশ্বর রায়।"

ভ। তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

দেবী। তাঁর বাপ ইজারাদারের হাতে কয়েদ যায়। কিছু দিয়া ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিয়াছি।

ভ। ভাল কর নাই। হরবল্লভ রায় অতি পাষণ্ড—খামকা আপনার বেহাইনের জাতি মারিয়াছিল—তার জাতি যাওয়াই ভাল ছিল।

দেবী শিহরিল। বলিল, "সে কি রকম?"

ভ। তার একটা পুত্রবধূর কেহ ছিল না, কেবল বিধবা মা ছিল। হরবল্লভ সেই গরীবের বাগ্দী অপবাদ দিয়া বউটাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিল। দুঃখে বউটার মা মরিয়া গেল।

দে। আর বউটা?

ভ। শুনিয়াছি, খাইতে না পাইয়া মরিয়া গিয়াছে।

দেবী। আমাদের সে সব কথায় কাজ কি? আমরা পরহিত-ব্রত নিয়েছি, যার দুঃখ দেখিব, তারই দুঃখ মোচন করিব।

ভ। ক্ষতি নাই। কিন্তু সম্প্রতি অনেকগুলি লোক দারিদ্র্যগ্রস্ত—ইজারাদারের দৌরাত্ম্যে সর্বস্ব গিয়াছে। এখন

কিছু কিছু পাইলেই তাহারা আহার করিয়া গায়ে বল পায়। গায়ে বল পাইলেই তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারে। শীঘ্র এক দিন দরবার করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর।

দে। তবে প্রচার করুন যে, এইখানেই আগামী সোমবার দরবার হইবে।

ভ। না। এখানে আর তোমার থাকা হইবে না। ইংরেজ সন্ধান পাইয়াছে, তুমি এখন এই প্রদেশে আছ। এবার পাঁচ শত সিপাহী লইয়া তোমার সন্ধানে আসিতেছে। অতএব এখানে দরবার হইবে না। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে, প্রচার করিয়াছি। সোমবার দিন অবধারিত করিয়াছি। ইচ্ছামত টাকা সঙ্গে লইয়া আজই বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।

দে। এবার চলিলাম। কিন্তু আর আমি এ কাজ করিব কি না সন্দেহ, ইহাতে আর আমার মন নাই।

এই বলিয়া দেবী উঠিল। আবার জঙ্গল ভাঙ্গিয়া বজরায় গিয়া উঠিল। বজরায় উঠিয়া রঙ্গরাজকে ডাকিয়া চুপি চুপি এই উপদেশ দিল, "আগামী সোমবার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে। এই দণ্ডে বজরা খোল—সেইখানেই চল—বরকন্দাজদিগকে সংবাদ দাও, দেবীগড় হইয়া যাইও—টাকা লইয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে অধিক টাকা নাই।"

তখন মুহূর্তমধ্যে বজরার মাস্তুলের উপর তিন চারিখানা ছোট বড় সাদা পাল বাতাসে ফুলিতে লাগিল। সেই জাহাজের মত বজরা তখন তীরবেগে ছুটিল। এদিকে দেখা গেল, বহুসংখ্যক

পথিক বা হাটুরিয়া-লোকের মত লোক নদীতীরে জঙ্গলের ভিতর দিয়া বজরার সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতেছে। তাহাদের হাতে কেবল এক এক লাঠিমাত্র—কিন্তু বজরার ভিতর বিস্তর ঢাল, সড়কী, বন্দুক আছে। ইহারা দেবীর "বরকন্দাজ" সৈন্য।

সব ঠিক দেখিয়া, দেবী স্বহস্তে আপনার শাকান্ন পাকের জন্য হাঁড়িশালে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সোমবারে প্রাতঃসূর্য-প্রভাসিত নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবী রানীর "দরবার" বা "এজলাস"। সে এজলাসে কোন মামলা-মোকদ্দমা হইত না। রাজকার্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।

নিবিড় জঙ্গল; কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিন শত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে—কিন্তু বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমি-খণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে। তাহার মাঝখানে দেবী রানীর এজলাস। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার দাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া টাঙ্গান—

তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দনকাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রুপার সিংহাসন। দেবীর বেশভূষায় আজ বিশেষ জাঁক। পাশে ও সম্মুখে বহুসংখ্যক চোপদার ও আশা-বরদার বড় জাঁকের পোশাক করিয়া বড় বড় রুপার আশা ঘাড়ে করিয়া খাড়া হইয়াছে। প্রায় পাঁচ শত বরকন্দাজ দেবীর সিংহাসনের দুই পাশে সার দিয়া দাঁড়াইল।

দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোকে একেবারে "দেবী রানীকি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেইরূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকাপোরা ঘড়া সব সাজান ছিল।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেবী দরিদ্রদিগকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া এক প্রহর রাত্রি হইল। তখন দান শেষ হইল। তখন পর্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই।

কিছুদিন মধ্যে রংপুরে গুডল্যাড্ সাহেবের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলমধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইতির দল জমায়েত হইয়াছে—ডাকাইতের সংখ্যা নাই। ইহাও রটিল যে, অনেক ডাকাইত রাশি রাশি অর্থ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে—অতএব তাহারা অনেক ডাকাইতি করিয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহারা দেবীর নিকট দান পাইয়া ঘরে অর্থ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সব মুনকির—বলে টাকা কোথা? ইহার

কারণ, ভয় আছে, টাকার কথা শুনিলেই ইজারাদারের পাক সব কাড়িয়া লইয়া যাইবে। অথচ তাহারা খরচ-পত্র করিতে লাগিল, সুতরাং সকল লোকেরই বিশ্বাস হইল যে, দেবী চৌধুরাণী এবার ভারি রকম লুঠিতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যথাকালে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া ব্রজেশ্বর তাঁহার পদ-বন্দনা করিলেন। হরবল্লভ অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসল সংবাদ কি? টাকার কি হইয়াছে?"

ব্রজেশ্বর বলিল যে, তাহার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই। হরবল্লভের মাথায় বজ্রাঘাত হইল—হরবল্লভ চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে টাকা পাও নাই?"

"আমার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আর এক স্থানে টাকা পাইয়াছি—"

হরবল্লভ। পেয়েছ? দুর্গা, বাঁচলেম!

ব্র। টাকাটা যে স্থানে পাইয়াছি, তাহাতে সে গ্রহণ করা উচিত কি না, বলা যায় না।

হর। কে দিল?

ব্রজেশ্বর অধোবদনে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল—"তার নামটা মনে আস্‌ছে না—সেই যে মেয়ে-ডাকাইত।"

হর। কে, দেবী চৌধুরাণী ? তার কাছে টাকা পাইলে কি প্রকারে ?

ব্রজেশ্বরের প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে লেখা যে, এখানে বাপের কাছে ভাঁড়াভাঁড়িতে দোষ নাই। ব্রজ বলিল, "ও টাকাটা একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে।"

হর। বদ লোকের টাকা ! লেখাপড়া কি রকম হইয়াছে ?

ব্র। একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া লেখাপড়া করিতে হয় নাই।

বাপ আর এ বিষয়ে বেশি খোঁচাখুঁচি করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, এ অভিপ্রায়ে ব্রজেশ্বর তখনই কথাটা চাপা দিয়া বলিল, "পাপের ধন যে গ্রহণ করে, সেও পাপের ভাগী হয়। তাই ও টাকাটা লওয়া আমার তেমন মত নয়।"

হরবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "টাকা নেব না ত ফাটকে যাব না কি ? টাকা ধার নেব, তার আবার পাপের টাকা পুণ্যের টাকা কি ? আর জপতপের টাকাই বা কার কাছে পাব ? সে আপত্তি ক'রে কাজ নাই। কিন্তু আসল আপত্তি এই যে, ডাকাইতের টাকা, তাতে আবার লেখাপড়া করে নাই ভয় হয়, পাছে দেরী হ'লে বাড়িঘর লুঠপাঠ করিয়া লইয়া যায়।"

ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া রহিল।

হর। তা টাকার মেয়াদ কত দিন ?

ব্র। আগামী বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত।

হর। তা সে হলো ডাকাইত। দেখা দেয় না। কোথা তার দেখা পাওয়া যাবে যে, টাকা পাঠাইয়া দিব ?

ব্র। ঐ দিন সন্ধ্যার পর সে সন্ধানপুরে কালসাজির ঘাটে বজরায় থাকিবে। সেইখানে টাকা পৌঁছাইলেই হইবে।

হরবল্লভ বলিলেন, "তা সেই দিন সেইখানেই টাকা পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।"

ব্রজেশ্বর বিদায় হইলেন। হরবল্লভ তখন মনে মনে বুদ্ধি খাটাইয়া কথাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলেন। শেষে স্থির করিলেন, "হুঁ! সে বেটীর আবার টাকা শোধ দিতে যাবে! বেটীকে সিপাহী এনে ধরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে। বৈশাখী সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার পর কাপ্তেন সাহেব পল্টন শুদ্ধ তার বজরায় না উঠে—ত আমার নাম হরবল্লভই নয়। তাকে আমার কাছে টাকা নিতে হবে না।"

হরবল্লভ এই পুণ্যময় অভিসন্ধিটা আপনার মনে মনেই রাখিলেন—ব্রজেশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া বলিলেন না।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আসিল, কিন্তু দেবী রানীর ঋণ-পরিশোধের কোন উদ্যোগ হইল না। হরবল্লভ এক্ষণে অঋণী, মনে করিলে অনায়াসে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেবীর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেন, কিন্তু সে দিকে মন দিলেন না। তাঁহাকে এ বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ব্রজেশ্বর দুই চারিবার এ কথা উত্থাপন করিলেন; কিন্তু হরবল্লভ তাঁহাকে স্তোকবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। এ দিকে বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী প্রায়াগতা।—দুই চারি দিন আছে মাত্র। তখন ব্রজেশ্বর পিতাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হরবল্লভ বলিলেন, "ভাল, ব্যস্ত হইও না। আমি টাকার সন্ধানে চলিলাম; ষষ্ঠীর দিন ফিরিব।" হরবল্লভ শিবিকারোহণে পাচক, ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও দুই জন লাঠিয়াল (পাইক) সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন।

হরবল্লভ টাকার চেষ্টায় গেলেন বটে, কিন্তু সে আর এক রকম। তিনি বরাবর রংপুর গিয়া কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন কালেক্টরই শান্তিরক্ষক ছিলেন। হরবল্লভ তাঁহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে সিপাহী দিউন। আমি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিব। ধরাইয়া দিতে পারিলে আমাকে কি পুরস্কার দিবেন বলুন।"

শুনিয়া সাহেব আনন্দিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, দেবী চৌধুরাণী দস্যুদিগের নেত্রী। তাহাকে ধরিতে পারিলে আর আর সকলে ধরা পড়িবে। তিনি দেবীকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোনমতে সফল হইতে পারেন নাই। অতএব হরবল্লভ সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে ধরাইয়া দিবে শুনিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন; পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। হরবল্লভ বলিলেন, "আমার সঙ্গে পাঁচ শত সিপাহী পাঠাইতে হুকুম হউক।" সাহেব সিপাহীর হুকুম দিলেন। হরবল্লভকে সঙ্গে করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান সিপাহী লইয়া দেবীকে ধরিতে চলিলেন।

হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের নিকট সবিশেষ শুনিয়াছিলেন, ঠিক সে ঘাটে দেবীকে পাওয়া যাইবে! সম্ভবত দেবী বজরাতেই থাকিবে। লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান সেই জন্য কতক ফৌজ লইয়া ছিপে চলিলেন। এইরূপ পাঁচখানি ছিপ ভাঁটি দিয়া দেবীর বজরা ঘেরাও করিতে চলিল। এ দিকে লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব আরও কত সিপাহী সৈন্য লুক্কায়িতভাবে, বন দিয়া বন দিয়া তটপথে পাঠাইলেন। যেখানে দেবীর বজরা থাকিবে, হরবল্লভ বলিয়া দিল, সেইখানে তীরবর্তী বনমধ্যে ফৌজ তিনি লুকাইয়া রাখিলেন, যদি দেবী ছিপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তটপথে পলাইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে এই ফৌজের দ্বারা ঘেরাও করিয়া ধরিবেন। আরও এক পলাইবার পথ ছিল—ছিপগুলি ভাঁটি দিয়া আসিবে, দূর হইতে ছিপ দেখিতে পাইলে দেবী ভাঁটি দিয়া পলাইতে পারে; অতএব লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান অবশিষ্ট

সিপাহীগুলিকে দুই ক্রোশ ভাঁটিতে পাঠাইলেন। তাহাদিগের থাকিবার জন্য এমন একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন যে, সেখানে ত্রিস্রোতা নদী এই শুকার সময়ে সহজে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সিপাহীরা সেইখানে তীরে লুকাইয়া থাকিবে, বজরা দেখিলেই জলে আসিয়া তাহা ঘেরাও করিবে।

সন্ন্যাসিনী রমণীকে ধরিবার জন্য এইরূপ ঘোরতর আড়ম্বর হইল। কিন্তু কর্তৃপক্ষেরা এ আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। দেবী সন্ন্যাসিনী হউক আর যাই হউক, তাহার আজ্ঞাধীন হাজার যোদ্ধা আছে, সাহেবরা জানিতেন। এই যোদ্ধাদিগের নাম "বরকন্দাজ।" অনেক সময়ে কোম্পানির সিপাহীদিগকে এই বরকন্দাজদিগের লাঠির চোটে পলাইতে হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ। হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিতহস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার লাঠির ভয়ে এত সিপাহীর সমাগম, তাহার কাছে একখানি লাঠিও ছিল না, নিকটে একটি লাঠিয়ালও ছিল না। দেবী সেই ঘাটে—যে ঘাটে বজরা বাঁধিয়া ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, সেই ঘাটে। সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে

মাত্র। সেই বজরা তেমনই সাজান—তবে, সব ঠিক সে রকম নয়। সে ছিপখানি সেখানে নাই, তাহাতে যে পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল ছিল, তাহারা নাই। তার পর বজরার উপরেও একটি পুরুষমানুষ নাই—মাঝি-মাল্লা, রঙ্গরাজ প্রভৃতি কেহ নাই। কিন্তু বজরার মাস্তুল উঠান—চারিখানা পাল তোলা আছে। বাতাসের অভাবে পাল মাস্তুলে জড়ান পড়িয়া আছে—বজরার নোঙ্গরও ফেলা নহে, কেবল দুইগাছা কাছিতে তীরে খোঁটায় বাঁধা আছে।

তৃতীয়, দেবী নিজে তেমন রত্নাভরণ-ভূষিতা মহার্ঘ্যবস্ত্র-পরিহিতা নয়, কিন্তু আর এক প্রকারের শোভা আছে। ললাট, গণ্ড, বাহু, হৃদয়—সর্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে চর্চিত; চন্দনচর্চিত ললাট বেষ্টন করিয়া সুগন্ধি পুষ্পের মালা শিরোদেশের বিশেষ শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে! হাতে ফুলের বালা। অন্য অলঙ্কার একখানিও নাই। পরণে সেই মোটা শাড়ি।

আর আজ দেবী একা ছাদের উপর বসিয়া নহে, কাছে আর দুই জন স্ত্রীলোক বসিয়া। এক জন নিশি, অপর দিবা; এই তিন জনে যে কথাটা হইতেছিল, তাহার মাঝখান হইতে বলিলেও ক্ষতি নাই।

দেবী হাসিল।

হাসির রকমটা দেখিয়া নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

দেবী বলিতে লাগিল, "ইংরেজের সিপাহী আমাকে আজ ধরিতে আসিতেছে, জান?"

দিবা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা ত জানি।"

দেবী। সিপাহী প্রত্যক্ষ করিয়াছ ?

দিবা। না। কিন্তু আসিলে প্রত্যক্ষ করিব।

দেবী। আমি বলিতেছি, আসিয়াছে, কিন্তু বিনা সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছ না। এই সাহায্য গ্রহণ কর।

এইরূপে দেবী দিবাকে পাঁচখানা ছিপ নানা স্থানে দেখাইল। নিশিও দেখিল। নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "ছিপগুলি চরে লাগাইয়া আছে, দেখিতেছি ! আমাদের ধরিতে আসিতেছে, কিন্তু আমাদের কাছে না আসিয়া, ছিপ তীরে লাগাইয়া আছে কেন ?"

দেবী। বোধ হয় ডাঙ্গাপথে যে সব সিপাহী আসিবে, তাহারা আসিয়া পৌঁছে নাই, ছিপের সিপাহী তাহাদের অপেক্ষায় আছে। ডাঙ্গায় সিপাহী আসিবার আগে ছিপের সিপাহী আগু হইলে, আমি ডাঙ্গাপথে পলাইতে পারি, এই শঙ্কায় উহারা আগু হইতেছে না।

দিবা। কিন্তু আমরা ত উহাদের দেখিতে পাইতেছি, মনে করিলেই ত পলাইতে পারি।

দেবী। ওরা তা জানে না, ওরা জানে না যে, আমরা দূরবীণ রাখি।

নিশি। ভগিনি ! প্রাণে বাঁচিলে এক দিন না এক দিন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ! আজ ডাঙ্গায় উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে চল। এখনও যদি ডাঙ্গার সিপাহী আসে নাই, তবে ডাঙ্গাপথে এখন প্রাণরক্ষার উপায় আছে।

দেবী। যদি প্রাণের জন্য আমি এত কাতর হইব, তবে আমি সকল সংবাদ জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলাম কেন ?

আসিলাম যদি, তবে লোক-জন সবাইকে বিদায় দিলাম কেন ?

দিবা। আমরা আগে যদি জানিতাম, তা হইলে তোমায় এমন কর্ম করিতে দিতাম না।

দেবী। তোমার সাধ্য কি, দিবা ? যা আমি স্থির করিয়াছি, তা অবশ্য করিব। আজ স্বামী-দর্শন করিব, স্বামীর অনুমতি লইয়া জন্মান্তরে তাঁহাকে কামনা করিয়া প্রাণ সমর্পণ করিব। তোমরা আমার কথা শুনিও। দিবা, নিশি ! আমার স্বামী যখন ফিরিয়া যাইবেন, তখন তাঁহার নৌকায় উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইও। আমি একা ধরা দিব, আমি একা ফাঁসি যাব।

নিশি। ধড়ে প্রাণ থাকিতে তোমায় ছাড়িব না। মরিতে হয়, একত্র মরিব।

নিশি দূরবীণ লইয়া এদিক ওদিক দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বলিল, "সম্প্রতি উপস্থিত গোলযোগ।"

দেবী। সে আবার কি ? আবার গোলযোগ কি ?

নিশি। একখানা পান্‌সী আসিতেছে। বুঝি ইংরেজের চর।

দেবী নিশির হাত হইতে দূরবীণ লইয়া পান্‌সী দেখিল। বলিল, "এই আমার সুযোগ। তিনিই আসিতেছেন। তোমরা নীচে যাও।"

দিবা ও নিশি ছাদ হইতে নামিয়া কামরার ভিতর গেল। পান্‌সী ক্রমে বাহিয়া আসিয়া বজরার গায়ে লাগিল। সেই পান্‌সীতে—ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বর লাফাইয়া বজরায় উঠিয়া পান্‌সী তক্তাতে বাঁধিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন।

ব্রজেশ্বর নিকটে আসিলে দেবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া আনত-মস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। পরে উভয়ে বসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "আজ টাকা আনিতে পারি নাই, দুই চারি দিনে দিতে পারিব বোধ হয়। দুই চারি দিনের পরে কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, সেটা জানা চাই।"

দেবী উত্তর করিল, "আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না"—বলিতে বলিতে দেবীর গলাটা বুজিয়া আসিল,—দেবী একবার চোখ মুছিল। "আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না, কিন্তু আমার ঋণ শুধিবার অন্য উপায় আছে। যখন সুবিধা হইবে, ঐ টাকা গরীব-দুঃখীকে বিলাইয়া দিবেন—তাহা হইলে আমি পাইব।"

ব্রজেশ্বর দেবীর হাত ধরিল। বলিল, "প্রফুল্ল! তোমার টাকা—"

যেমন ব্রজেশ্বর "প্রফুল্ল" বলিয়া ডাকিয়া হাত ধরিয়াছে, অমনি প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া চোখের জলের স্রোত ছুটিল। তেজস্বিনী দেবী রানী ছেলেমানুষের মত বড় কান্নাটা কাঁদিল। ব্রজেশ্বর তখন বড় বিপন্ন হইল। তাঁহার মনে মনে বোধ আছে যে, এ পাপীয়সী ডাকাইতি করিয়া খায়, এর জন্য এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলা হবে না। কিন্তু চোখের জল অনাহূত আসিয়া ব্রজেশ্বরের চোখ ভরিয়া দিল। ব্রজেশ্বর মনে করিল, হাত উঠাইয়া চোখ মুছিলেই ধরা পড়িব। কাজেই চোখ মোছা হইল না। চোখ যখন মোছা হইল না, তখন—গাল বাহিয়া ধারা চলিল,—প্রফুল্লের হাতে পড়িল।

তখন বালির বাঁধটা ভাঙ্গিয়া গেল ; ব্রজেশ্বর মনে করিয়া

আসিয়াছিল যে, প্রফুল্লকে ডাকাইতি করার জন্য ভারি রকম তিরস্কার করিব, পাপীয়সী বলিব, আরও দুই চারিটা লম্বা-চওড়া কথা বলিয়া আবার একবার জন্মের মত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু কেঁদে যার হাত ভিজিয়ে দিল, তার উপর কি আর লম্বা-চওড়া কথা হয়?

তখন চক্ষু মুছিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "দেখ প্রফুল্ল! তোমার টাকা আমার টাকা—তার পরিশোধের জন্য আমি কেন কাতর হব? কিন্তু আমি বড় কাতরই হইয়াছি। আমি আজ দশ বৎসর কেবল তোমাকেই ভাবিয়াছি। শুনিয়াছিলাম, তুমি নাই। কিন্তু আমার পক্ষে তুমি ছিলে। আমি তারপরও মনে জানিতাম, তুমিই আমার স্ত্রী—মনে আর কাহারও স্থান ছিল না। বল্‌ব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বলাতেও ক্ষতি নাই—তুমি মরিয়াছ শুনিয়া, আমিও মরিতে বসিয়াছিলাম। এখন মনে হয়, মরিলেই ভাল হইত; তুমি মরিলে ভাল হইত—না মারিয়াছিলে ত আমি মরিলেই ভাল হইত। এখন যাহা শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি, তা শুনিতে হইত না, বুঝিতে হইত না। আজ দশ বৎসরের হারান ধন তোমায় পাইয়াছি, আমার স্বর্গ-সুখের অপেক্ষা অধিক সুখ হইত। তা না হয়ে, প্রফুল্ল আজ তোমায় পাইয়া মর্মান্তিক যন্ত্রণা।" তার পর একবার থামিয়া একটু ঢোক গিলিয়া, মাথা টিপিয়া ধরিয়া, ব্রজেশ্বর বলিল, "মনের মন্দিরের ভিতর সোনার প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছিলাম—আমার সেই প্রফুল্ল—মুখে আসে না—সেই প্রফুল্লের এই বৃত্তি!"

প্রফুল্ল বলিল, "কি, ডাকাইতি করি!"

ব্রজ। কর না কি ?

ইহার উত্তরে প্রফুল্ল একটা কথা বলিতে পারিত। যখন ব্রজেশ্বরের পিতা প্রফুল্লকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়া গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তখন প্রফুল্ল কাতর হইয়া শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি অন্নের কাঙ্গাল, তোমরা তাড়াইয়া দিলে—আমি কি করিয়া খাইব ?" তাহাতে শ্বশুর উত্তর দিয়াছিলেন,—"চুরি-ডাকাইতি করিয়া খাইও।" প্রফুল্ল মেধাবিনী, সে কথা ভুলে নাই। ভুলিবার কথাও নহে। আজ ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ডাকাইত বলিয়া এই ভৎ‍্সনা করিল ; আজ প্রফুল্লের সে উত্তর ছিল ; প্রফুল্ল সে কথা মুখেও আনিল না। প্রফুল্ল স্বামীর কাছে হাতযোড় করিয়া এই উত্তর দিল ; বলিল, "আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখনও ডাকাইতি করি নাই। কখনও ডাকাইতির এক কড়া লই নাই। তুমি আমার দেবতা। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি—আমি ডাকাইত নই। তবে জানি, লোকে আমাকে ডাকাইত বলে। কেন বলে, তাও জানি। সেই কথা তোমাকে আমার কাছে শুনিতে হইবে ; সেই কথা শুনাইব বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। আজ না শুনিলে আর শোনা হইবে না। শোন, আমি বলি।"

তখন, যে দিন প্রফুল্ল শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে আজি পর্যন্ত আপনার কাহিনী সকলই অকপটে বলিল। শুনিয়া, ব্রজেশ্বর বিস্মিত, লজ্জিত, অতিশয় আহ্লাদিত, মহামহিমময়ী স্ত্রীর সমীপে কিছু ভীত হইল। প্রফুল্ল কথা সমাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার এ কথাগুলিতে বিশ্বাস করিলে কি ?"

ব্রজেশ্বর উত্তর করিতে পারিল না—কিন্তু তাহার আনন্দপূর্ণ কান্তি দেখিয়া প্রফুল্ল বুঝিল, বিশ্বাস হইয়াছে। তখন প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, "এখন পায়ের ধূলা দিয়া এ জন্মের মত আমায় বিদায় দাও, আর এখানে বিলম্ব করিও না—সম্মুখে কোন বিঘ্ন আছে। তোমায় এই দশ বৎসরের পরে পাইয়া এখনই উপযাচিকা হইয়া বিদায় দিতেছি, ইহাতে বুঝিবে যে, বিঘ্ন বড় সামান্য নহে। আমার দুইটি সখী এই নৌকায় আছে। তারা বড় গুণবতী। আমিও তাহাদের বড় ভালবাসি। তোমার নৌকায় তাহাদের লইয়া যাও। বাড়ি পৌঁছিয়া তারা যেখানে যাইতে চায়, সেইখানে পাঠাইয়া দিও। আমায় যেমন মনে রাখিয়াছিলে, তেমনি মনে রাখিও। সাগর যেন আমায় না ভুলে।"

ব্রজেশ্বর ক্ষণেক কাল নীরবে ভাবিল। পরে বলিল, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, প্রফুল্ল, আমায় বুঝাইয়া দাও, তোমার এত লোক—কেহ নাই। বজরায় মাঝিরা পর্য্যন্ত নাই! কেবল দুইটি স্ত্রীলোক আছে। তাদেরও বিদায় করিতে চাহিতেছে। সম্মুখে বিঘ্ন বলিতেছ,—আমাকে থাকিতে নিষেধ করিতেছ। আর এ জন্মে সাক্ষাৎ হইবে না বলিতেছ! এ সব কি? সম্মুখে কি বিঘ্ন, আমাকে না বলিলে, আমি যাইব না। বিঘ্ন কি, শুনিলে যাইব কি না, তাও বলিতে পারি না।"

প্রফুল্ল। সে সব কথা তোমার শুনিবার নয়।

ব্র। আমি কি তোমার কেহ নই?

এমন সময় দুম্ করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুম্ করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল—ব্রজেশ্বরের মুখের কথা মুখেই রহিল, দুই জনে চমকিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল—দেখিল, দূরে পাঁচখানি ছিপ আসিতেছে। পাঁচখানা ছিপ সিপাহী-ভরা। ডাঙ্গাপথের সিপাহীরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তারই সঙ্কেত বন্দুকের শব্দ। শুনিয়াই পাঁচখানা ছিপ খুলিয়াছিল। দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল, "আর তিলার্ধ বিলম্ব করিও না। শীঘ্র আপনার পান্‌সীতে উঠিয়া চলিয়া যাও।"

ব্র। কেন? এ ছিপগুলো কিসের? বন্দুক কিসের?

প্র। না শুনিলে যাইবে না?

ব্র। কোনমতেই না।

প্র। এ ছিপে কোম্পানির সিপাহী আছে। এ বন্দুক ডাঙ্গা হইতে কোম্পানির সিপাহী আওয়াজ করিল।

ব্র। কেন এত সিপাহী এ দিকে আসিতেছে? তোমাকে ধরিবার জন্য?

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "বোধ হইতেছে, তুমি পূর্ব হইতেই এ সংবাদ জানিতে।"

প্র। জানিতাম -আমার চর সর্বত্র আছে।

ব্র। এ ঘাটে আসিয়া জানিয়াছ, না আগে জানিয়াছ?

প্র। আগে জানিয়াছিলাম।

ব্র। তবে জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলে কেন?

প্র। তোমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া।

ব্র। তোমার লোকজন কোথায় ?

প্র। বিদায় দিয়াছি। তারা কেন আমার জন্য মরিবে ?

ব্র। নিশ্চিত ধরা দিবে, স্থির করিয়াছ ?

প্র। আর বাঁচিয়া কি হইবে ? তোমার দেখা পাইলাম, তোমাকে মনের কথা বলিলাম, তুমি আমায় ভালবাস, তাহা শুনিলাম। আমার যে কিছু ধন ছিল, তাহাও বিলাইয়া শেষ করিয়াছি। আর এখন বাঁচিয়া কোন্ কাজ করিব বা কোন্ সাধ মিটাইব ? আর বাঁচিব কেন ?

ব্র। বাঁচিয়া আমার ঘরে গিয়া, আমার ঘর করিবে।

প্র। সত্য বলিতেছ ?

ব্র। তুমি আমার কাছে শপথ করিয়াছ, আমিও তোমার কাছে শপথ করিতেছি। আজ যদি তুমি প্রাণ রাখ, আমি তোমাকে আমার ঘরণী—গৃহিণী করিব।

প্র। আমার শ্বশুর কি বলিবেন ?

ব্র। আমার বাপের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করিব।

প্র। হায়! এ কথা কাল শুনি নাই কেন ?

ব্র। কাল শুনিলে কি হইত ?

প্র। তাহা হইলে কার সাধ্য আজ আমাকে ধরে ?

ব্র। এখন ?

প্র। এখন আর উপায় নাই। তোমার পান্‌সী ডাক—নিশি ও দিবাকে লইয়া শীঘ্র যাও।

ব্রজেশ্বর আপনার পান্‌সী ডাকিল। পান্‌সীওয়ালা নিকটে আসিলে ব্রজেশ্বর বলিল, "তোরা শীঘ্র পালা, ঐ কোম্পানির

সিপাহীর ছিপ আসিতেছে, তোদের দেখিলে উহারা বেগার ধরিবে। শীঘ্র পালা, আমি যাইব না, এইখানে থাকিব।"

পান্‌সীর মাঝি মহাশয় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ পান্‌সী খুলিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বর চেনা লোক, টাকার ভাবনা নাই।

পান্‌সী চলিয়া গেল দেখিয়া, প্রফুল্ল বলিল, "তুমি গেলে না?"

ব্র। কেন, তুমি মরিতে জান, আমি জানি না? তুমি আমার স্ত্রী—আমি তোমায় শত বার ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার স্বামী—বিপদে আমিই ধর্মত তোমার রক্ষাকর্তা। বিপৎকালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?

"তবে কাজেই আমি স্বীকার করিলাম, প্রাণরক্ষার যদি কোন উপায় হয়, তা আমি করিব।" এই বলিতে বলিতে প্রফুল্ল আকাশপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিল—যাহা দেখিল, তাহাতে যেন কিছু ভরসা হইল।—আবার তখনই নির্ভরসা হইয়া বলিল, "কিন্তু আমার প্রাণরক্ষায় আর এক অমঙ্গল আছে।"

ব্র। কি?

প্র। এ কথা তোমায় বলিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর না বলিলে নয়। এই সিপাহীদের সঙ্গে আমার শ্বশুর আছেন। আমি ধরা না পড়িলে তাঁর বিপদ ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

ব্রজেশ্বর শিহরিল, মাথায় করাঘাত করিল। বলিল, "তিনিই কি গোইন্দা?"

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বরের বুঝিতে কিছু বাকী

রহিল না। এখানে আজিকার রাত্রে যে দেবী চৌধুরাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, এ কথা হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের কাছে শুনিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর আর কাহারও কাছে এ কথা বলেন নাই। বিশেষ, দেবী এ ঘাটে আসিবার আগেই কোম্পানির সিপাহী রংপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিল সন্দেহ নাই; নহিলে ইহারই মধ্যে পৌঁছিত না; আর ইতিপূর্বে হরবল্লভ কোথায় যাইতেছেন, কাহারও কাছে প্রকাশ না করিয়া দূরযাত্রা করিয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। কথাটা বুঝিতে দেরী হইল না। তাই হরবল্লভ টাকা পরিশোধের কোন উদ্যোগ করেন নাই।

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিলেন, "আমি মরি, কোন ক্ষতি নাই। তুমি মরিলে আমার মরার অধিক হইবে, কিন্তু আমি দেখিতে আসিব না। তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

প্র। সে জন্য চিন্তা নাই। আমার রক্ষা হইবে না; অতএব তাঁর কোন ভয় নাই। তিনি তোমায় রক্ষা করিলে করিতে পারিবেন, তবে ইহাও তোমার মনস্তুষ্টি জন্য আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাঁর অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকিতে আমি আত্মরক্ষার কোন উপায় করিব না।

এই কথা দেবী আন্তরিক বলিয়াছিল। হরবল্লভ প্রফুল্লের সর্বনাশ করিয়াছিল, হরবল্লভ এখন দেবীর সর্বনাশ করিতে নিযুক্ত; তবু দেবী তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী।

কিন্তু এই সময়ে তীরবর্তী অরণ্যমধ্য হইতে গভীর তূর্যনাদ হইল। দুই জনেই চমকিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবী ডাকিল, "নিশি।"

নিশি ছাদের উপর আসিল।

দেবী। কার ভেরী ঐ?

নিশি। যেন দাড়ি-বাবাজীর বলিয়া বোধ হয়।

দেবী। রঙ্গরাজের? রঙ্গরাজকে ডাক।

ব্রজেশ্বর বলিল, "ভেরীর আওয়াজ অনেক দূর হইতে হইয়াছে। এখান হইতে ডাকিলে ডাক শুনিতে পাইবে না। আমি নামিয়া গিয়া ভেরীওয়ালাকে খুঁজিয়া আনিতেছি।"

দেবী বলিল, "কিছু করিতে হইবে না। তুমি একটু নীচে গিয়া নিশির কৌশল দেখ।"

নিশি ও ব্রজ নীচে আসিল। নিশি নীচে গিয়া, এক বাঁশী বাহির করিল। নিশি বাঁশীতে ফুঁ দিয়া মল্লারে তান মারিল। অনতিবিলম্বে রঙ্গরাজ বজরায় আসিয়া উঠিয়া, দেবীকে আশীর্বাদ করিল।

এই সময়ে ব্রজেশ্বর নিশিকে বলিল, "তুমি ছাদে যাও। তোমার কাছে কেহ বোধ হয়, কথা লুকাইবে না। কি কথা হয়, শুনিয়া আসিয়া আমাকে সব বলিও।"

নিশি স্বীকৃত হইয়া, কামরার বাহির হইল—বাহির হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "আপনি একটু বাহিরে আসিয়া দেখুন।"

ব্রজেশ্বর মুখ বাড়াইয়া দেখিল। দেখিতে পাইল, জঙ্গলের

ভিতর হইতে অগণিত মনুষ্য বাহির হইতেছে। নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, "উহারা কারা ? সিপাই ?"

নিশি বলিল, "বোধ হয় উহারা বরকন্দাজ। রঙ্গরাজ আনিয়া থাকিবে।"

দেবীও সেই মনুষ্যশ্রেণী দেখিতেছিল, এমত সময়ে রঙ্গরাজ আসিয়া আশীর্বাদ করিল। দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেন রঙ্গরাজ ?"

রঙ্গরাজ প্রথমে কোন উত্তর করিল না। দেবী পুনরপি বলিল, "আমি সকালে তোমাকে দেবীগড় পাঠাইয়াছিলাম। সেখানে যাও নাই কেন ? আমার কথা অমান্য করিয়াছ কেন ?"

রঙ্গ। আমি দেবীগড় যাইতেছিলাম—পথে ঠাকুরজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

দেবী। ভবানী ঠাকুর ?

রঙ্গ। তাঁর কাছে শুনিলাম, কোম্পানির সিপাহী আপনাকে ধরিতে আসিয়াছে। তাই আমরা দুই জনে বরকন্দাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছি। বরকন্দাজ জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া আমি তীরে বসিয়া ছিলাম। ছিপ আসিতেছে দেখিয়া আমি ভেরী বাজাইয়া সঙ্কেত করিয়াছি।

দেবী। ও জঙ্গলেও সিপাহী আছে ?

রঙ্গ। তাহাদের আমরা ঘেরিয়া ফেলিয়াছি।

দেবী। ঠাকুরজী কোথায় ?

রঙ্গ। ঐ বরকন্দাজ লইয়া বাহির হইতেছেন।

দেবী। তোমরা কত বরকন্দাজ আনিয়াছ ?

রঙ্গ। প্রায় হাজার হইবে।

দেবী। সিপাহী কত ?

রঙ্গ। শুনিয়াছি পাঁচ শ।

দেবী। এই পনের শ লোকের লড়াই হইলে মরিবে কত ?

রঙ্গ। তা দুই চারি শ মরিলেও মরিতে পারে।

দেবী। ঠাকুরজীকে গিয়া বল—তুমিও শোন যে, তোমাদের এই আচরণে আমি আজ মর্মান্তিক মনঃপীড়া পাইলাম।

রঙ্গ। কেন, মা ?

দেবী। একটা মেয়েমানুষের প্রাণের জন্য এত লোক তোমরা মারিবার বাসনা করিয়াছ—তোমাদের কি কিছু ধর্মজ্ঞান নাই ? আমার পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে, আমি একা মরিব—আমার জন্য চারি শ লোক কেন মরিবে ? আমি এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইব ?

রঙ্গ। আপনি বাঁচিলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইবে।

দেবী রাগে, ঘৃণায় অধীর হইয়া বলিল, "ছি।" সেই ধিক্কারে রঙ্গরাজ অধোবদন হইল।

দেবী তখন বিস্ফারিত নয়নে ঘৃণা-স্ফুরিত কম্পিতাধরে বলিতে লাগিল,—"শোন, রঙ্গরাজ ! ঠাকুরজীকে গিয়া বল, এই মুহূর্তে বরকন্দাজসকল ফিরাইয়া লইয়া যাউন। তিলার্ধ বিলম্ব হইলে আমি এই জলে ঝাঁপ দিয়া মরিব, তোমরা কেহ রাখিতে পারিবে না।"

রঙ্গরাজ এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, "আমি চলিলাম। ঠাকুরজীকে এই সকল কথা জানাইব। তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহা করিবেন। আমি উভয়েরই আজ্ঞাকারী।"

রঙ্গরাজ চলিয়া গেল। নিশি ছাদে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়াছিল। রঙ্গরাজ চলিয়া গেলে, সে দেবীকে বলিল, "ভাল, তোমার প্রাণ লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী—তাঁর জন্যেও ভাবিলে না ?"

দেবী। ভাবিয়াছি ভগিনি! ভাবিয়া কিছু করিতে পারি নাই। জগদীশ্বর মাত্র ভরসা। যা হইবার হইবে। কিন্তু যাই হউক, নিশি—এক কথা সার! আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে ?

নিশি গিয়া সকল কথা ব্রজেশ্বরকে শুনাইল। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে আর আপনার স্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারিল না; মনে মনে বলিল, "যথার্থ দেবীই বটে! আমি নরাধম, আমি আবার ইহাকে ডাকাইত বলিয়া ভৎ র্সনা করিতে গিয়াছিলাম।"

এ দিকে পাঁচ দিক হইতে পাঁচখানা ছিপ আসিয়া বজরার নিকটবর্তী হইল। প্রফুল্ল সে দিকে দৃকপাতও করিল না, প্রস্তরময়ী মূর্তির মত নিস্পন্দ-শরীরে ছাদের উপরে বসিয়া রহিল। দূর আকাশপ্রান্তে তাহার দৃষ্টি। আকাশপ্রান্তে একখানা ছোট মেঘ অনেকক্ষণ হইতে দেখা দিয়াছিল। প্রফুল্ল তাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, যেন, সেখানা একটু বাড়িল। তখন "জয় জগদীশ্বর!" বলিয়া প্রফুল্ল ছাদ হইতে নামিল।

প্রফুল্লকে ভিতরে আসিতে দেখিয়া, নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবে ?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার স্বামীকে বাঁচাইব।"

নিশি। আর তুমি ?

দেবী। আমার কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। আমি যাহা বলি, যাহা করি, এখন তাহাতে বড় সাবধানে মনোযোগ দাও। তোমার আমার অদৃষ্টে যাই হউক, আমার স্বামীকে বাঁচাইতে হইবে, দিবাকে বাঁচাইতে হইবে, শ্বশুরকে বাঁচাইতে হইবে। এই বলিয়া দেবী একটা শাঁক লইয়া ফুঁ দিল। নিশি বলিল, "তবু ভাল।"

দেবী বলিল, "ভাল কি মন্দ, বিবেচনা করিয়া দেখ। যাহা যাহা করিতে হইবে, তোমাকে বলিয়া দিতেছি। তোমার উপর সব নির্ভর।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিপীলিকাশ্রেণীবৎ বরকন্দাজের দল ত্রিস্রোতার তীর-বন সকল হইতে বাহির হইতে লাগিল। সবার হাতে ঢাল-সড়কি—কাহারও কাহারও বন্দুক আছে—কিন্তু বন্দুকের ভাগ অল্প। সকলেরই পিঠে লাঠি বাঁধা।

বরকন্দাজেরা দেখিল, ছিপগুলি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে, বজরা ঘেরিবে। বরকন্দাজ দৌড়াইল—"রানীজীকি জয়" বলিয়া তাহারাও বজরা ঘেরিতে চলিল। তাহারা আসিয়া আগে বজরা ঘেরিল, ছিপ তাহাদের ঘেরিল। আর যে সময়ে শাঁক বাজিল, ঠিক সেই সময়ে জনকত বরকন্দাজ আসিয়া বজরার উপর

উঠিল। তাহারা বজরায় মাঝি-মল্লা—নৌকার কাজ করে, আবশ্যক মত লাঠি-সড়কিও চালায়। তাহারা আপাতত লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইবার কোন ইচ্ছা দেখাইল না। দাঁড়ে, হালে, পালের রশি ধরিয়া, লগি ধরিয়া, যাহার যেই স্থান, সেইখানে বসিল। আরও অনেক বরকন্দাজ বজরায় উঠিল। তিন চারি শত বরকন্দাজ তীরে রহিল, সেইখান হইতে ছিপের উপর সড়কি চালাইতে লাগিল। কতক সিপাহী ছিপ হইতে নামিয়া বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। যে বরকন্দাজেরা বজরা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অবশিষ্ট সিপাহীরা তাহাদের উপর পড়িল। সর্বত্র হাতাহাতি লড়াই হইতে লাগিল। তখন মারামারি, কাটাকাটি, চেঁচাচেঁচি, বন্দুকের হুড়মুড়, লাঠির ঠক্‌ঠকি, ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল; কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না—কেহ কোন স্থানে স্থির হইতে পারে না।

প্রফুল্ল নীচে আসিবার অল্পমাত্র পরেই এই ব্যাপার আরম্ভ হইল। প্রফুল্ল মনে করিল, হয়, ভবানী ঠাকুরের কাছে আমার কথা পৌঁছে নাই—নয় তিনি আমার কথা রাখিলেন না; মনে করিয়াছেন, আমি মরিতে পারিব না। ভাল, আমার কাজটাই তিনি দেখুন। দেবী হাতের কাছেই পাইলেন—একটি শাদা নিশান। শাদা নিশানটি বাহিরে লইয়া গিয়া স্বহস্তে উঁচু করিয়া ধরিলেন।

সেই নিশান দেখিবামাত্র লড়াই একেবারে বন্ধ হইল। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানেই হাতিয়ার ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝড়-তুফান যেন হঠাৎ থামিয়া গেল।

দেবী দেখিল, পাশে ব্রজেশ্বর। দেবী তাহাকে বলিল, "তুমি এই নিশান এইরূপ ধরিয়া থাক। আমি ভিতরে গিয়া নিশি ও দিবার সঙ্গে একটা পরামর্শ আঁটিব। রঙ্গরাজ যদি এখানে আসে, তাহাকে বলিও, সে যেন দরওয়াজা হইতে আমার হুকুম লয়।"

দেবী ব্রজেশ্বরের হাতে শাদা নিশান দিয়া চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর নিশান তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সেখানে রঙ্গরাজ উপস্থিত হইল। ব্রজেশ্বরের হাতে শাদা নিশান দেখিয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "তুমি কার হুকুমে শাদা নিশান দেখাইলে ?"

ব্রজ। রানীজীর হুকুম।

রঙ্গ। রানীজীর হুকুম ? তুমি কে ?

ব্রজ। চিনিতে পার না ?

রঙ্গ। চিনিয়াছি। তুমি ব্রজেশ্বর বাবু ? এখানে কি মনে ক'রে ? বাপ-বেটায় এক কাজে নাকি ? কেউ একে বাঁধ।

রঙ্গরাজের ধারণা হইল যে, হরবল্লভের ন্যায় দেবীকে ধরাইয়া দিবার জন্য ব্রজেশ্বর কোন ছলে বজরায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার আজ্ঞা পাইয়া দুই জন ব্রজেশ্বরকে বাঁধিতে আসিল। ব্রজেশ্বর কোন আপত্তি করিলেন না।

রঙ্গরাজ বরাবর দরওয়াজায় গেল। কামরার দরওয়াজা বন্ধ আছে দেখিয়া বাহির হইতে ডাকিল, "রানি-মা!"

ভিতর হইতে উত্তর, "কে, রঙ্গরাজ ?"

রঙ্গ। আজ্ঞা হাঁ—একটা শাদা নিশান আমাদের বজরা হইতে দেখান হইয়াছে—লড়াই সেই জন্যই বন্ধ আছে।

ভিতর হইতে—"সে আমারই হুকুমমত হইয়াছে। এখন

তুমি ঐ শাদা নিশান লইয়া লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেবের কাছে যাও। গিয়া বল যে, লড়াইয়ে প্রয়োজন নাই, আমি ধরা দিব।”

রঙ্গ। আমার শরীর থাকিতে তাহা কিছুতেই হইবে না।

দেবী। শরীরপাত করিয়াও আমায় রক্ষা করিতে পারিবে না।

রঙ্গ। তথাপি শরীরপাত করিব।

দেবী। শোন, মূর্খের মত গোল করিও না—ঐ সিপাহীর বন্দুকের কাছে লাঠিসোঁটা কি করিবে ?

রঙ্গ। কি না করিবে ?

দেবী। যাই করুক—আর একবিন্দু রক্তপাত হইবার আগে আমি প্রাণ দিব, বাহিরে গিয়া গুলির মুখে দাঁড়াইব ; বরং এখন আমি ধরা দিলে পলাইবার ভরসা রহিল। এক্ষণে আপন আপন প্রাণ রাখিয়া যাহাতে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, সে চেষ্টা করিও। আমার অনেক টাকা আছে। কোম্পানির লোকসকল অর্থের বশ—আমার পলাইবার ভাবনা কি ?

দেবী মুহূর্ত জন্যও মনে করেন নাই যে, ঘুষ দিয়া তিনি পলাইবেন। সে রকম পলাইবার ইচ্ছাও ছিল না! সরলভাবে ইংরেজকে ধরা দিবেন, ইহা স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ আপনার বুদ্ধিতে সব খোয়াইবে। ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে, শত্রুকে সতর্ক করিয়া দিবেন। তবে স্বামী, শ্বশুর, সখীদিগের উদ্ধারের জন্য যাহা যাহা হইবে, দেবী যেন দর্পণের ভিতর সকল দেখিতে পাইতেছিলেন।

রঙ্গরাজ বলিল, “আপনি ধরা দিলে ইংরেজ বজরাও লইবে।”

দেবী। সেইটি নিষেধ করিও। বলিও যে, আমি ধরা

দিব, কিন্তু বজরা দিব না। বজরায় যাহা আছে, তাহার কিছুই দিব না। বজরায় যাহারা আছে, তাহাদের কাহাকেও তিনি ধরিতে পারিবেন না। এই নিয়মে আমি ধরা দিতে রাজি।

রঙ্গ। ইংরেজ যদি না শুনে, যদি বজরা লুঠিতে আসে?

দেবী। বারণ করিও—বলিও যে, তাহা করিলে ইংরেজের বিপদ ঘটিবে। বজরায় আসিলে আমি ধরা দিব না! আমার কথায় তিনি স্বীকৃত হইলে, আমি নিজে তাঁহার ছিপে যাইব।

রঙ্গরাজ বুঝিল, ভিতরে একটা কি গভীর কৌশল আছে, দৌত্যে স্বীকৃত হইল। তখন দেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভবানী ঠাকুর কোথায়?"

রঙ্গ। তিনি তীরে বরকন্দাজ লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন।

দেবী। আগে তাঁর কাছে যাও। সব বরকন্দাজ লইয়া নদীর তীরে তীরে স্বস্থানে যাইতে বল। বলিও যে, আমার বজরার লোকগুলি রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে। আর বলিও যে, আমার রক্ষার জন্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। ইহাতে যদি তিনি আপত্তি করেন, আকাশপানে চাহিয়া দেখিতে বলিও—তিনি বুঝিতে পারিবেন।

রঙ্গরাজ তখন স্বয়ং আকাশপানে চাহিয়া দেখিল—দেখিল, বৈশাখী নবীন নীরদমালায় গগন অন্ধকার হইয়াছে।

রঙ্গ। মা! আর একটা আজ্ঞার প্রার্থনা করি। হরবল্লভ রায় আজিকার গোইন্দা। তাঁর ছেলে ব্রজেশ্বরকে নৌকায় দেখিলাম। অভিপ্রায়টা মন্দ, সন্দেহ নাই। তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি।

শুনিয়া নিশি ও দিবা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। দেবী

বলিল, "বাঁধিও না। এখন গোপনে ছাদের উপর বসিয়া থাকিতে বল। পরে যখন দিবা নামিতে হুকুম দিবে, তখন নামিবেন।"

আজ্ঞামত রঙ্গরাজ আগে ব্রজেশ্বরকে ছাদে বসাইল। তার পর ভবানী ঠাকুরের কাছে গেল এবং দেবী যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিল। রঙ্গরাজ মেঘ দেখাইল--ভবানী দেখিল। ভবানী আর আপত্তি না করিয়া তীরের ও জলের বরকন্দাজ সকল জমা করিয়া লইয়া ত্রিস্রোতার তীরে তীরে স্বস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিল।

এ দিকে দিবা ও নিশি, এই অবসরে বাহিরে আসিয়া বরকন্দাজবেশী দাঁড়ি-মাঝিদিগকে চুপি চুপি কি বলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এ দিকে ভবানী ঠাকুরকে বিদায় দিয়া রঙ্গরাজ শাদা নিশান হাতে করিয়া, জলে নামিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেবের ছিপে গিয়া উঠিল। শাদা নিশান হাতে দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। সে ছিপে উঠিলে সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তোমরা শাদা নিশান দেখাইয়াছ, ধরা দিবে?"

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব কি? যাহাকে ধরিতে আসিয়াছেন, তিনিই ধরা দিবেন, সেই কথা বলিতে আসিয়াছি।

সা। আর তোমরা?

রঙ্গ। আমরা কারা?

সা। দেবী চৌধুরাণীর দল ?

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব না।

সা। আমি দল শুদ্ধ ধরিতে আসিয়াছি।

রঙ্গ। এই দল কারা ? কি প্রকারে এই হাজার বরকন্দাজের মধ্যে দল-বেদল চিনিবেন ?

সা। এই হাজার বরকন্দাজ সবাই ডাকাইত, কেন না, উহারা ডাকাইতের হইয়া সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।

রঙ্গ। উহারা যুদ্ধ করিবে না, চলিয়া যাইতেছে, দেখুন।

সাহেব দেখিলেন, বরকন্দাজ সৈন্য পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সাহেব তর্জন গর্জন করিয়া বলিলেন,—"কি, তোমরা শাদা নিশানের ভান করিয়া পলাইতেছ ?"

রঙ্গ। সাহেব, ধরিলে কবে যে, পলাইলাম ? এখনও কেহ পলাই নাই। পার, ধর। শাদা নিশান ফেলিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া রঙ্গরাজ শাদা নিশান ফেলিয়া দিল, কিন্তু সিপাহীরা সাহেবের আজ্ঞা না পাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

সাহেব ভাবিতেছিলেন, উহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া বৃথা। পিছু হটিতে হটিতে উহারা নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিবে। কাজেই সাহেব সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন, বলিলেন, "যাক্ উহাদের চাই না। তোমরা সকলে ধরা দিবে ?"

রঙ্গ। এক জনও না। কেবল দেবী রানী।

সা। পীষ্! এখন আর লড়াই করিবে কে ? এই যে কয় জন, তাহারা কি পাঁচ শ সিপাহীর সঙ্গে লড়াই করিতে পারিবে?

রঙ্গরাজ বলিল, "আমি অত জানি না। আমায় আমাদের

প্রভু যা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি, বজরা পাইবেন না, বজরায় যে ধন, তাহা পাইবেন না, আমাদের কাহাকেও পাইবেন না। কেবল দেবী রানীকে পাইবেন।”

সা। বজরা এখন আমার, আমি উহা দখল করিব !

রঙ্গ। বজরাতে উঠিও না, বজরা ছুঁইও না, বিপদ ঘটিবে।

সা। পূঃ! পাঁচ শত সিপাহী লইয়া তোমাদের জন দুই চারি লোকের কাছে বিপদ।

এই বলিয়া সাহেব শাদা নিশান ফেলিয়া দিলেন। সিপাহীদের হুকুম দিলেন, “বজরা ঘেরাও কর।”

সিপাহীরা বজরা ঘেরাও করিয়া ফেলিল। সাহেব বলিলেন, “বজরার উপর উঠিয়া বরকন্দাজদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লও।”

এ হুকুম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে দিলেন। কথা দেবীর কানে গেল। দেবীও বজরার ভিতর হইতে উচ্চৈঃস্বরে হুকুম দিলেন, “বজরায় যাহার যাহার হাতে হাতিয়ার আছে, সব জলে ফেলিয়া দাও।”

শুনিবামাত্র, বজরায় যাহার যাহার হাতে অস্ত্র ছিল, সব জলে ফেলিয়া দিল। রঙ্গরাজও আপনার অস্ত্র সকল জলে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, “চল, এখন বজরায় গিয়া দেখি, কি আছে ?”

রঙ্গ। সাহেব, আপনি জোর করিয়া বজরায় যাইতেছেন, আমার দোষ নাই।

সা। তোমার আবার দোষ কি ?

এই বলিয়া সাহেব এক জন মাত্র সিপাহী সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে বজরায় উঠিলেন।

সাহেব রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার দরজায় আসিলেন। দ্বার তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইল। উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে দুই জনেই বিস্মিত হইলেন।

দেখিলেন, যে দিন প্রথম ব্রজেশ্বর বন্দী হইয়া এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দিন যেমন ইহার মনোহর সজ্জা, আজিও সেইরূপ। কিন্তু আজ একটা মস্‌নদ নয়—দুইটা। দুইটা মস্‌নদের উপর সুবর্ণমণ্ডিত উপাধানে দেহ রক্ষা করিয়া দুইটি সুন্দরী রহিয়াছে। তাহাদের পরিধানে মহার্ঘ বস্ত্র, সর্বাঙ্গে মহামূল্য রত্নভূষা। সাহেব তাহাদের চেনে না—রঙ্গরাজ চিনিল যে, এক জন নিশি—আর এক জন দিবা।

সাহেবের জন্য একখানা রুপার চৌকি রাখা হইয়াছিল। সাহেব তাহাতে বসিলেন। রঙ্গরাজ খুঁজিতে লাগিলেন, দেবী কোথা? দেখিলেন, কামরার এক ধারে দেবীর সহজ বেশে দেবী দাঁড়াইয়া আছে, কোন বেশভূষা নাই।

সাহেব। কে দেবী চৌধুরাণী? কাহার সঙ্গে কথা কহিব?

নিশি। আমার সঙ্গে কথা কহিবেন। আমি দেবী।

দিবা হাসিল, বলিল, "ইংরেজ দেখিয়া রঙ্গ করিতেছিস্? লেফ্‌টেনান্ট সাহেব! আমার এই ভগিনী কিছু রঙ্গতামাসা ভালবাসে, কিন্তু এ তার সময় নয়। আপনি আমার সঙ্গে কথা কহিবেন—আমি দেবী চৌধুরাণী।"

নিশি। সাহেব, ও আমার ভগিনী—বোধ হয়, স্নেহবশত আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে প্রতারণা করিতেছে। চলুন, কোথায় লইয়া যাইবেন, যাইতেছি। আমিই দেবী রানী।

সাহেব বিরক্ত হইয়া রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি তামাসা ? কে দেবী চৌধুরাণী, তুমি যথার্থ বলিবে ?"

রঙ্গরাজ কিছু বুঝিল না, কেবল অনুভব করিল যে, ভিতরে একটা কৌশল আছে। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া সে নিশিকে দেখাইয়া হাতযোড় করিয়া বলিল, "হুজুর! এই যথার্থ দেবী রানী।"

তখন দেবী প্রথম কথা কহিল। বলিল, "আমার ইহাতে কথা কহা বড় দোষ। এ ব্যক্তি যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য নহে।" পরে নিশিকে দেখাইয়া বলিল, "এ দেবী নহে।"

তখন সাহেব দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী তবে কে?"

দেবী বলিল,—"আমি দেবী।"

দেবী এই কথা বলিলে, নিশিতে, দিবাতে, রঙ্গরাজে ও দেবীতে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। নিশি বলে, "আমি দেবী", দিবা বলে, "আমি দেবী।" রঙ্গরাজ নিশিকে বলে, "এই দেবী", দেবী বলে, "আমি দেবী"। বড় গোলমাল।

তখন লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব মনে করিলেন, এ ফেরেববাজির একটা চূড়ান্ত করা উচিত। বলিলেন, "তোমাদের দুই জনের মধ্যে এক জন দেবী রানী বটে। এই দুই জনের মধ্যে কে সে পাপিষ্ঠা, তাহা তোমরা চাতুরী করিয়া আমাকে জানিতে দিতেছ না, কিন্তু তাহাতে তোমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। আমি এখন দুই জনকেই ধরিয়া লইয়া যাইব; ইহার পর প্রমাণের দ্বারা যে দেবী চৌধুরাণী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, সেই ফাঁসি যাইবে। যদি প্রমাণের দ্বারা এ কথা পরিষ্কার না হয়, তবে দুই জনেই ফাঁসি যাইবে।"

তখন নিশি ও দিবা দুই জনেই বলিল, "এত গোলযোগে কাজ কি ? আপনার সঙ্গে কি গোইন্দা নাই ? তাহাকে ডাকাইলেই ত সে বলিয়া দিতে পারিবে,—কে যথার্থ দেবী চৌ

হরবল্লভকে বজরায় আনিবে, দেবীর এই প্রধান উদ্দেশ্য। হরবল্লভের রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া দেবী আত্মরক্ষার উপায় করিবে না, ইহা স্থির। তাঁহাকে বজরায় না আনিতে পারিলে হরবল্লভের রক্ষার নিশ্চয়তা হয় না।

সাহেব মনে করিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নহে।" তখন তাঁহার সঙ্গে যে সিপাহী আসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, "গোইন্দাকে ডাক।" সিপাহী এক ছিপের এক জন জমাদ্দার সাহেবকে ডাকিয়া বলিল, "গোইন্দাকে ডাক।" তখন গোইন্দাকে ডাকাডাকির গোল পড়িয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বস্তুত হরবল্লভ রায় মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছাপূর্বক নহে, ঘটনাধীন। প্রথমে বড় ঘেঁসেন নাই। একখানা পৃথক ডিঙ্গীতে থাকিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেবকে বজরা দেখাইয়া দিয়া অর্ধ ক্রোশ দূরে পলাইয়া গিয়া ডিঙ্গী ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তার পর দেখিলেন, আকাশে বড় ঘনঘটা। মনে করিলেন, ঝড় উঠিবে ও এখনই আমার ডিঙ্গী ডুবিয়া যাইবে, টাকার লোভে আসিয়া আমি প্রাণ হারাইব,

আমার সৎকারও হইবে না। তখন রায় মহাশয় ডিঙ্গী হইতে তীরে অবতরণ করিলেন। কিন্তু তীরে সেখানে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া বড় ভয় হইল। হরবল্লভের মনে হইল, কেন এমন ঝকমারি করিতে আসিয়াছিলাম। হরবল্লভের কান্না আসিল।

এমন সময়ে হঠাৎ বন্দুকের হুড়মুড়ি, সিপাহী-বরকন্দাজের হৈ হৈ শব্দ সব বন্ধ হইয়া গেল। হরবল্লভের বোধ হইল, অবশ্য সিপাহীর জয় হইয়াছে, ডাকাইত মাগী ধরা পড়িয়াছে, নহিলে লড়াই বন্ধ হইবে কেন? তখন হরবল্লভ ভরসা পাইয়া যুদ্ধ-স্থানে যাইতে অগ্রসর হইলেন। ডিঙ্গীর মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বাপু মাঝি—বলি, ওদিকে যাওয়া যায় কিরূপে?"

মাঝি বলিল, "যাওয়ার ভাবনা কি? ডিঙ্গীতে উঠুন না, নিয়ে যাচ্ছি। সিপাহীরা মারবে-ধরবে না ত? আবার যদি লড়াই বাধে?"

হর। সিপাহীরা আমাদের কিছু বলিবে না। লড়াই আর বাধিবে না—ডাকাইত ধরা পড়েছে। কিন্তু যে রকম মেঘ করিয়াছে, এখনই ঝড় উঠিবে—ডিঙ্গীতে উঠিব কিরূপে?

মাঝি বলিল, "ঝড়ে ডিঙ্গী কখনও ডোবে না।"

হরবল্লভ অগত্যা ডিঙ্গীতে উঠিলেন। শীঘ্র আসিয়া ডিঙ্গী বজরায় লাগিল। হরবল্লভ সিপাহীদের সঙ্কেতবাক্য জানিতেন, সুতরাং সিপাহীরা আপত্তি করিল না।

সেই সময় "গোইন্দা!" "গোইন্দা!" করিয়া ডাকাডাকি হইতেছিল। হরবল্লভ বজরায় উঠিয়া সম্মুখস্থ আরদালীর সিপাহীকে বলিল, "গোইন্দাকে খুঁজিতেছ? আমি গোইন্দা।"

সিপা। তোমাকে কাপ্তেন সাহেব তলব করিয়াছেন।

হর। কোথায় তিনি ?

সিপা। কামরার ভিতর, তুমি কামরার ভিতর যাও।

হরবল্লভ আসিতেছে জানিতে পারিয়া দেবী ভিতরের কামরায় চলিয়া গেল।

এ দিকে হরবল্লভ কামরার দিকে গেলেন। কামরার দ্বারে উপস্থিত হইয়া কামরার সজ্জা ও ঐশ্বর্য, দিবা ও নিশির রূপ ও সজ্জা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। সাহেবকে সেলাম করিতে গিয়া ভুলিয়া নিশিকে সেলাম করিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া নিশি কহিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব। মেজাজ সরিফ।"

শুনিয়া দিবা বলিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব! আমায় একটা কুর্নিশ হলো না, আমি হোলেম এদের রানী।"

সাহেব হরবল্লভকে বলিলেন, "ইহারা দুই জনেই বলিতেছে, 'আমি দেবী চৌধুরাণী!' কে দেবী চৌধুরাণী—তাহার ঠিকানা না হওয়ায়, আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। কে দেবী ?"

হরবল্লভ বড় প্রমাদে পড়িলেন। ঊর্দ্ধ চতুর্দশ পুরুষের ভিতর কখনও দেবীকে দেখেন নাই। কি করেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশিকে দেখাইয়া দিলেন। নিশি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ হইয়া 'ভুল হইয়াছে' বলিয়া হরবল্লভ দিবাকে দেখাইলেন। দিবা লহর তুলিয়া হাসিল। বিষণ্ণ মনে হরবল্লভ আবার নিশিকে দেখাইলেন। সাহেব তখন গরম হইয়া উঠিয়া হরবল্লভকে বলিলেন, "টোম বড় জাট—শূওর। টোম পচান্টে নেহি ?"

তখন দিবা বলিল,—"সাহেব, রাগ করিবেন না। উনি চেনেন না, উঁহার ছেলে চেনে। উঁহার ছেলে বজরার ছাদে বসিয়া আছে, তাহাকে আনুন—সে চিন্‌বে।"

হরবল্লভ আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, "আমার ছেলে!"

দিবা। এইরূপ শুনি।

হর। ব্রজেশ্বর?

দিবা। তিনিই।

হর। কোথা?

দিবা। ছাদে।

সাহেব হুকুম দিলেন, "তাহাকে আন।"

দিবা রঙ্গরাজকে ইঙ্গিত করিল। তখন রঙ্গরাজ ছাদে গিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "চল, দিবা ঠাকুরাণীর হুকুম।"

ব্রজেশ্বর নামিয়া কামরার ভিতর আসিল।

সাহেব। তুমি দেবী চৌধুরাণীকে চেন?

ব্রজ। চিনি।

সাহেব। এখানে দেবী আছে?

ব্রজ। না।

সাহেব তখন রাগান্ধ হইয়া বলিলেন, "সে কি? ইহারা দুই জনের এক জনও দেবী চৌধুরাণী নয়?"

ব্র। এরা তার দাসী।

সা। যদি এরা কেহ দেবী না হয়, তবে দেবী অবশ্য এ বজরায় কোথাও লুকাইয়া আছে। আমি বজরা তল্লাসী করিতেছি—তুমি নিশানদিহি করিবে আইস।

ব্রজ। সাহেব, তোমরা বজরা তল্লাস করিতে হয় কর—আমি নিশানদিহি করিব কেন?

সাহেব বিস্মিত হইয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "কেঁও, বড় জাট? টোম গোইন্দা নেহি?"

"নেহি" বলিয়া ব্রজেশ্বর সাহেবের গালে বিরাশী সিক্কায় এক চপেটাঘাত করিল।

"করিলে কি, করিলে কি? সর্ব্বনাশ করিলে?" বলিয়া হরবল্লভ কাঁদিয়া উঠিল।

"হুজুর! তুফান উঠা।" বাহির হইতে জমাদ্দার হাঁকিল।

সোঁ সোঁ করিয়া আকাশপ্রান্ত হইতে ভয়ঙ্কর বেগে বায়ু গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে শুনা গেল।

কামরার ভিতর হইতে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আবার শাঁক বাজিল।

বজরার নোঙর ফেলা ছিল না—খোঁটায় কাছি বাঁধা ছিল, খোঁটার কাছে দুই জন নাবিক বসিয়া ছিল। যেমন শাঁক বাজিল, অমনি তাহারা কাছি ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া বজরায় উঠিল। তীরের উপর যে সিপাহীরা বজরা ঘেরাও করিয়াছিল, তাহারা উহাদিগকে মারিবার জন্য সঙ্গীন উঠাইল, কিন্তু তাহাদের হাতের বন্দুক হাতেই রহিল, পলক ফেলিতে না ফেলিতে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া গেল। দেবীর কৌশলে এক পলকমধ্যে সেই পাঁচ শত কোম্পানির সিপাহী পরাস্ত হইল।

প্রথমাবধিই চারিখানা পাল খাটান ছিল। পালের কাছির কাছে চারি জন নাবিক বসিয়া ছিল। শাঁকের শব্দ শুনিবামাত্র, তাহারা পালের কাছি সকল টানিয়া ধরিল। মাঝি হাল

আঁটিয়া ধরিল। অমনি সেই প্রচণ্ড বেগশালী ঝটিকা আসিয়া চারিখানি পালে লাগিল। বজরা ঘুরিল—তার পর ঝড়ের বেগে পালভরা বজরা কাত হইল, প্রায় ডুবে।

কিন্তু নৌকাও ডুবিল না। কাত হইয়া আবার সোজা হইয়া বাতাসে পিছন করিয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিল। যাহারা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সাহেবের ফৌজ, যাহারা জলে দাঁড়াইয়া ছিল, বজরা তাহাদের ঘাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। কেহ মরিল না। কিন্তু নক্ষত্রবেগে উড়িয়া বজরা কোথায় ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া চলিল, কেহ আর দেখিতে পাইল না। লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব ও হরবল্লভ দেবীর নিকট বন্দী হইল। নিমেষমধ্যে যুদ্ধ জয় হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নৌকা এই ঝড়ের মুখে চারিখানা পাল দিয়া নির্বিঘ্নে চলিল। আরোহিবর্গ যাঁহারা প্রথমে কুষ্মাণ্ডাকারে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে স্বপদস্থ হইলেন। হরবল্লভ রায় মহাশয় অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়িত করিয়া দুর্গানাম জপিতে আরম্ভ করিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব সেই মুলতুবী ঘুষিটা আবার পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টায় হস্তোত্তোলন করিলেন। অমনি ব্রজেশ্বর তাঁর হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। হরবল্লভ ছেলেকে ভর্ৎসনা করিলেন, "ও কি কর! ইংরেজের গায়ে হাত তোল?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "আমি ইংরেজের গায়ে হাত তুলিতেছি, না, ইংরেজ আমার গায়ে হাত তুলিতেছে?"

হরবল্লভ সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর! ও ছেলেমানুষ, আজও বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি, আপনি ওর অপরাধ লইবেন না।"

সাহেব বলিলেন, "ও বড় বদমাস। তবে যদি আমার কাছে ও যোড়হাত করিয়া মাফ চায়, তবে মাফ করিতে পারি।"

হরবল্লভ। ব্রজ, তাই কর।

ব্রজ। সাহেব, আমরা হিন্দু, পিতৃ-আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করি না। যোড়হাত করিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে মাফ করুন।

সাহেব ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া ব্রজেশ্বরকে ক্ষমা করিলেন, আর ব্রজেশ্বরের হাত লইয়া আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিলেন। ব্রজেশ্বর বাহিরে গিয়া বসিল। কেবল ঝড়,—বৃষ্টি বড় নাই,—ভিজিতে হইল না। রঙ্গরাজও বাহিরে আসিয়া, কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া বসিল।

দিবা উঠিয়া দেবীর কাছে গেল—পুরুষমহলে এখন আর প্রয়োজন নাই। নিশি উঠিল না—তার কিছু মতলব ছিল।

সাহেব জাঁকিয়া আবার রূপার চৌকিতে বসিলেন: ভাবিতে লাগিলেন, "ডাকাইতের হাত হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? যাহাকে ধরিতে আসিয়াছিলাম, তাহারই কাছে ধরা পড়িলাম—স্ত্রীলোকের কাছে পরাজিত হইলাম!"

হরবল্লভ আর বসিবার স্থান না পাইয়া নিশিসুন্দরীর মসনদের কাছে বসিলেন। দেখিয়া নিশি বলিল, "আপনি একটু নিদ্রা যাবেন?"

হর। আজ কি আর নিদ্রা হয়?

নিশি। আজ না হইলে ত আর হইল না। আবার ঘুমাইবার দিন কবে পাইবেন?

হর। কেন?

নি। আপনি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন।

হর। তা—তা—কি জান?

নিশি। ধরা পড়িলে দেবীর কি হইত জান?

হর। অ—এমন—কি—

নিশি। এমন কিছু নয়, ফাঁসি।

হর। তা—না—এই—তা কি জান—

নিশি। দেবী যখন তোমার জাতি যায়, প্রাণ যায়, তখন তোমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়া তোমায় রক্ষা করিয়াছিল। তার প্রত্যুপকারে তুমি তাহাকে ফাঁসি দিবার চেষ্টায় ছিলে। তোমার যোগ্য কি দণ্ড, বল দেখি?

হরবল্লভ চুপ করিয়া রহিল।

নিশি বলিতে লাগিল, "তাই বলিতেছিলাম, এই বেলা ঘুমাইয়া লও—আর রাত্রের মুখ দেখিবে না। নৌকা কোথায় যাইতেছে, বল দেখি? ডাকিনীর শ্মশান বলিয়া এক প্রকাণ্ড শ্মশান আছে। আমরা যাহাদের প্রাণে মারি, তাহাদের সেইখানে লইয়া গিয়া মারি। বজরা এখন সেইখানে যাইতেছে। সেইখানে পৌঁছিলে সাহেব ফাঁসি যাইবে, রানীজীর হুকুম হইয়া গিয়াছে। আর তোমার কি হুকুম হইয়াছে জান? তোমায় শূলে দিবার হুকুম হইয়াছে।"

হরবল্লভ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে কান্নার শব্দ ব্রজেশ্বর শুনিতে পাইল না, দেবীও না। সাহেব শুনিল। সাহেব কথাগুলি শুনিতে পায় নাই, কান্না শুনিতে পাইল। সাহেব ধমকাইল, "রোও মৎ উল্লুক। মরণা এক রোজ আলবৎ হ্যায়।"

সে কথা কানে না তুলিয়া নিশির কাছে যোড়হাত করিয়া বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "হাঁ গা! আমায় কি কেউ রক্ষা করিতে পারে না গা?"

নিশি। তোমার মত নরাধমকে বাঁচাইয়া কে পাতকগ্রস্ত হইবে? আমাদের রানী দয়াময়ী, কিন্তু তোমার জন্য কেহই তাঁর কাছে দয়ার ভিক্ষা করিবেন না।

হর। আমি লক্ষ টাকা দিব।

নিশি। লজ্জা করে না? পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য এই কৃতঘ্নের কাজ করিয়াছ—আবার লক্ষ টাকা হাঁক?

হর। আমাকে যা বলিবে, তাই করিব।

নিশি। তোমার মত লোকের দ্বারা কোন্ কাজ হয় যে, তুমি যা বলিবে তাই করিবে?

হর। অতি ক্ষুদ্রের দ্বারাও উপকার হয়। কি করিতে হইবে বল, আমি প্রাণপণ করিয়া করিব—আমায় বাঁচাও।

নিশি। তুমি যদি এতই কাতর হইয়াছ, তবে তুমি যাতে রক্ষা পাও, আমি তা করিতে রাজি হইতেছি। কিন্তু তোমায় যা বলিব, তা যে তুমি করিবে, এ বিশ্বাস হয় না। তুমি জুয়াচোর, কৃতঘ্ন, পামর, গোইন্দাগিরি কর। তোমার কথায় বিশ্বাস কি? শোন, আমি বড় কুলীনের মেয়ে। আমাদের ঘরে পাত্র জোটা

ভার। আমার একটি পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু আমার ছোট বহিনের জুটিল না। আজও তাহার বিবাহ হয় নাই।

হর। কুলীনের মেয়ে অমন অনেক থাকে।

নিশি। থাকে—কিন্তু আর তার বিবাহ না হইলে অঘরে পড়িবে। তুমি আমার বাপের পাল্‌টি ঘর। তুমি যদি আমার ভগিনীকে বিবাহ কর, আমার বাপের কুল থাকে। আমিও এই কথা বলিয়া রানীজীর কাছে তোমার প্রাণভিক্ষা করিয়া লই।

হরবল্লভের মাথার উপর হইতে পাহাড় নামিয়া গেল! বলিল, "এ আর বড় কথা কি? কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। তবে আমি বুড়া হইয়াছি, আমার আর বিবাহের বয়স নাই। আমার ছেলে বিবাহ করিলে হয় না?"

নিশি। তিনি রাজি হবেন?

হর। আমি বলিলেই হইবে।

নিশি। তবে আপনি কাল প্রাতে সেই আজ্ঞা দিয়া যাইবেন। তাহা হইলে আমি পাল্কী-বেহারা আনিয়া আপনাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিব। আপনি আগে গিয়া বউ-ভাতের উদ্যোগ করিবেন। আমরা বরের বিবাহ দিয়া বউ সঙ্গে পাঠাইয়া দিব।

হরবল্লভ হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। কোথায় শূলে যায়—কোথায় বউ-ভাতের ঘটা। হরবল্লভের আর দেরী সয় না। বলিল, "তবে তুমি গিয়া রানীজীকে এ সকল কথা জানাও।"

নিশি বলিল, "চলিলাম।" নিশি দ্বিতীয় কামরার ভিতর প্রবেশ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ঝড় থামিল ; নৌকাও থামিল। দেবী বজরার জানালা হইতে দেখিতে পাইলেন, প্রভাত হইতেছে। বলিলেন, "নিশি ! আজ সুপ্রভাত। বজরা বাঁধিতে বল দেখি।"

নিশি হুকুম জারী করিল—মাঝিরা তীরে লাগাইয়া বজরা বাঁধিল। তার পর দেবী বলিল, "রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় আসিয়াছি ? রংপুর কত দূর, ভূতনাথ কত দূর ?"

রঙ্গরাজ জিজ্ঞাসায় বলিল, "এক রাত্রে চারি দিনের পথ আসিয়াছি। রংপুর এখান হইতে অনেক দিনের পথ। ডাঙ্গা-পথে ভূতনাথে একদিনে যাওয়া যাইতে পারে।"

"পাল্কী-বেহারা পাওয়া যাইবে ?"

"আমি চেষ্টা করিলে সব পাওয়া যাইবে।"

দেবী নিশিকে বলিল, "তবে আমার শ্বশুরকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দাও।"

নিশি রঙ্গরাজকে ডাকিয়া হরবল্লভের সাক্ষাতে বলিল, "সাহেবটাকে ফাঁসি দিতে হইবে। ব্রাহ্মণকে এখন শূলে দিয়া কাজ নাই। পাহারাবন্দী করিয়া, স্নানাহ্নিকে পাঠাইয়া দাও।"

নিশি রঙ্গরাজের কানে কানে বলিল, "পাহারা মানে জল-আচরণী ভৃত্য।" রঙ্গরাজ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হরবল্লভকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দিল।

তখন দেবী নিশিকে বলিল, "সাহেবটাকে ছাড়িয়া দিতে বল। সাহেবকে রংপুর ফিরিয়া যাইতে বল। রংপুর অনেক

দূর, এক শত মোহর উহাকে পথ-খরচ দাও, নইলে এত পথ যাইবে কি প্রকারে?” নিশি শত স্বর্ণমুদ্রা লইয়া গিয়া রঙ্গরাজকে দিল। রঙ্গরাজ তখন দুই জন বরকন্দাজ লইয়া আসিয়া সাহেবকে ধরিল। বলিল, “উঠ।”

সাহেব। কোথা যাইতে হইবে?

রঙ্গ। তুমি কয়েদী—জিজ্ঞাসা করিবার কে?

সাহেব বাক্যব্যয় না করিয়া, রঙ্গরাজের পিছু পিছু দুই জন বরকন্দাজের মাঝে চলিল। যে ঘাটে হরবল্লভ স্নান করিতেছিলেন, সেই ঘাট দিয়া তাহারা যায়।

হরবল্লভ। সাহেবকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?

রঙ্গরাজ বলিল, “এই জঙ্গলে।”

হর। কেন?

রঙ্গ। জঙ্গলের ভিতর লইয়া গিয়া উহাকে ফাঁসি দিব।

হরবল্লভের গা কাঁপিল।

রঙ্গরাজ জঙ্গলে সাহেবকে লইয়া গিয়া বলিল, “আমরা কাহাকে ফাঁসি দিই না। তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও, আমাদের পিছনে আর লেগ না। তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।”

সাহেব প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইল—তারপর ভাবিল, “ইংরেজকে ফাঁসি দেয় বাঙ্গালীর এত কি ভরসা?”

রঙ্গ। সাহেব! রংপুর অনেক পথ, যাবে কি প্রকারে?

সাহেব। যে প্রকারে পারি।

রঙ্গ। “নৌকা ভাড়া কর, নয় গ্রামে গিয়া ঘোড়া কেন—নয় পাল্কী কর। তোমাকে আমাদের রানী এক শত মোহর

পথ-খরচা দিয়াছেন।” রঙ্গরাজ মোহর গণিয়া দিতে লাগিল। সাহেব পাঁচখানা মোহর লইয়া আর লইল না। বলিল, “ইহাতেই যথেষ্ট হইবে। এ আমি কর্জ লইলাম।”

রঙ্গ। আচ্ছা, আমরা যদি তোমার কাছে আদায় করতে যাই ত শোধ দিও। আর তোমার সিপাহী যদি কেহ জখম হইয়া থাকে, তবে তাহাকে পাঠাইয়া দিও, যদি কেহ মরিয়া থাকে, তবে তাদের ওয়ারিশকে পাঠাইয়া দিও।

সাহেব। কেন?

রঙ্গ। এমন অবস্থায় রানী কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন।

সাহেব বিশ্বাস করিল না। কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

রঙ্গরাজ তখন পাল্কী-বেহারার সন্ধানে গেল।

দশম—একাদশ পরিচ্ছেদ

এ দিকে পথ সাফ দেখিয়া ব্রজেশ্বর ধীরে ধীরে দেবীর কাছে আসিয়া বসিলেন।

দেবী বলিল, “ভাল হইল, দেখা দিলে। তোমার কথা ভিন্ন আজিকার কাজ হয় না। তুমি প্রাণ রাখিতে হুকুম দিয়াছিলে, তাই প্রাণ রাখিয়াছি। দেবী মরিয়াছে, দেবী চৌধুরাণী আর নাই; কিন্তু প্রফুল্ল আছে। প্রফুল্ল থাকিবে, না দেবীর সঙ্গে যাইবে?”

ব্রজেশ্বর বলিল, “তুমি আমার ঘরে চল, ঘর আলো হইবে। তুমি না যাও—আমি যাইব না।”

প্র। আমি ঘরে গেলে আমার শ্বশুর কি বলিবেন?

ব্র। সে ভার আমার। তুমি উদ্যোগ করিয়া তাঁকে আগে পাঠাইয়া দাও।

প্র। পাল্কী-বেহারা আনিতে গিয়াছে।

পাল্কী-বেহারা শীঘ্রই আসিল। হরবল্লভও সন্ধ্যাহ্নিক সংক্ষেপে সারিয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন। নিশি অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাকে জলযোগে বসাইয়া বলিল, "এখন আপনি আমার কুটুম্ব হইলেন, জলযোগ না করিয়া যাইতে পারিবেন না।"

হরবল্লভ জলযোগে না বসিয়া বলিল, "ব্রজেশ্বর কোথায় ?"

নিশি। এইখানেই আছেন—আপনি জলযোগে বসুন। তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি। সে কথাটি তাঁকে বলিয়া যাউন।

হরবল্লভ জলযোগে বসিল। নিশি ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ব্রজেশ্বরকে হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু হে, তুমি যে এখানে কি প্রকারে আসিলে, আমি ত তা এখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই। তা যাক্—সে কথা পরে হবে। এক্ষণে আমি একটু অনুরোধে পড়েছি—তা অনুরোধটা রাখিতে হইবে। এই ঠাকুরাণীটি সৎকুলীনের মেয়ে—ওঁর বাপ আমাদেরই পাল্‌টি—তা ওঁর একটি অবিবাহিত ভগিনী আছে—পাত্র পাওয়া যায় না—কুল যায়। তা কুলীনের কুলরক্ষা কুলীনেরই কাজ—তাই বল্‌ছিলাম, যখন অনুরোধে পড়া গেছে, তখন এ কর্তব্যই হয়েছে। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এঁর ভগিনীকে বিবাহ কর।"

ব্রজেশ্বর মোটের উপর বলিল, "যে আজ্ঞা।"

হর। আমার পাল্কী-বেহারা এসেছে, আগে গিয়া বউ-ভাতের উদ্যোগ করি, তুমি যথাশাস্ত্র বিবাহ ক'রে বউ নিয়ে বাড়ি যেও।

হরবল্লভ জলযোগ সমাপন করিয়া বিদায় লইলেন।

হরবল্লভ চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি হল? তোমার ছোট বোন কে?"

নিশি। চেননা? তার নাম প্রফুল্ল।

ব্রজ। ওহো! বুঝিয়াছি, কি রকমে এ সম্বন্ধে কর্তাকে রাজি করিলে? কাজটা ভাল হয় নাই।

নিশি। সে আবার কি?

ব্র। বাপের সঙ্গে কি প্রবঞ্চনা চলে? বাপের চোখে ধূলা দিয়া মিছে কথা বহাল রাখিয়া আমি স্ত্রী লইয়া সংসার করিব?

নিশি অপ্রতিভ হইল, বলিল, "এখন উপায়?"

ব্র। উপায় আছে। চল প্রফুল্লকে লইয়া ঘরে যাই, সেখানে গিয়া বাপকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিব। লুকাচুরি হইবে না।

নিশি। তা হইলে তোমার বাপ কি দেবী চৌধুরাণীকে বাড়িতে উঠিতে দিবেন?

দেবী। দেবী চৌধুরাণী কে? দেবী চৌধুরাণী মরিয়াছে, তার নাম এ পৃথিবীতে মুখেও আনিও না, প্রফুল্লের কথা বল।

নিশি। প্রফুল্লকেই কি তিনি ঘরে স্থান দিবেন?

ব্রজ। আমি ত বলিয়াছি যে, সে ভার আমার।

তখন ভূতনাথ যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। রঙ্গরাজকে ডাকিয়া সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইল। রঙ্গরাজ কাঁদিল— বলিল, "মা, আমাদিকে ত্যাগ করিবেন, তা ত কখনও জানিতাম না।" সকলে মিলিয়া রঙ্গরাজকে সান্ত্বনা করিল। দেবীগড়ে প্রফুল্লের ঘর-বাড়ি, দেবসেবা, দেবত্রা সম্পত্তি ছিল। সে সকল প্রফুল্ল

রঙ্গরাজকে দিলেন; বলিলেন,—"সেইখানে গিয়া বাস কর। আর কখনও লাঠি ধরিও না। তোমরা যাকে পরোপকার বল, সে বস্তুত পরপীড়ন। ঠেঙ্গালাঠি দ্বারা পরোপকার হয় না। এই সকল কথাগুলি আমার পক্ষ হইতে ভবানী ঠাকুরকেও বলিও। তাঁকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও।"

রঙ্গরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইল। দিবা ও নিশি সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের ঘাট পর্যন্ত চলিল। সেই বজরায় ফিরিয়া তাঁহারা দেবীগড়ে গিয়া বাস করিবে। বজরায় দেবীর রানীগিরির আসবাব সব ছিল। প্রফুল্ল সব দিবা ও নিশিকে দিলেন। বলিলেন, "এ সকল বেচিয়া যাহা হইবে, তাহার মধ্যে তোমাদের যাহা প্রয়োজন, ব্যয় করিবে বাকী দরিদ্রকে দিবে। এ সকল আমার কিছুই নয়।"—এই বলিয়া প্রফুল্ল আপনার বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারগুলি নিশি ও দিবাকে দিলেন।

নিশি বলিল, "আজ তুমি প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাইতেছ, আমি আজ তোমাকে কিছু যৌতুক দিয়া আশীর্বাদ করিব। মানা করিও না, এই আমার শেষের সাধ—সাধ মিটাইতে দাও।"

এই বলিয়া নিশি কতকগুলি বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে প্রফুল্লকে সাজাইতে লাগিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, নিশি যখন এক রাজমহিষীর কাছে থাকিত, রাজমহিষী তাহাকে অনেক অলঙ্কার দিয়াছিলেন। এই সেই গহনা। তারপর তিনজনে কাঁদিতে বসিল। প্রফুল্ল কাঁদিল না—প্রফুল্লের মন আহ্লাদে ভরা।

যথাকালে বজরা ভূতনাথের ঘাটে পৌঁছিল। সেইখানে দিবা ও নিশির পায়ের ধূলা লইয়া, প্রফুল্ল তাহাদিগের কাছে বিদায়

হইল। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বজরায় ফিরিয়া যথাকালে দেবীগড়ে পৌঁছিল। দাঁড়ি-মাঝি বরকন্দাজের বেতন হিসাব করিয়া দিয়া তাহাদের জবাব দিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভূতনাথের ঘাটে প্রফুল্লের বজরা ভিড়িবামাত্র কে জানে, কোথা দিয়া গ্রামময় রাষ্ট্র হইল যে, ব্রজেশ্বর আবার একটা বিয়ে ক'রে এনেছে; বড় না কি ধেড়ে বউ। সুতরাং ছেলে, বুড়ো, কানা, খোঁড়া, যে যেখানে ছিল, সব দেখিতে ছুটিল।

বর-কন্যা আসিয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়াছে। গিন্নী বরণ করিতেছেন—বউয়ের মুখ দেখিবার জন্য লোকে ঝুঁকিতেছে, কিন্তু বউ বউ-গিরির চাল ছাড়ে না, দেড় হাত ঘোমটা টানিয়া রাখিয়াছে, কেহ মুখ দেখিতে পায় না। শাশুড়ী বরণ করিবার সময়ে একবার ঘোমটা খুলিয়া বধূর মুখ দেখিলেন। একটু চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বেশ বউ।" তাঁর চোখে একটু জল আসিল।

বরণ হইয়া গেলে বধূ ঘরে তুলিয়া শাশুড়ী সমবেত প্রতিবাসিনীদিগকে বলিলেন "মা! আমার বেটা-বউ অনেক দূর থেকে আসিতেছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। আমি এখন ওদের খাওয়াই দাওয়াই। ঘরের বউ ত ঘরেই রহিল, তোমরা নিত্য দেখবে।"

গিন্নীর এই বাক্যে অপ্রসন্ন হইয়া নিন্দা করিতে করিতে প্রতিবাসিনীরা ঘরে গেল। দোষ গিন্নীর, কিন্তু নিন্দাটা বধূরই অধিক হইল। ক্রমে গ্রাম ঠাণ্ডা হইল।

গোলমাল মিটিয়া গেল। গিন্নী ব্রজেশ্বরকে ডাকিলেন। ব্রজ আসিয়া বলিল, "কি মা ?"

গিন্নী। বাবা, এ হারাধন আবার কোথা পেলে বাবা ?

ব্রজ। মা, বিধাতা দয়া করিয়া আবার দিয়াছেন, এখন মা, তুমি বাবাকে কিছু বলিও না। নিজনে পাইলে আমি সকলই তাঁর সাক্ষাতে প্রকাশ করিব।

গিন্নী। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না বাপ, আমিই সব বলিব। বউ-ভাতটা হইয়া যাক্ ; তুমি কিছু ভাবিও না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইল। পাকস্পর্শ নির্বিঘ্নে হইয়া গেল। বড় ঘটাপটা কিছু হইল না, কেবল জনকতক আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া হরবল্লভ কার্য সমাধা করিলেন।

পাকস্পর্শের পর গিন্নী আসল কথাটা হরবল্লভকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। বলিলেন যে,— "এ নূতন বিয়ে নয়—সেই বড় বউ।"

হরবল্লভ চমকিয়া উঠিল—"অ্যাঁ! সেই বড় বউ—কে বল্লে ?"

গিন্নী। আমি চিনেছি। আর ব্রজও আমাকে বলিয়াছে।

হর। সে যে দশ বৎসর হলো ম'রে গেছে!

গিন্নী। মরা মানুষ কখনও ফিরে থাকে ?

হর। এত দিন সে মেয়ে কোথায় কার কাছে ছিল ?

গিন্নী। তা আমি ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। ব্রজ যখন ঘরে আনিয়াছে, তখন না বুঝিয়া সুঝিয়া আনে নাই।

হর। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গিন্নী। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। তুমি একবার কথা কহিয়াছিলে, তার ফলে আমার ছেলে আমি

হারাইতে বসিয়াছিলাম। আমার একটি ছেলে। আমার মাথা খাও, যদি তুমি কোন কথা কহিবে, তবে আমি গলায় দড়ি দিব।

হরবল্লভ এতটুকু হইয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না। কেবল বলিলেন, "তবে লোকের কাছে নূতন বিয়ের কথাটাই প্রচার থাক।" গিন্নী বলিলেন, "তাই থাকিবে।"

ত্রয়োদশ—চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল সাগরকে দেখিতে চাহিল। ব্রজেশ্বরের ইঙ্গিত পাইয়া গিন্নী সাগরকে আনিতে পাঠাইলেন।

যে লোক সাগরকে আনিতে গিয়াছিল, তাহার মুখে সাগর শুনিল, স্বামী আর একটা বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন—বুড়ো মেয়ে! সাগরের বড় রাগ হইল, "আবার বিয়ে? আমরা কি স্ত্রী নই? হায়! বিধাতা কেন আমায় দুঃখীর মেয়ে করেন নাই?"

এইরূপ রুষ্ট ও ক্ষুণ্ণভাবে সাগর শ্বশুরবাড়ি আসিল। আসিয়াই প্রথমে নয়ান বউয়ের কাছে গেল।

সাপকে হাঁড়ির ভিতর পূরিলে যেমন গর্জিতে থাকে, প্রফুল্ল আসা অবধি নয়নতারা সেইরূপ করিতেছিল। একবারমাত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, গালির চোটে ব্রজেশ্বর পলাইল। প্রফুল্লও ভাব করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তারও সেই দশা ঘটিল।

সেই দেবীর শ্রীমন্দিরে প্রথম সাগর গিয়া দেখা দিল। দেখিয়া নয়নতারা বলিল, "এসো! এসো! তুমি বাকী থাক কেন?"

নূতন সপত্নীকে খুঁজিয়া সাগর তাহাকে পুকুরঘাটে ধরিল। পিছনে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাদের নূতন বউ ?"

"কে, সাগর এয়েছ ?" বলিয়া নূতন বউ সম্মুখে ফিরিল।

সাগর বিস্ময়াপন্না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী রানী ?"

প্র। চুপ। দেবী মরিয়া গিয়াছে। আমি নূতন বউ।

সা। কেমন ক'রে কি হ'লো আমায় সব বল দেখি।

প্র। এখানে বলিবার জায়গা নয়। আমি একটি ঘর পাইয়াছি, সেইখানে চল, সব বলিব।

দুই জনে দ্বার বন্ধ করিয়া বিরলে বসিয়া কথোপকথন হইল।

যথাকালে পুত্র-পৌত্রে সমাবৃত হইয়া প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল। দেশের লোক বলিল, "আমরা মাতৃহারা হইলাম।"

রঙ্গরাজ, দিবা ও নিশি দেবীগড়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদ-ভোজনে জীবন নির্বাহ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। ভবানী ঠাকুরের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিল না।

ভবানী ডাকাইতি সব বন্ধ করিল। মনে করিল, "আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।" এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস।" ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।

সমাপ্ত